দীর্ঘতম দিনটি

কর্নেলিয়াস রায়ানের 'দি লংয়েস্ট ডে'র বাংলা অনুবাদ

ভাষান্তর : **মনোজিত লাহিড়ী**

মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির
১৫/বি, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৫৮

প্রকাশক : প্রশান্ত তালুকদার
মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির
১৫/বি, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : গদাধর প্রিন্টার্স
৪১ডি/১০৩ মুরারীপুকু রোড
কলিকাতা-৬৭

ভূমিকা

মঙ্গলবার ॥ ডি ডে : ছ'ই জুন, উনিশো চুয়াল্লিশ ॥

উনিশশো চুয়াল্লিশের ছ'ই জুনের মধ্যরাতের পোনেরো মিনিট পরে শুরু হয় অপারেশান ওভারলর্ড ; যে দিনটি মানুষ চিরদিন মনে রাখবে—ডি ডে বলে চিহ্নিত যে দিনটি।

রাত শেষে নরম্যাণ্ডির উপকূলে নেমে এসেছিলো মার্কিন ১০১তম আর ৮২তম বাহিনীর ছত্রীরা। বাছাই করা সেনা। এর পাঁচ মিনিট পরে পঞ্চাশ মাইল দূরে ব্রিটিশ ষষ্ঠ ছত্রীবাহিনীর মানুষগুলোও নেমেছিলো।

সকাল ছ'টা তিরিশ মিনিট ; শুরু হয়ে গেলো সাগর আর অন্তরীক্ষ মিলিত বোমাবর্ষণ। আক্রমণের প্রাথমিক পর্য্যায়ে কয়েক সহস্র মানুষ সৈকতে নামলো। এর পর যা ঘটেছে তা জঙ্গী ইতিহাস নয়, সাধারণ মানুষের কথা। মিত্রবাহিনীর উপাখ্যান ; যাদের সঙ্গে লড়েছে, তাদের গল্প আর ডি ডে'র সেই রক্তক্ষয়ী দিনটিতে যে অসামরিক মানুষগুলো জড়িয়ে পড়েছিলো, তাদের কাহিনী। হিটলারের বিশ্বজয়ের অবাস্তব পরিকল্পনার রূপকথা।

‘বিশ্বাস করো ল্যাং, আক্রমণের প্রথম চব্বিশটা ঘন্টাই হবে চরম সময়···মিত্রপক্ষের, সেই সঙ্গে জর্মনীরও···সেই দিনটিই হবে দীর্ঘতম।’

ফিল্ড মার্শাল রোমেল
এপ্রিল ২২শে, ১৯৪৪ ॥

প্রতীক্ষা

প্যারি আর নরম্যাণ্ডির মাঝে সেইনের মুখে লা রোশে গুয়োঁ গ্রামটি দ্বাদশ শতকের প্রথম সকালটির মতই শব্দহীন। দীর্ঘদিন ধরে অখ্যাত গ্রামটি শুধু মানুষের আসা-যাওয়া পথের ধারে থেকে গেছে। ব্যতিক্রম শুধু ডিউক্স দ্য লা রোশে কোঁকো-র দুর্গটি। লা রোশে-র শান্তি বিঘ্নিত করেছিলো দুর্গটি সেদিন···

তখনো সকাল ছ টা বাজে নি। দুর্গের বিরাট প্রাঙ্গণ জুড়ে নৈঃশব্দ। কিন্তু এই নিস্তব্ধতার আপাত কারণ, গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে মানুষ অপেক্ষমাণ একটা ঘণ্টাধ্বনির প্রতীক্ষায়। সেন্ট স্যামসনের পঞ্চদশ শতকের সেই ঐতিহাসিক ঘণ্টা থেকে বাজবে অ্যাঞ্জেলাসের ঘোষণা। প্রাক-যুদ্ধ দিনগুলোতে তার একটাই অর্থ হতো, বুকে একটা চিহ্ন এঁকে কটা মুহূর্ত মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতো প্রার্থনার ভঙ্গিতে কিন্তু আজ এই ধ্বনি অর্থবহ, আত্মস্থ হবার মুহূর্তে আজকের এই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটবে সান্ধ্য-আইনের। সারা গ্রামে চলেছে সান্ত্রী-পাহারা—দুর্গের অভ্যন্তরে, বাইরে—রাস্তায়। পিল বক্সেও চলেছে বিরামহীন পাহারা। পাঁচশো তেতাল্লিশটা মানুষের গ্রাম লা রোশে গুয়োঁ আজ বন্দী শিবির। প্রতিটি মানুষের পেছনে তিনজন জর্মন সশস্ত্র পাহারা। নেতৃত্বে জর্মনীর পশ্চিমী বাহিনীর আর্মি গ্রুপ বি-র সেনানায়ক আরউইন রোমেল। লা রোশে-তে যাঁর সদর দপ্তর।

এখান থেকেই শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পঞ্চম বছরের উত্তেজনা। কঠিন লড়াই চালাতে দৃঢ়সঙ্কল্প তিনি। আটশো মাইল বিস্তৃত উপকূল জুড়ে তাঁর তাঁবে আধ কোটি সেনা—হল্যাণ্ড থেকে অতলান্তিক ছুঁয়ে ধৌত ব্রিটানি উপদ্বীপ পর্যন্ত।

জর্মনদের প্রধান শক্তি পঞ্চদশ বাহিনী পা-দে-কালেঁাতে কেন্দ্রীভূত। ফ্রান্স আর হল্যাণ্ডের সূক্ষ্মতম পর্যায়ে অবস্থান চলেছে তাদের।

সারা ইংলিশ চ্যানেল জুড়ে চলেছে তৎপরতা। রাতের পর রাত, মিত্রপক্ষীয় বিমানগুলো অবিশ্রান্ত বোমা ফেলে চলেছে। বোমা-বিপর্যস্ত বাহিনীর পরিহাসের খোরাক জুগিয়েছে। কারণ সপ্তম বাহিনীর অবস্থিতির জায়গাটাতে একটা বোমাও নাকি পড়ে নি।

মাসের পর মাস উপকূল জুড়ে চললো নিঃশব্দ প্রতিক্ষা রোমেলের। সঙ্গে তাঁর বিরাট বাহিনী। কিন্তু ধূসর-নীল চ্যানেলে জাহাজের চিহ্নমাত্র নেই। মিত্রশক্তির আক্রমণেরও নেই কোনো ইঙ্গিত।

দিনটা চুয়াল্লিশ সালের চৌঠা জুন।

একতলায় উঁচু ছাদের ঘরটায় বসে রোমেল। রেঁনাসা টেবেলের কোণে একটা টেবলবাতি শুধু। দেয়ালে বর্তমান ডিউকের পূর্বপুরুষ সপ্তদশ শতকের সূত্র-লেখক ডিউক দ্য লা রোশে কোঁকো-র ফ্রেমে আঁটা ছবি। কিছু চেয়ারও ইতস্ততঃ সাজানো।

এ-ঘরে শুধু রোমেল। ঘরণী লুসি মারিয়ারও কোনো দেয়াল ছবি নেই এখানে। নেই পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র ম্যানফ্রেডেরও। উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির লড়াইগুলোর কোনো স্মরণিকাও নেই। বিয়াল্লিশে হিটলারের উপহার তিন পাউণ্ড ওজনের লাল ভেলভেটের স্বস্তিকা-চিহ্ন নেই। ঈগলের চিহ্নে চিহ্নিত বেটনটাও অনুপস্থিত। এক দিনই শুধু সেটা দেখা গেছে রোমেলের কাছে, যেদিন বস্তুটি পেয়েছিলেন। ইতিহাসের পাতা জুড়ে যাঁর নাম, সেই মরুশৃগাল এ-ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অস্তিত্বের কোনো স্বাক্ষর থাকবে না।

বয়সের তুলনায় উত্তর-পঞ্চাশের রোমেল অক্লান্ত কর্মী। রাতে পাঁচ ঘণ্টার বেশী ঘুমোতে দেখা যায় নি তাঁকে। আজও অন্যদিনের মতই ঘড়িতে চারটের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়েছেন। প্রতীক্ষামগ্ন

তিনিও, ছ'টা বাজার ঘোষণায় প্রাতরাশ সেরে জর্মনীর উদ্দেশ্যে রওনা হবেন সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে।

দীর্ঘদিনের ব্যবধানে রোমেলের এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। গাড়িতেই যেতে হবে এই দীর্ঘ পথ, কারণ ফুয়েরার (হিটলার) আকাশ পথে যাবার নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। রোমেলও আকাশ-প্রেমী নন, তাই তাঁর কালো কনভার্টিব্‌ল্‌ হর্শ গাড়িতেই হবে তাঁর যাত্রা। সাগ্রহে অপেক্ষমান রোমেল কিন্তু চলে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক, অনেক গুরুদায়িত্ব অর্পিত রোমেলের কাঁধে। হিটলারের তৃতীয় রাইখ দোদুল্যমান, বিপর্যয়ের মুখে। মিত্রপক্ষীয় বিমানগুলো তাণ্ডব চালিয়েছে দিনে রাতে জর্মনীর আকাশ জুড়ে। রাশিয়ার বিপুল বাহিনী পোল্যাণ্ডে ঢুকে পড়েছে! রোমের উপকণ্ঠেও শোনা যাচ্ছে মিত্রপক্ষের পদধ্বনি। সর্বত্র, সমস্ত রণাঙ্গনেই ওয়েরমাশের ইতিহাস সৃষ্টিকারী বাহিনী পর্যুদস্ত, ধ্বংসের মুখোমুখি। তবু জর্মনী জয়পরাজয়ের প্রান্তরেখার বহুদূরে—যদিও মিত্রপক্ষের এই আক্রমণই তার চরম। জর্মনীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় দোলায় দুলছে এ-কথা রোমেলের চেয়ে বেশী আর কে জানে।

অবসর বিনোদনে স্বগৃহে যেতেই হচ্ছে রোমেলকে। ক'দিন আগেই পশ্চিম রণাঙ্গনের সর্বাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল গার্দ ফন রুণ্ডস্টেডের অনুমতিও প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থনাও অচিরাৎ মঞ্জুর হয়েছে। প্যারির উপকণ্ঠে জার্মেন-এন-লায়ে-তে রুণ্ডস্টেডের সদরে রোমেল হাজির হলেন। সৌজন্যসাক্ষাৎকারে প্রার্থী হলেও তাঁর উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে রুণ্ডস্টেড আর তাঁর চিফ্‌-অফ-স্টাফ মেজর জেনারেল গানথার ব্লুমেনট্রিট অভিভূত। ব্লুমেনট্রিট পরে বলেছেন, 'মানুষটাকে ক্লান্ত, উত্তেজনা-কঠোর মনে হয়েছে, সপরিবার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে তাঁর মনে হয়েছে।' হ্যাঁ। রোমেল উত্তেজনায় থরথর্‌। তেতাল্লিশের শেষাশেষি ফ্রান্সের মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তির আক্রমণ সম্ভাবনা তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। একমাত্র

ভাবনা শত্রু পক্ষের আক্রমণ নস্যাৎ করার ভাবনা। তাদের অবতরণের সম্ভাব্য লক্ষ্য, ভাবনা।

একটা মানুষই রোমেলের এই মনযন্ত্রণার প্রতিটি মুহূর্তের ভাগীদার—লুসি, রোমেলের ঘরনী। চার মাসেরও কম সময়ে যাঁর কাছে পৌঁছেছে রোমেলের চল্লিশখানারও বেশী চিঠি। আর প্রতিটি লিপিতেই প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণের কাল্পনিক ফিরিস্তি।

তিরিশে মার্চ লিখলেন: 'মার্চ মাস শেষ হলো, ইঙ্গো-মার্কিনীরা এখনো তাদের আক্রমণ সুরু করতে পারলো না মনে হচ্ছে ওরা নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে।'

দু'ই এপ্রেল: 'এখানে উত্তেজনা বাড়ছে ··কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবো···'

ছাব্বিশে এপ্রেল: 'ইংল্যাণ্ডের মনোবল ভেঙে পড়ছে···একের পর এক ধর্ম্মঘট চলছে শ্লোগান উঠেছে --চার্চিল নিপাত যাক্···ইহুদিরা নিপাত যাক্···শান্তির শ্লোগান সোচ্চার হচ্ছে·· আক্রমণের ঝুঁকি নেবার অশুভ পুর্ব লক্ষণ···'

সাতাশে এপ্রিল: 'এখন মনে হচ্ছে ওরা অদূর ভবিষ্যতে এগোবার পক্ষে একাত্ম হতে পারছে না।'

মে ছয়: 'ব্রিটিশ আর মার্কিনদের কোনো পাত্তা নেই।...দিনে দিনে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে—আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। মে'র মাঝামাঝিও দিনটা আসতে পারে, মাসের শেষ দিকেও—'

পনেরোই মে: 'দীর্ঘ পরিদর্শনের ঝুঁকি নিতে পারছি না, কারণ—আক্রমণ কবে শুরু হবে কেউ বলতে পারে না—কয়েক সপ্তাহের ভেতরেই ঘটবে ঘটনাগুলো—পশ্চিমের এই ক্ষেত্রেই—'

উনিশে মে: 'আগের চেয়ে পরিকল্পনাগুলোর দ্রুততর রূপায়ণ হচ্ছে [কিন্তু] ভাবছি, জুনের ক'টা দিন, এখান থেকে সরে থাকবো, তবে—এখনই সে সুযোগ নেই—'

সুযোগ এসেছে। রোমেলের ঐ সময়ে অবকাশ বিনোদনের ইচ্ছের অন্যতম কারণ মিত্রপক্ষের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ন। তাঁর টেবিলে এই মুহূর্তে মেলা রয়েছে 'বি' গ্রুপের সাপ্তাহিক দিনপঞ্জী। আগামীকাল মধ্যাহ্নের মধ্যেই এই ভারী কাগজের স্তূপটি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে রূণ্ডস্টেডের সদর দপ্তরে [ওবি ওয়েস্ট]। সেখান থেকে যাবে হিটলারের সদরে [ওকে ওয়েস্ট]। রোমেলের মূল্যায়নে বলা হলো, 'মিত্রপক্ষ মোটামুটি প্রস্তুতির পর্যায়ে পৌঁছলেও এবং ফরাসী প্রতিরক্ষা বিভাগের কাছে ক্রমবর্দ্ধমান যোগাযোগ সত্বেও পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এটা পরিস্কার, যে আক্রমণ সমাসন্ন নয়···

রোমেলের এই অনুমান কিন্তু অভ্রান্ত হলো না।

চিফ-অফ-স্টাফের অফিসে প্রাত্যহিক সংবাদের পাতায় চোখ বোলালো হেলমুট ল্যাং। ক্যাপটেন হেলমুট ল্যাং, ফিলড মার্শাল রোমেলের ছত্রিশ বছর বয়স্ক নিরাপত্তা রক্ষী। রুটিন অভ্যেস। আজও নেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর। পাস-দ্য-লে-তে রাতের অবিশ্রান্ত বোমবাজির খবর ছাড়া ফ্রন্টের অবস্থা শান্ত। আক্রমণের জায়গা বেছে নিয়েছে মিত্রশক্তি···ওইখানেই চালিয়ে যাবে তাদের আক্রমণ, এ ধারণা সবাইর।

ল্যাং ঘড়ি দেখলো—ছ'টা বাজতে এখনো মিনিট কয়েক বাকি। সাতটায় রওনা হবে তারা। শান্ত্রীর গাড়ি থাকবে না। থাকবে দুটো গাড়িঃ রোমেল একটায়, অন্যটায় বি গ্রুপের অপারেশান্স অফিসার—কর্নেল হ্যান্স জর্জ ফন টেম্পেলহফ। চারদিকের সামরিক কম্যাণ্ডোগুলোর দপ্তরে খবর পৌঁছে দেওয়া হয়েছে—রোমেলের নির্দেশঃ অযথা হৈ-চৈ আর কুটনৈতিক আদব- কায়দা থেকে দূরে থাকতে চান তিনি।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে বেলা তিনটের মধ্যে তারা উম-এ পৌঁছে যাবে।

সমস্যা আরো ছিলো। ফিল্ড মার্শালের খাবার। কি যাবে সঙ্গে। রোমেল ধূমপান করেন না। ক্বচিৎ পান করেন। আর খাবারের ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন, অধিকাংশ দিনই না খেয়ে থাকেন! দূরে কোথাও যাবার সময়ে রোমেলের নির্দেশ: সাধারণ খানা। ল্যাংকে মাঝে মধ্যে বিভ্রান্তও করতেন এই বলে, 'তবে, দু' একটা চপ দিতে পারো সঙ্গে, আপত্তি করবো না।'

ল্যাং কিন্তু কখনোই ঠিক করে উঠতে পারে নি খাদ্যের ব্যাপারটা। আজ সকালে এক ফ্লাস্ক কনসমি ছাড়া ক'টা বিভিন্ন সাইজের স্যাণ্ডউইচ নেবার কথা। ল্যাং-এর ধারণা, স্বাভাবিকভাবেই রোমেল লাঞ্চের কথা ভুলে যাবেন।

করিডর দিয়ে হেঁটে যেতে ল্যাং-এর কানে এলো মৃদুস্বর কথোপকথন আর টাইপের খটাখট শব্দ। গ্রুপ বি-র সদর এখন ব্যস্ততম দপ্তর। ওপর তলায় ডিউক আর ডাচেসের নিদ্রার ব্যাঘাত হচ্ছে ভেবে ল্যাং দুঃখ পেলো।

করিডরের শেষে একটা প্রকাণ্ড দরজার সামনে থামলো ল্যাং। আস্তে টোকা দিলো সে, তারপর হাতল ঘুরিয়ে ঢুকলো ঘরে।

রোমেল কাজে ডুবে আছেন, ল্যাং ঢুকেছে জানতেই পারলেন না। ল্যাং অপেক্ষা করে চললো…কারণ, সে জানে এখন ফিল্ড মার্শালকে বিরক্ত করা চলবে না।

রোমেল মুখ তুললেন, 'গুড মর্নিং, ল্যাং—'

'গুড মর্নিং ফিল্ড মার্শাল। আজকের রিপোর্টটা—' ল্যাং কাগজের স্তূপ নামিয়ে দিলো। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে ল্যাং অপেক্ষা করতে লাগলো। রোমেল বেরোলে তাঁকে নিয়ে প্রাতবাশের টেবিলে যাবে।

আজ ফিল্ড মার্শালকে অত্যন্ত ব্যস্ত মনে হলো তার। যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে কিনা কে জানে, ভাবলো ল্যাং…

যাত্রা বাতিলের কোনো উদ্দেশ্য নেই রোমেলের। কোনো নির্দিষ্ট

কর্মসূচি না করা থাকলেও হিটলারের সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। ফুয়েরার কাছে জেনারেলদের সবারই অবাধ প্রবেশাধিকার। রোমেল হিটলারের অ্যাডজুটেন্ট মেজর জেনারেল রুডলফ স্মাণ্ডটকে টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। স্মাণ্ডট জানিয়েছেন—ছ' থেকে ন' তারিখের মধ্যে হতে পারে সাক্ষাৎকার॥ সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা অবশ্য কম লোকই জানে। রুণ্ডস্টেডের দপ্তরে লেখা রইলো—রোমেল ছুটি কাটাতে বাড়ি যাচ্ছেন...

রোমেল এ সময়ে দপ্তর ছেড়ে যেতে পারেন, এ বিশ্বাস নিয়েই চলেছেন তিনি। আক্রমণের অনুকূল আবহাওয়া ছিলো মে মাসে, সে মাস পার হয়ে গেছে। আক্রমণ সম্ভাবনা না থাকলেও প্রতিরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা। সপ্তম ও পঞ্চদশ বাহিনী দুটির ওপর নির্দেশ আছে: 'শত্রুপক্ষের অবতরণের সামান্যতম সুযোগও যেন না থাকে। বিশে জুনের মধ্যে ব্যবস্থাদির রিপোর্ট পাঠাতে হবে আমার দপ্তরে।' রোমেলের ধারণা, হিটলারের মনও হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা: রাশিয়া লাল ফৌজের গ্রীষ্মকালীন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রপক্ষও ঝাঁপিয়ে পড়বে। জুনের শেষভাগ পর্যন্ত অতএব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে কিন্তু আবহাওয়ার অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে। সেই ভোরের রিপোর্টে প্রচারিত লুফ্‌তওয়াফের প্রধান আবহাওয়াবিদ কর্ণেল ওয়াল্টার স্টোবের ভবিষ্যৎবাণী: 'মেঘের বিস্তার, ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি।'

ঘন্টায় বিশ থেকে ত্রিশ মাইল বেগে ঝড় বইতে শুরু করেছে চ্যানেলে সুতরাং, লা রোশের আবহাওয়াও অনুকূল হতে পারে না। রোমেলের ঘরের বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার শিকার হয়েছে লতাপাতা, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তা। ভোরের কিছু আগে চ্যানেলের দিক থেকে একটা মৃদু ঝড়ও বয়েছে, ফরাসী উপকূলের ওপর দিয়ে বয়ে

গেছে সেটা।

রোমেল ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন, 'গুড মর্নিং ল্যাং।' যেন এই প্রথম দেখা ল্যাংয়ের সঙ্গে।

'আমরা কি বেরিয়ে পড়তে পারি?' প্রাতরাশের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন।

ঘন্টাধ্বনি শুরু হলো। প্রতিটি ধ্বনি মোকাবিলা করে চলেছে ঝড়ো শব্দের সঙ্গে।

ভোর ছ'টা।

ল্যাং-য়ের সঙ্গে কিন্তু ফিল্ড মার্শালের একটা নিয়মবহির্ভূত সহজ সৌহার্দ গড়ে উঠেছে এ ক'মাসে। ফেব্রুয়ারীতে এখানে আসার পর থেকেই একসঙ্গে পরিদর্শনে বেরিয়েছেন, দূরের পাড়িতে। ভোর সাড়ে চারটে না বাজতেই বেরিয়ে পড়েছেন দুজনে, বিদ্যুৎগতিতে ছুটেছে গাড়ি—হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ব্রিটানি পর্যন্ত দৌড়। প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করেছেন ফিলড মার্শাল, 'আমার এখন শুধু একটাই শত্রু—সময়—।' এর মোকাবিলা করতে রোমেল নিজেকে বা তাঁর বাহিনীর কাউকে রেহাই দেন নি।

তেতাল্লিশের নভেম্বর থেকেই চলছে দিনগুলো এই নিয়মে, ফ্রান্সের মাটিতে পা রাখার দিন থেকেই। ওই বছরেই পশ্চিম ইওরোপের প্রতিরক্ষা দায়িত্ব নেবার পর রূণ্ডস্টেড বাড়তি যুদ্ধোপকরণ চেয়ে হিটলারের কাছে আবেদন করে পেলেন রোমেলকে। বার্দ্ধক্যের ভারে জর্জরিত রূণ্ডস্টেড অবমাননাকর অবস্থায় পড়লেন, কারণ রোমেল ঢালাও ফরমায়া নিয়েই এলেন—উপকূল পরিদর্শনের! হিটলারের বহুলপ্রচারিত 'অতলান্তিক প্রাচীর'-এর খবরদারীও শুরু হলো। ফুয়েরারের কাছেই সরাসরি পরিদর্শনের ফিরিস্তিও পাঠানো চললো।

হতবুদ্ধি রূণ্ডস্টেড ওকে ডব্লিওয়ের চিফ-অফ-স্টাফ ফিলড মার্শাল উইলহেম কাইটেলের কাছে জানতে চাইলেন রোমেলকে তাঁর

উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন কে !

'অতলান্তিক প্রাচীরের পুরোদস্তুর পরিদর্শন চললো। রোমেল অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। উপকূলের কয়েকটি জায়গায় মাত্র ইঁট-চূণ-সুরকির গাঁথুনি শুরু হয়েছে। অথচ প্রাচীরের বিস্তৃতি লে হাভর থেকে হল্যাণ্ডের সীমারেখা পর্যন্ত। অন্যান্য জায়গায় অবশ্য কাজ চলছে। দু'এক জায়গায় কাজ শুরুই হয় নি। তবু, 'অতলান্তিক প্রাচীর' বর্তমান পর্যায়েও দুর্ভেদ্য। কিন্তু রোমেল তো সহজে তুষ্ট নন. বিগত বছরে উত্তর আফ্রিকায় মন্টগোমারী সাহেবের হাতে তিনি নাকাল হয়েছেন। অতলান্তিক প্রাচীর তাই, তাঁর মতে প্রহসন। বছর দুয়েক আগেও এ-প্রাচীরের অস্তিত্ব ছিলো না। কারণ বিয়াল্লিশ পর্যন্ত নাজীরদের কাছে যুদ্ধজয়ের ব্যাপারটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। সর্বত্র উড়ছে স্বস্তিকা। আস্ট্রিয়া আর চেকোশ্লোভাকিয়া খতম হয়েছে যুদ্ধ সুরুর আগেই। যুদ্ধের প্রথম বছরেই পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশই পাকা আপেলের মতো ঝরে পড়েছে।

নরওয়ে অবশ্য কিছু বেশী সময় নিয়েছে, ছ' সপ্তাহ ! তারপর সাতাশ দিনে একে একে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ল্যাক্সেমবার্গ, ফ্রান্স। আর সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো ডানকার্কে! ফ্রান্সের পর রইলো ইংল্যাণ্ড। তাহলে? এ' প্রাচীরের দরকারটা কি !

হিটলার ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করেন নি, তাঁর সমরনায়কদের ইচ্ছে সত্ত্বেও। শান্তি প্রস্তাবের অপেক্ষায় আছেন হিটলার কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থারও পরিবর্তন হলো। মার্কিনদের দৌলতে ব্রিটিশরা নিজেদের অবস্থা ফেরাতে লাগলো। হিটলারের দৃষ্টি কিন্তু রুশ রনাঙ্গনে, একচল্লিশের জুন-এ রাশিয়ার ওপর আক্রমণ শুরু হলো। ফ্রান্সের উপকূল আর এখন আক্রমণের পটভূমি নয়—আত্মরক্ষার ঘাঁটি। একচল্লিশের শরৎকালে হিটলার ইওরোপকে 'অজেয়' বলে

ঘোষণা চালালেন। আর সেই ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন লড়াইয়ে নেমে পড়লো—ফুয়েরার সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিলেন: 'কিরকেনিস [নরওয়েজীয়—ফিনিশ সীমান্ত] থেকে পিরেনিস [ফ্রান্স—স্পেন সীমান্ত] দুর্ভেদ্য—যে কোনো শত্রুর কাছে—'

এ উক্তি অহঙ্কারের। হঠকারী, দাম্ভিকের। কারণ উত্তরে আর্কটিক সাগর থেকে দক্ষিণে বিস্কে উপসাগর পর্যন্ত সীমানার বিস্তার প্রায় তিন হাজার মাইল! এই বিরাট সীমানা তো দূরের কথা, চ্যানেলের সুক্ষ্মতম অংশেও কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিলো না—

কিন্তু হিটলার তখন এক অদ্ভুত উন্মাদনার শিকার!

জর্মনীর তৎকালীন চিফ-অফ-স্টাফ কর্ণেল-জেনারেল ফ্র্যানজ্ হ্যালডার হিটলারের এই উন্মত্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, 'প্রয়োজনবোধে উপকূলের নৌবাহিনী কামানের পাল্লার বাইরে রাখার ব্যবস্থা হোক—'

হিটলার উত্তরে বীরদর্পে হেঁটে গেলেন তাঁর ঘরে রাখা প্রকাণ্ড এক মানচিত্রের ওপর। হাতের মুঠোয় মানচিত্রের কোণা খামচে ধরলেন, ঝুঁকে পড়ে তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বোমা পড়বে এখানে…এখানে…এখানে…আর এখানে…'প্রাচীর'-এর সামনে…পেছনে, আর তার ওপরে…কিন্তু 'প্রাচীরের 'মধ্যে' আমার বাহিনী নিরাপদ, তারা তখন বেরিয়ে লড়াই করবে…'

হ্যালডার সেদিন কোনো মন্তব্য করেন নি। অন্যান্য সমরনায়কদের সঙ্গে তিনি একমত—রাইখের মত্ততা জন্ম দিচ্ছে আর এক আশঙ্কার: ফুয়েরার জানেন—দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হচ্ছে, তখন আক্রমণেরও শুরু হতে চলেছে…

তবু, প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত হয় নি।

বিয়াল্লিশে যুদ্ধের চাকা ঘুরলো, হিটলারের প্রতিকূলে। ব্রিটিশ কমাণ্ডোগুলো ইওরোপের 'অজেয় দুর্গে' অবিশ্রান্ত আঘাত করে চললো। এলো লড়াইয়ের নৃশংসতম অধ্যায়—দিয়েপ-এ নামলো

হাজার পাঁচেক অবিচলচিত্ত ক্যানাডীয় সেনা। আক্রমণের এক রক্তাক্ত যবনিকা-উত্তোলনকারী অধ্যায়। জর্মনরা কিভাবে তাদের ঘাঁটি রক্ষা করছে জানলো তারা। ক্যানাডার পক্ষে হতাহতের সংখ্যা তিন হাজার তিনশো উনসত্তর জন। হতের সংখ্যা ন'শো।

সর্বনাশা আক্রমণ!

হিটলার প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন।

'আতলান্তিক প্রাচীর'-এর কাজ শেষ করো—' বজ্রনির্ঘোষে ফরমাস জারি করলেন, 'অবিলম্বে—'

হলো। হাজারো ক্রীতদাস মজুরের ঘামে গাঁথুনি শুরু হলো। দেশের তাবৎ সিমেন্ট ক্ষয় করে। পর্যায়ক্রমে ইস্পাত সরবরাহের নির্দেশ জারী হলো, কিন্তু তুলনায় তা এতো কম যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইস্পাত ছাড়াই কাজ চালাতে বললেন। ফলশ্রুতি: 'ম্যাজিনো' আর 'সিগফ্রিড' লাইনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো।

তেতাল্লিশে প্রাচীর যখন আধাসমাপ্ত, তখনো সেখানে কাজ করে চলেছে কয়েক কোটি শ্রমিক, অবিরামগতিতে।

আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী জানতেন হিটলার কিন্তু এর মধ্যে আর এক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে—প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় সেনার অভাব দেখা দিলো।

রাশিয়ায় প্রেরিত কয়েক ডিভিশন সেনা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে—দু' হাজার মাইলের সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে।

ইতালিতে সিসিলির পতনের পর বহু সংখ্যক সেনা বসে গেছে। তাই, চুয়াল্লিশে—হিটলারকে পশ্চিম রনাঙ্গনে তার যুদ্ধনীতির পরিবর্তন করতে হলো। অধিকৃত অঞ্চলগুলো থেকে সংগ্রহ করা হলো 'স্বেচ্ছাসেবক' বাহিনী (পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া আর ইউগোশ্লাভিয়া)। দুটি রুশ ডিভিশানও নাজিদের পক্ষে হাতিয়ার ধরতে এগিয়ে এলো, বন্দীশিবিরের ক্লেশকর দিনগুলোর হাত থেকে মুক্তি পেতে…

ডি-ডে পর্যন্ত পশ্চিম রনাঙ্গনে সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো ষাট ডিভিশনের মত।

সবগুলো পূর্ণশক্তিসম্পন্ন দল নয়। কিন্তু হিটলারের মাথায় তখন 'প্রাচীর'-এর ভূত চেপে আছে। আবার অন্যদিকে রোমেলের মত ঝানু সমরনায়কেরা হারছেন। ঘাঁটির চেহারাও নিরাশ করেছে তাঁকে, তবু তিনিও আর পাঁচটা নায়কের মতই হিটলারের প্রচার অভিযানে আস্থাশীল।

ফন রুণ্ডস্টেড স্বাগত জানালেন রোমেলের 'প্রাচীর' নীতির। প্রবীন সমরনায়ক 'স্থিতিশীল' নীতির রক্ষা কবচে বিশ্বাসী নন।

চল্লিশে ফ্রান্সকে বোকা বানিয়েছিলো যে 'ম্যাজিনো' লাইনের কেরামতি, তা রুণ্ডস্টেডের পরিণত মাথা থেকেই উদ্ভূত।

হিটলারের 'অতলান্তিক প্রাচীর'-এর ব্যাপারটা, তাঁর মতে একটা বিরাট ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয়। শত্রুপক্ষের কাছে যতটা তার চেয়ে জর্মন বাহিনীর কাছে অনেক বেশী, কারণ—প্রতিপক্ষের চরেরা এখানে অনেক বেশী তৎপর। আক্রমণের প্রথম ধাক্কা হয়তো সামলাতে পারবে এই ব্যবস্থা, কিন্তু শেষরক্ষা করা কঠিন হবে। তাঁর মতে আক্রমণ প্রতিহত করার রাস্তা উপকূল থেকে আপাত সেনাদল প্রত্যাহার, এবং আক্রমণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দেওয়া।

রোমেল কিন্তু এই পরিকল্পনার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তাঁর মত ঃ আক্রমণকারীদের মুখোমুখি হয়ে ধ্বংস করো। সময় দিলেই শেষ হয়ে যেতে হবে। আকাশ, জল আর মাটির ত্রিমুখী অভিযানে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে হবে। সাধারণ বাহিনী থেকে প্যানজার বাহিনী—সবার সমাবেশ হবে—এই উপকূলেই।

ল্যাংয়ের মনে পড়ে সেদিনের কথা, রোমেল যেদিন প্রথম যুদ্ধকৌশল বাতলান তার কাছে। জনবিরল সৈকতে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন দুজনে। ছোট্ট মানুষ রোমেলের গায়ে একটা ভারী ওভারকোট, গলায় মাফলার। হাতের বেটনটা ইতস্ততঃ আন্দোলিত করে বালিয়াড়ির

দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, ‘যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হবে এই উপকূলেই। শত্রুকে হারাবার একমাত্র উপায় তাকে জলেই রাখতে হবে। প্রতিরক্ষার প্রধান কেন্দ্রও হবে এইখানে—এই উপকূলেই।

‘বিশ্বাস করো ল্যাং, আক্রমণের প্রথম চব্বিশটা ঘণ্টাই চরম সময়··মিত্রপক্ষের, সেই সঙ্গে জর্মনীরও···সেইদিনটিই হবে দীর্ঘতম।’

রোমেলের পরিকল্পনায় সায় দিলেন হিটলার। এবং এরপর থেকে রুণ্ডস্টেড শুধু নামেই রইলেন। রোমেল তাঁর নির্দেশাবলী কার্যকর করতেন শুধু নিজের মনঃপূত হলে। নিজেকে পরিস্কার রাখতে সব সময়ে একটা কথাই বলতেন, ‘ফুয়েরার নির্দেশ দিয়েছেন।’

রুণ্ডস্টেডের অলক্ষ্যেই অবশ্য বলতেন এটা।

‘বোহেমিয়ো কর্পোরাল’ হিটলারের আনুকূল্যে [হিটলার সম্পর্কে রুণ্ডস্টেডের উক্তি] এইভাবেই আক্রমণ প্রতিহত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চললো। কয়েক মাসের মধ্যেই গোটা চিত্রটাই পালটে গেলো। প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হলো উপকূলের সম্ভাব্য সব জায়গাতেই। মারাত্মক বিস্ফোরকও (মাইন) বসলো। সমুদ্রের মুখোমুখি বসলো কামান—মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটাবার সব ব্যবস্থাই পাকা। রোমেলের বিচিত্র আবিষ্কারগুলো [নকশা নিজেরই] একাধারে সরল ও মারাত্মক। অবতরণের আগেই শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার কৌশল নিহিত ঐ ব্যবস্থায়—জলের গভীরে সারা উপকূল জুড়ে মরণফাঁদ পাতা।

এতেও সুখ নেই রোমেলের—কোনো খুঁত থাকলে চলবে না। বালিয়াড়িতে, সৈকতের বাইরের রাস্তাগুলোতেও নানা আকারের বিস্ফোরক বসানো হলো, কয়েক লক্ষ। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে রোমেল সব চাইতে বেশী আস্থাশীল বিস্ফোরক যন্ত্রাদিতে। তাই, মেজর-জেনারল অ্যালফ্রেড গাউসের [মেজর-জেনারেল ডঃ হান্স স্পাইডেলের পূর্ববর্তী চিফ-অফ-স্টাফ] সঙ্গে পরিদর্শনের এক

পর্যায়ে, গাউস যখন তাঁকে ফুলের সমারোহ দেখিয়ে বললেন, 'সুন্দর দৃশ্য, তাই না?' রোমেল মাথা হেলিয়ে ছিলেন, 'হ্যাঁ। হাজার খানিক মাইন বসানো যায় এখানে।'

আর একবার প্যারির পথে গাউস প্রস্তাব করলেন, 'সাভরেস-এ' বিখ্যাত চীনেমাটির কাজ দেখে যেতে রোমেলকে। গাউসকে বিস্মিত করে রাজী হলেন রোমেল কিন্তু কলার চাতুর্য দেখতে ঢোকেন নি সেদিন সেখানে রোমেল। দ্রুত পায়ে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে গেলেন। পরে গাউসের দিকে ফিরলেন, 'খোঁজ নাওতো এরা আমার সমুদ্রের মাইনগুলোতে কোনো জল-বিরোধী ব্যবস্থা করে দিতে পারে কি না!'

সৈকতের মুখোমুখি, 'প্রতিবন্ধকে'র ঠিক পেছনেই বসলো রোমেল-বাহিনী। পিলবক্সে, কংক্রীট বাঙ্কারে আর পরিখাগুলোতে। তারকাঁটায় ঘেরা সমস্ত জায়গাটা। সৈকতেও রইলো কামানের ঢালাও ব্যবস্থা, শান্ত স্বাস্থনিবাসগুলোর আড়ালে। নিত্য নতুন পরিকল্পনা করে চললেন রোমেল। বন্দুকের অভাব ভরিয়ে দিয়েছেন রকেট-নিক্ষেপকারী ভারী মর্টারে। 'গলিয়াথ' আখ্যায় আখ্যায়িত হলো ক্ষুদে রোবোট ট্যাঙ্ক। স্বয়ংক্রীয় 'স্ফুলিঙ্গ'ও (flame-thrower) আবিষ্কৃত হলো। মাটির নরম ঘাসে লুকোনো প্যারাফিনের ট্যাঙ্কেও স্ফুলিঙ্গের গোপন আস্তানা। অগ্রসরমান বাহিনীকে গ্রাস করার জন্য শুধু দরকার বোতামে আঙুল ডুবিয়ে দেওয়া।

আকাশচারীদের স্বাগত জানাবার ব্যবস্থাও ত্রুটীহীন। উপকূলের সাত-আট মাইল এলাকা জুড়ে ওজনদার খুঁটি পোতা। তার দিয়ে মোড়া। স্পর্শকাতর ব্যবস্থা—স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু মাইন আর গোলার প্রলয় নাচন।

মিত্র-বাহিনীকে রক্তাক্ত আমন্ত্রণ জানাবার ব্যবস্থাও পাকা করলেন রোমেল। আধুনিককালের ইতিহাসে এই ভয়াবহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

তুলনাহীন। কিন্তু রোমেলের চাওয়া বুঝি অন্তহীন···আরো চাই—আরো। নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম। প্যানজার বাহিনী চাই তাঁর, যে বাহিনী নাজিদের যুদ্ধ-ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু, হিটলার স্বয়ং যে এই বাহিনীর পরিচালক। তাঁর সঙ্গে এ-ব্যাপারে দেখা করা দরকার। ল্যাংকে বলেছেন রোমেল, 'ফুয়েরারের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎপ্রার্থী হবে যে, সেই জিতবে—'

লা রোশে গুয়োর এই বিষন্ন সকালে, জর্মনী যাত্রার প্রাক্কালে, রোমেল সেই জয়ের সঙ্কল্পই নিলেন।

এখান থেকে একশো পঁচিশ' মাইল দূরে বেলজিয়ান সীমান্তে পঞ্চদশ বাহিনীর সদর দপ্তরে চৌঠা জুনের সকালকে স্বাগত জানালো হেলমুট মায়ার। উদভ্রান্ত-ঝাপসা চোখে মায়ার জুনের প্রথম দিন থেকে ঘুমোয়নি। কিন্তু যে রাতটা কাটলো, তার কথা জীবনে ভুলতে পারবে না। গোয়েন্দাগিরির কাজটা স্নায়ুপীড়নকারী! দপ্তর পরিচালন ছাড়া প্রতিপক্ষের ওই বিভাগটির কার্যকলাপ লক্ষ্য রাখাও তার অন্যতম কাজ। তিরিশটি চৌকস মানুষ নিয়ে চলছে তার ঘড়ি-ধরা কাজ।

কাজ শুধু আড়ি পাতা। তিনটে ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে মায়ারের লোকেরা। শত্রুপক্ষের টরে টক্কার কোনো সংকেত ওদের কান এড়ায় না।

সে-রাতে ওদের কানে ধরা পড়লো এক অবিশ্বাস্য খবর; সাংবাদিকতার ভাষায় যাকে 'স্কুপ' বলে: 'জরুরী প্রেস অ্যাসোসিয়েটেড এনওয়াইকে (NYK) ফ্লাশ—আইসেনহাওয়ারের সদর দপ্তর ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের অবতরণ ঘোষণা করছে—'

সাগর স্তব্ধ। প্রথমেই মনে হলো খবরটা অবিলম্বে সদরে পৌঁছানো

দরকার। কিন্তু না—মায়ার পরে ভাবলো—খবরটা সত্যি হতে পারে না। দুটি কারণে পারে না. প্রথমতঃ আক্রমণফ্রন্টে কোনো তৎপরতা নেই। আর দ্বিতীয়তঃ, জানুয়ারী মাসে জর্মন গোয়েন্দা প্রধান অ্যাডমিরাল উইলহেম ক্যানারিস মায়ারকে মিত্রপক্ষের একটা বিশেষ সংকেতের কথা জানিয়েছিলেন। আক্রমণের পূর্বাহ্ণে নাকি মিত্রপক্ষ সেটা ব্যবহার করবে। বলেছিলেন, এরকম অজস্র বেতার ঘোষণা নাকি তারা পাঠাবে। ডি ডে-র সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি ছাড়া বাকিগুলো ধোঁকার ব্যাপার হবে! মায়ারকে ধরতে হবে আসল খবরটা।

মায়ার প্রথমটায় এসব বিশ্বাস করে নি, করতে পারে নি—কারণ একটি মাত্র সূত্র ধরে এগোনো বাতুলতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে সে, বার্লিনের সংবাদ সূত্রগুলোর শতকরা নব্বইটি ভিত্তিহীন। মিত্রপক্ষের সবাই যেন একযোগে জর্মন চরদের তাদের আক্রমণের যথার্থ সময় এবং দিনক্ষণ সরবরাহ করেছে—কিন্তু মজার কথা, কোনো দুটি রিপোর্টে মিল নেই!

এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে স্টকহোম থেকে আনকারা, সর্বত্র। কিন্তু এবার আর বার্লিন ভুল করে নি। জুনের পয়লা তারিখটাতে মায়ারের লোকেরা দীর্ঘদিনের সতর্কতায় মিত্রপক্ষের গোপন বার্তার প্রথম অংশটুকু উদ্ধার করতে পেরেছে। অবিকল ক্যানারিসের বর্ণনারূপ। পয়লা জুনে রাত ন'টার বি বি সি-র খবর শেষে যে বার্তা প্রচারিত হলো, মায়ারের কাছে তার অর্থ সুস্পষ্ট।

ফরাসী ভাষার ঘোষণাটি প্রচারিত হলো: 'অনুগ্রহ করে কয়েকটি ব্যক্তিগত বার্তা শুনুন—'

মায়ারের দপ্তরে সার্জেন্ট ওয়ালটার রাইখলিং মুহূর্তের মধ্যে টেপ চালু করলো, সামান্য বিরতির পর গানের কলি ভেসে এলো…'শরতের বেহালায় অনেক কান্না ঝরে—'

বেতার যন্ত্র নামিয়ে দিয়ে ওয়ালটার ছুটলো মায়ারের কোয়ার্টারে।

ঘরে ঢুকে উত্তেজনা-কঠিন গলায় বললো, 'স্যর, বার্তার প্রথম অংশ ধরেছি।'

মায়ার রাইখলিংকে নিয়ে ফিরলো দপ্তরে। রেকর্ড শুনলো মায়ার। হ্যাঁ—এই তো সেই বার্তা।

ক্যানারিসের সতর্কবানী সফল হলো।

'শরতের গানের কলিটি, ঊনবিংশ শতকের ফরাসী কবি পল ভারলেঁইয়ের। প্রতি মাসের প্রথম দিনটায় অথবা পনেরোই তারিখে প্রচারিত হবে কবির প্রথম লাইন…ইঙ্গ-মার্কিন পয়লা সতর্কীকরণ।

দ্বিতীয় অংশটুকু কবির দ্বিতীয় লাইন—'একঘেয়ে ক্লান্তিতে আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করো—' ক্যানারিস এই পংক্তির ব্যাখ্যা করেছেন ঃ আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আক্রমণ শুরু—বার্তা প্রচারের পরের দিন থেকে, ০০০০ ঘন্টায়।

মায়ার আর বিলম্ব করলো না, পঞ্চদশ বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল রুডলফ্ হফম্যানকে জানিয়ে দিলো, 'প্রথম বার্তা পৌঁচেছে, এবার একটা কিছু ঘটবে—'

'তুমি স্থিরনিশ্চিত?' হফম্যানের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, টেপ করা হয়েছে।'

হফম্যান তৎক্ষণাৎ সতর্কবাণী পাঠালেন পঞ্চদশ বাহিনীকে।

মায়ারও বসে নেই, ওকেডব্লিউকে টেলিটাইপ করা খবর পাঠিয়ে দিলো। তারপর দুটো ফোন করলো একের পর এক—রুণ্ডস্টেডের সদরে একটা, অন্যটা রোমেলের দপ্তরে।

ওকেডব্লিউয়ের বার্তা পাঠানো হলো সেখানকার অপারেশানস প্রধান কর্নেল-জেনারেল অ্যালফ্রেড জোড্ল্কে। বার্তা কিন্তু তাঁর টেবিলেই পড়ে রইলো। জোড্ল্ কোনো সতর্কীকরণ জারী করলেন না, ভাবলেন রুণ্ডস্টেড যথা কর্তব্য করেছেন। অন্যদিকে রুণ্ডস্টেডের ভাবনা—রোমেলের দফতর থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হয়েছে। [রোমেল নিশ্চয়ই বার্তার ব্যাপারটা জানতেন কিন্তু, মিত্রপক্ষের অভিপ্রায় সম্পর্কে নিজের হিসাবানুযায়ী তার ওপর কোনো গুরুত্ব দেন নি।]

সারা উপকূলে তখন একটি মাত্র বাহিনী মোতায়েন: পঞ্চদশ বাহিনী। নরম্যাণ্ডির উপকূলে অবস্থানকারী সপ্তম বাহিনী কিন্তু এর কিছুই জানতে পারলো না।

জুনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাতেও বার্তাটি পুনঃপ্রচারিত হলো।

মায়ারের চিন্তা বাড়লো, কারণ—একবারই তো প্রচারিত হবার কথা ছিলো বার্তা। পরে ভাবলো—মিত্রপক্ষ তার গোপন ঘাঁটিগুলোকে সতর্ক করার জন্যে হয়তো এটা করছে।

তেসরা জুনের রাতে বার্তাটি পুনঃপ্রচারের এক ঘন্টার মধ্যেই এপি-র ফ্ল্যাশ ধরা হলো: 'ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের অবতরণ'। ক্যানারিসের সতর্ক-বাণীকে মর্যাদা দিতে হলে এ খবর নস্যাৎ করতে হয়।

ক্লান্ত, তবু উল্লসিত মায়ার। ক্যানারিসের ওপর আস্থাশীল। কারণ, ঊষালোকের লাল আলোয় ফ্রন্ট শান্ত, সমাহিত।

এখন শুধু প্রতীক্ষা—শেষ বার্তার। যে কোনো মুহূর্তে প্রত্যাশিত যা। মিত্রপক্ষের আক্রমণ পর্যুদস্ত করতে হবে...সহস্র মানুষের জীবন মরণ নির্ভরশীল তার ওপর...ফ্রন্টকে সতর্ক করা দরকার। মায়ার আর তার সহযোগীরা হুঁশিয়ার...কিন্তু তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কি এ সম্পর্কে সচেতন?

মায়ারের মনে যখন এই মিশ্র অনুভব, একশো পাঁচ মাইল দূরে 'বি' গ্রুপ বাহিনী প্রধান জর্মনী যাত্রায় প্রস্তুতিমগ্ন।

ফিল্ড মার্শাল রোমেল মাখন-মাখানো রুটির ওপর মধু ছড়িয়ে দিলেন। টেবিলে তাঁকে ঘিরে চিফ-অফ-স্টাফ মেজর জেনারেল ডঃ হ্যান্স স্পাইডেল, অন্যান্য উচ্চপদস্থরাও উপস্থিত। হালকা চালে কথাবার্তা চলছে, কতকটা পারিবারিক যেন। এঁরা সবাই রোমেলের

নির্বাচিত মানুষ, একান্ত অনুগতও। আজকের এই সকালে রোমেলকে নানা প্রশ্ন করলেন তাঁরা, হিটলারের সঙ্গে রোমেলের সাক্ষাৎকারের পরিপ্রেক্ষিতে। রোমেল কম কথার মানুষ, জবাবও তাই এলো কমই। শুনছেনই বেশী। বেরিয়ে পড়ার তাড়াও রয়েছে। ঘড়ি দেখলেন রোমেল, 'বন্ধুগণ, আমাকে উঠতে হয় এবার—'

গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ালো সোফার ড্যানিয়েল। কর্নেল টেম্পলহফকে তাঁর গাড়িতে উঠার আমন্ত্রণ জানালেন। কর্নেলের গাড়ি থাকবে পেছনে।

সহকর্মীদের সঙ্গে হাত মেলালেন রোমেল। একে একে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সোফারের পাশে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলেন 'মরুশৃগাল', 'চলো—ড্যানিয়েল।' পেছনের আসনে টেম্পলহফ্ আর ল্যাং।

গাড়ি আস্তে প্রদক্ষিণ করলো প্রাঙ্গন। পরে সদর গেট দিয়ে প্যারিস রাস্তায় পড়লো। ঘড়িতে সময় সকাল সাতটা। লা রোশে গুঁয়োর নিরানন্দ সকালটা থেকে মুক্তি পেয়ে ভালোই লাগছিলো রোমেলের।

রোমেলের পাশে তাঁর আসনে পিচবোর্ডের বাক্স একজোড়া ধূসর সুয়েডের জুতো। সাড়ে পাঁচ মাপের এই জুতোজোড়া রোমেল উপহার দেবেন তাঁর ঘরনীকে। জুনের ছ' তারিখ জন্মদিন মহিলার। রোমেলের বাড়ি ফেরার এই তাগাদার অন্যতম কারণও বোধহয় তাই।

[দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বহু উচ্চপদস্থ জর্মন কর্মচারী রোমেলের চার ও পাঁচ তারিখে ফ্রান্সে অনুপস্থিত থাকার নানা ব্যাখ্যা করেছেন। ডি-ডে'র কারণও। নানা সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধে বলা হয়েছে রোমেল পাঁচ তারিখে যাত্রা করেন। যদিও এটা সত্যি নয়। তাঁরা আরো দাবি করেন—হিটলার নাকি রোমেলকে তলব করেছিলেন।]

হিটলারের দপ্তরে একজনই শুধু জানতেন ব্যাপারটা—ফুয়েরারের অ্যাডজুটেন্ট মেজর-জেনারেল রুডলফ্ স্মাণ্ডট। ওকেডব্লিউয়ের উপ-প্রধান জেনারেল ওয়ালটার ওয়ারলিমন্ট আমাকে জানিয়েছেন যে—জোডল, কাইটেল বা তিনি, কেউই জানতেন না রোমেল সেদিন জর্মনীতে। ওয়ারলিমন্টের ধারণা, রোমেল ডি ডে-তেও যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। রোমেলের নর্ম্যাণ্ডি ছাড়ার দিনটা কিন্তু চৌঠা জুন। এটা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত—এমন কি সময়টাও। বি-গ্রুপের দিনপঞ্জীতে উল্লেখ আছে এসবের।]

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ 'করি'র অধ্যক্ষ লেফটেনান্ট কমাণ্ডার তেত্রিশ বছরের জর্জ ডি হফম্যান বাইনোকুলার লাগিয়ে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে—স্থির দৃষ্টি তাঁর। সারি সারি চলছে জাহাজ, ধীরগতি কিন্তু ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এ পর্যন্ত কোনো বাধা আসে নি। ঘুরে চলেছে পাহারাদার জাহাজ, চার মাইলেরও কম গতি তার। প্লিমাথ ছাড়ার পর আশী মাইল অতিক্রান্ত। কিন্তু এখন—এই মুহূর্তে হফম্যানের মাথায় চিন্তা—আঘাত যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। শত্রুপক্ষের দরিয়ায় জাহাজ। সামনে ফ্রান্স—মাইল চল্লিশেক দূরত্বে।

ত্রিশ বছর আগেও হফম্যান শুধু লেফটেনান্ট ছিলেন। যতই দেখছেন, তাঁর মনে হচ্ছে শত্রুপক্ষের সহজ শিকার এই নৌবহর।

সবার আগে চলেছে ক্ষুদ্র তিন জলযান, মাইন সুইপার। চতুর্ভুজের আকারে শ্রেণীবদ্ধ। পেছনে ডেস্ট্রয়ার। তারও পেছনে সেনাবাহী জাহাজ। ট্যাঙ্ক, বন্দুক, কামান আর গাড়িতে ঠাসা এদের কয়েকটা। 'নিরাপত্তা ফানুষ' ওড়ানো সবগুলোতে—হেলে পড়ছে যেন একদিকে।

একটা দৃশ্যই বটে, ভাবলো হফম্যান। এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজের দূরত্ব মনে মাপলো সে : এই বিরাট মিছিলের শেষ প্রান্ত

বোধহয় এখনো ইংরাজ দরিয়ার প্লিমাথ পোতাশ্রয়ে।

এও শেষ নয়—হফম্যান জানেন। আরও ছাড়বে বহর—সেইন উপসাগরে মিলিত হবে। আগামীকাল ভোরের আলো ফোটার আগে নরম্যাণ্ডির উপকূলে মুখোমুখি হবে পাঁচ হাজারী নৌবহর।

কিন্তু তা দেখার জন্যে হফম্যানকে বসে থাকলে চলবে না। তাঁর গন্তব্য শেরবুর্গ উপদ্বীপের 'ইউটা'। সাংকেতিক নাম।

দক্ষিণ-পূর্বে আরও বারো মাইলের মধ্যে—সৈকতগ্রাম ভিয়েরভিল আর কোলেভিল-এর মাঝে আর এক মার্কিন সৈকত : 'ওমাহা।'

এখানে নামবে ১ম ও ২৯তম বাহিনী।

হফম্যানের আশা ছিলো আরো কিছু জাহাজ চোখে পড়বে তাঁর, কিন্তু না, চ্যানেলের সবটুকুই যেন তার নিজের এলাকা মনে হচ্ছে।

হফম্যানের চিন্তা নেই, কারণ কাছাকাছিই রয়েছে 'ইউ' আর 'ও' বাহিনীদ্বয়—তাদেরও লক্ষ্য নরম্যাণ্ডি।

হফম্যান কিন্তু একটা কথা জানেন না—জানেন না মন্দ আবহাওয়ার কারণে চিন্তাকুল আইসেনহাওয়ার জাহাজের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন।

জাহাজের সেতুসংলগ্ন ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো।

ডেকের আর এক অফিসার সেটা ধরার আগেই হফম্যান তুলে নিলেন রিসিভার, 'ব্রিজ থেকে বলছি, হ্যাঁ—ক্যাপটেন—'

একমুহূর্ত শুনলেন হফম্যান, 'আপনি ঠিক জানেন তো? বার্তা কি পুনঃপ্রচারিত হয়েছে?' হফম্যাম জিজ্ঞেস করলেন।

আবার শুলেন হফম্যান, তারপর নামিয়ে দিলেন রিসিভার।

অবিশ্বাস্য! গোটা বহরটাকেই ফিরে যেতে হবে ইংল্যাণ্ডে। কোনো ব্যাখ্যা নেই। কি হলো তাহলে? আক্রমণ কি স্থগিত হয়ে গেলো?

বাইনো তুললেন হফম্যান। মাইন-সুইপারগুলোর গতিপথ অপরি-

বর্তিত। ডেস্ট্রয়ারগুলোরও। ওরা কি বার্তা পায় নি? খবরটা যাচাই করা দরকার—হফম্যান দ্রুতপায়ে নেমে বেতার-ঘরে ঢুকলেন।

রেডিওম্যান বেনী গ্রিসান কোনো ভুল করে নি! লগবুক বের করে দিলো সে, 'দু'দু'বার দেখে নিয়েছি, স্যার।' হফম্যান দ্রুতপায়ে ফিরে এলেন সেতুর কাছে। তাঁর এবং সহকর্মীদের এখন একটাই কাজ—এই বিরাট মিছিলের পশ্চাদপসরণের ব্যবস্থা করা।

মাইন-সুইপারগুলোই দুশ্চিন্তার কারণ, অনেক এগিয়ে গেছে সেগুলো। বেতার সংযোগ হচ্ছে না, নিষেধাজ্ঞা জারী করা আছে।

'জোরে চালাও, ওদের ধরতে হবে—' চালকের প্রতি নির্দেশ দিলেন হফম্যান।

'কির' দ্রুতবেগে এগোতেই হফম্যান পেছন ফিরে তাকালেন। ডেস্ট্রয়ারগুলো আস্তে আস্তে ঘুরছে। হফম্যানের চোখে চিন্তার ছায়া পড়লো—ফ্রান্সের উপকূল থেকে মাত্র আটত্রিশ মাইল দূরে তাঁরা! শত্রুপক্ষের চোখে পড়েছেন কি তাঁরা? এতোদূর এসে অলক্ষ্যে ফিরে যাওয়াটা নিঃসন্দেহে অলৌকিক।

বেতার-ঘরে তার কাজ করে চলেছে গ্রিসান, প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর। আক্রমণ কি প্রত্যাহৃত হলো? জর্মনরা তাদের অগ্রগতির খবর জেনেছে বলেই কি?...

তেইশ বছরের তরুণ গ্রিসান আর একটা যন্ত্রের চাবি টিপলো। রেডিও প্যারি—জর্মনদের প্রচার কেন্দ্র। গ্রিসান কামজ গলার অ্যাক্সিস স্যালি শুনতে চায়, মেয়েটার ব্যঙ্গভরা প্রচারের কথাগুলো শুনতে মজা লাগে তার। 'বার্লিন কুত্তির' (স্যালিকে ওই নামেই ডাকে মানুষ) পুঁজিতে অনেক চলতি গানের সম্ভার।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো আবহাওয়ার ঘোষণা, স্যালির গলা পাওয়া গেলো পরে…'আই ডাবল ডেয়ার ইউ…' গানটিতে নতুন কলির সংযোজন হয়েছে। শুনতে শুনতে বেনী ভয় পেয়ে গেলো…সেই

সকালে আটটার কিছু আগে বেনী গ্রিসান আর তার কয়েক সহস্র মিত্রপক্ষীয় সেনা মিলে পাঁচই জুন নরম্যাণ্ডি আক্রমণের প্রস্তুতি চালিয়েছে—এখন আরও যন্ত্রণাদায়ক চাব্বিশটা ঘণ্টা কাটবে তার স্যালির বরফ-ঠাণ্ডা গানের কলি কানে নিয়ে···

পোর্টসমাউথের উপকণ্ঠে 'সাউদউইক হাউসে' মিত্রপক্ষের নৌ-বাহিনীর তৎপরতা বেড়ে চলেছে। দেয়ালে টাঙানো ইংলিশ চ্যানেলের এক বিরাট লিপি। কর্মীরা কিছুক্ষণ পর পরই নৌবহর প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তগুলোকে খড়িতে ধরে রাখছে। ক'জন অফিসার নীরবে দেখে যাচ্ছেন তাদের কার্যকলাপ। বস্তুতঃ শান্ত মানুষ-গুলোর মনে চলেছে এক তুমুল আলোড়ন, কারণ ঘরে ফেরা বহরের মুখোমুখি আর এক শত্রু : সমুদ্র ঝড়।
ধীরগতি নৌযানগুলোর কাছে এই ঝড় মৃত্যুদূত। চ্যানেলে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় তিরিশে উঠেছে। ঢেউগুলো বিরাট উচ্চতায় ভেঙ্গে পড়ছে। আবহাওয়ার উন্নতির কোনো লক্ষণ নেই। তালিকায় খড়ির আঁচড়ে একে একে আইরিশ সাগর, ওয়াইট দ্বীপ—আর, আরো পাঁচটা পোতাশ্রয় ঘুরলো। জাহাজগুলো সমস্ত দিন নেবে ফিরতে।
এক নজরে গোটা নৌবহরের চিত্র সুস্পষ্ট এই তালিকায়, শুধু দুটি ক্ষুদে সাবমেরিণের উল্লেখ নেই!

চব্বিশ বছরের সুন্দরী রেন (wren) লেফটেনান্ট নাওমি অনারের বাস্ততা তার স্বামীর জন্যে। সে ফেরে নি। লেফটেনান্ট জর্জ অনার ফেরে নি। ফেরে নি তার সাতান্ন ফুটের সাবমেরিন 'এক্স তেইশ'।
ফ্রান্সের উপকূল থেকে মাইলখানিক দূরে ভেসে উঠলো পেরিস-কোপ।

ত্রিশ ফুট জলের গভীরে এক্স-তেইশের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে জর্জ অনার তার টুপিটা পেছনে ঠেলে দিলো, 'তাহলে এবার দেখা যাক, এদিকের অবস্থাটা—'

পেরিসকোপ ঘুরলো অনারের হাতে, ধীরে—সন্তর্পণে। জলের শেষ বিন্দুটি কাঁচ থেকে সরে যাওয়ামাত্র ফুটে উঠলো আউইস্ট্রেহাম-এর নির্জন চিত্র। অর্নে নদীর মুখে জায়গাটা। চিমনিগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে। শত্রুপক্ষের একটা বিমানও নজরে পড়লো। কায়েন-এর ক্যার্পিকে বন্দর থেকে যাত্রা করলো। ছাব্বিশের তরুণ সৈকতে জর্মন সেনাদের তৎপরতাও লক্ষ্য করলো।

রাজকীয় নৌবাহিনীর রিজার্ভ লেফটেনান্টের কাছে এ' এক স্মরণীয় মুহূর্ত। লেফটেনান্ট লায়োনেল লাইন-এর দিকে ফিরলো অনার, পেরিসকোপ থেকে সরে দাঁড়িয়ে, 'দেখো তো, আমরা ঠিক জায়গাতেই পৌঁচেছি মনে হচ্ছে।'

লাইনও দেখলো।

আক্রমণ একরকম শুরু হয়ে গেলো। নরম্যাণ্ডির উপকূলে ভিড় বাড়ছে মিত্রপক্ষীয় বিমানের। এক্স তেইশের সামনাসামনি ঘাঁটি গেড়েছে ইঙ্গ-ক্যানাডিয়ো আক্রমণ বিভাগ।

অনার আর তার সঙ্গীরা অবশ্য এই দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ নয়, কারণ—চার বছর আগে এই দিনটিতেই (৪ জুন) এখান থেকে দুশো মাইলেরও কম দূরত্বে—এক জ্বলন্ত পোতাশ্রয় থেকে তিন লাখ আটত্রিশ হাজার ব্রিটিশ সেনাকে সরিয়ে নিতে হয়েছিলো। পোতাশ্রয়ের নাম ডানকার্ক। অনার আর তার সঙ্গীদের কাছে তাই এই দিনটি উত্তেজনা থরথর। তারাই আক্রমণের পথিকৃৎ···অসংখ্য দেশবাসীর।

এক্স-তেইশের ক্ষুদে কেবিনে এই পাঁচটি মানুষের কাছে যে কাগজপত্র আছে তা জাল হলেও, জর্মন গোয়েন্দা বিভাগের তীক্ষ্ণতম চোখকেও

ধুলো দেবে। ছবি দেওয়া ফরাসী পরিচয়পত্র প্রত্যেকের কাছে। অবস্থার অবনতি ঘটলে বা এক্স-তেইশ জলের তলায় চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেলেও এরা সাঁতরে ডাঙায় উঠবে। বন্দীত্ব এড়িয়ে যোগাযোগ করবে ফরাসী গোপন সংস্থার সঙ্গে।

হ্যাঁ। এক্স তেইশের ব্রত বিপদসঙ্কুল। চরম মুহূর্তের বিশ মিনিট আগে এক্স-তেইশ, আর তার সমকর্মী এক্স-বিশ, লা হ্যামেল গ্রামটির বিপরীত দিকে ভেসে উঠবে। নৌবাহ-বিমানের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তারা। ইঙ্গো-ক্যানাডিয়ো আক্রমণের চূড়ান্ত সীমারেখা নির্দ্ধারণের কাজে নিযুক্ত হবে। ওই সীমারেখার তিনটি সৈকতের সাংকেতিক নামকরণও হয়ে গেছে: 'সোর্ড', 'জুনো' আর 'গোল্ড'।

ওরা ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রীয় বেতারে প্রচারিত হতে থাকবে ধারাবাহিক সংকেতধ্বনি। একই সময়ে একই উপায়ে শব্দতরঙ্গের প্রচারও হতে থাকবে। জলজ শ্রুতিযন্ত্র তা ধরা হবে। ব্রিটিশ আর ক্যানাডিয়ো নৌবহর অগ্রসর হবে সেই নির্দেশে। সাবমেরিন দুটিতে আঠারো ফুটের একটি করে 'টেলিসকোপিক' মাস্তুল আছে, তাতে আছে একটি করে ছোট্ট সন্ধানী বাতি, যার রশ্মি পাঁচ মাইল দূর থেকেও চোখে পড়বে। সবুজ দেখলে বুঝতে হবে সাবমেরিন 'লক্ষবস্তু', না হলে লাল আলো জ্বলবে।

অতিরিক্ত ব্যবস্থাও রয়েছে—নোঙর করা রবারের ডিঙী। যে কোনো একজন সেটাকে কূলের দিকে চালিত করতে পারবে। ডিঙীতেও সন্ধানী আলোক-ব্যবস্থা আছে।

নৌবহরের দিক-নির্ণয়ের সব ব্যবস্থাই সমাপ্ত।

অবতরণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় যাতে সাবমেরিনে সেজন্যে একটা বড় হলদে পতাকাও ওড়ানো হয়েছে। জর্মনদের নিপুন লক্ষ্যভেদের সহায়ক হবে এটা তাও অবশ্য অনার-এর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই বিকল্প ব্যবস্থাও রইলো—বড় সাদা নেভী পতাকা একটা।

শত্রুপক্ষের গোলাকে ডরায় না অনার, তবে আঘাত নিয়ে তলিয়ে যেতে সে রাজি নয়।

সবই রয়েছে ক্ষুদে কেবিনটাতে; পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি যার উচ্চতা, পাশে পাঁচ ফুট, আর লম্বায় আট ফুট। পাঁচটা মানুষ।

আবহাওয়া মন্দের দিকে, তাই কষ্টও বাড়ছে।

পেরিসকোপের গভীরতায় ঝুঁকি আছে। অগভীর জলে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। লেফটেনান্ট কাঁচের ভেতর দিয়ে আউইস্ট্রহ্যাম-এর আলোক-গৃহ দেখেছে, ল্যাংগ্রুনে আর অবিন-সুর-মের-এর চূড়া দুর্গও চোখে পড়েছে।

পোর্টসমাউথ থেকে নব্বই মাইলের সুদীর্ঘ যাত্রা শেষ করেছে তারা দু'দিনেরও কম সময়ে।

এবার তারা তাদের জায়গায় পৌঁচেছে। 'অপারেশান গ্যাম্বিট'-এর কাজ শুরু হলো...

অন্য একটা নাম হলে ভালো হতো, ভেবেছে অনার। কারণ, সংস্কারমুক্ত হলেও 'গ্যাম্বিট' কথাটার মানে জেনে চমকে উঠেছিলো সে।

পেরিসকোপের ভেতর দিয়ে শেষ বারের মত তাকালো অনার। সারা সৈকত জুড়ে চলেছে জর্মনদের তৎপরতা। আগামীকাল এই মুহূর্তে এই উপকূলের পরিবেশ হয়ে উঠবে নারকীয়, অনার মনে মনে বললো।

'পেরিসকোপ' নামিয়ে দাও—' অনার নির্দেশ দিলো।

সে এবং তার সঙ্গীরা কিন্তু জানলো না, আক্রমণ স্থগিত হয়ে গেছে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াও শুরু হলো।

আক্রমণকারীদের এলাকা ভাগ করা আছে, এখন তাদের চারপাশের দুনিয়া শুধু যান, নৌ ও বিমান। ইংল্যাণ্ডের পরিচিত পরিবেশ

থেকে নরম্যাণ্ডির অজানা উপকূল। এপার আর ওপারের মধ্যে নিরাপত্তার এক কঠিন আবরণ। ওপারের মানুষগুলোর জীবন নিরুপদ্রব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অধ্যায় সূচিত হতে চলেছে, এটা জানে না তারা।

সারে-র লেদারহেডের চুয়ান্ন বছর বয়সের পদার্থবিদ্যার মাষ্টারমশাই তাঁর কুকুরটাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোচ্ছেন। নাম লেওনার্ড সিডনে ড। শান্ত মানুষটাকে তাঁর পরিচিত জগতের বাইরে কেউ চেনে না। তবু ড'য়ের একটা বিরাট পরিচিতি আছে—সহস্র মানুষের কাছে। তিনি আর তাঁর সতীর্থ মেলভিল জোনস 'ডেলি টেলিগ্রাফের' নিয়মিত প্রকাশিত শব্দহেঁয়ালীর (Crossword Puzzlo) স্রষ্টা। বিগত বিশ বছর ড' হেঁয়ালীর সঙ্কলক, হাজারো মানুষের বিচিত্র রাগের কারণ। কিন্তু তিনি জানেন না, তাঁর হেঁয়ালী মিত্রপক্ষের তাবড় কর্তাদের ঘুমও কেড়ে নিয়েছে। হ্যাঁ। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা শাখার লোক হাজির তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। বেড়িয়ে ফেরার পর ড' দেখলেন দুটি লোক তাঁর অপেক্ষায় বসে।

'মিঃ ড, গত এক মাসে টেলিগ্রাফের হেঁয়ালীর পাতায় বেশ কয়েকটি সামরিক সাংকেত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আপনি কি বলতে পারেন ওইগুলো কেন ব্যবহার করা হয়েছে, বা কোথা থেকে পেয়েছেন ওগুলো?' ওদের একজন প্রশ্ন করলো বিনাভূমিকায়।

হতভম্ব ড' মুখ খোলার আগেই লোকটা পকেট থেকে একটা তালিকা বের করে ফেললো, 'বিশেষ করে এই কথাটা ব্যবহার করলেন কেন জানতে চাইছি—'

সাতাশে মে তারিখের এগারো-র (পাশাপাশি) সূত্রের দিকে নির্দেশ করলো সে।

মাত্র দুদিন আগে দোসরা জুনের ফলাফলও রয়েছে : মিত্রপক্ষের আক্রমণ পরিকল্পনার সংকেতবাক্য 'ওভারলর্ড'।

ড'য়ের কিছুই জানা নেই, কাজেই তিনি বিস্মিত হলেন না। ক্ষুব্ধও হলেন না। কিন্তু ওই শব্দটি চয়নের কোনো যুক্তিও দেখাতে পারলেন না ড। ইতিহাসের একটা সাধারণ শব্দ মনে করেই শব্দটি নেওয়া, জানালেন ড।

গোয়েন্দা-শাখার লোক দুটি অত্যন্ত বিনয়ী, তারা ড'য়ের কথা মেনে নিলো। কিন্তু সবগুলো শব্দই বা কি করে একই মাসে বেরোলো? একে একে তালিকা থেকে পড়ে চললো তারা। মে মাসের দু' তারিখে সতেরো-র (পাশাপাশি) ফলাফলে 'ইউটা'। আট-এ (ওপর-নীচে) 'ওমাহো'।

তিরিশে মে, এগারো-র (পাশাপাশি) 'মালবেরি'। কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের নাম। পয়লা জুনের পনেরো-র (ওপর-নীচে) 'নেপচুন'-এর কথাও বললো ওরা। এ শব্দটি ব্যবহৃত আক্রমণের নৌবিভাগ সম্পর্কে।

ড কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি। দু'মাস আগে ওগুলো সঙ্কলিত হয়েছে জানালেন। একটাই ব্যাখ্যা, তাঁর মতে—আজগুবী কাকতালীয় ঘটনা।

আতঙ্কের ব্যাপার আরো ছিলো। শিকাগোর কেন্দ্রীয় ডাক ঘরের টেবিলে দায়সারা মুখ আঁটা খাম খোলা হলে তার থেকে বেরোলো সন্দিগ্ধ বর্ণনার কিছু দলিল। কাগজগুলো 'ওভারলর্ড' অপারেশান সংক্রান্ত। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা জায়গাটাকে ঘিরে ফেললো। সর্টারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। প্রাপক মহিলাকেও। নিরীহ স্বভাবের মেয়েটি কিছুই বলতে পারলো না। খামের হাতের লেখা অবশ্য তার পরিচিত—লণ্ডনে কার্যরত এক মার্কিন সার্জেন্টের হস্তাক্ষর। ভুলে পাঠিয়ে দিয়েছে সে তার বোনের ঠিকানায়।

এ' লোকটারও, জানা গেলো, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না।

সামান্য এই ঘটনার গুরুত্ব বেড়ে এক বিরাট সমস্যা দেখা দিতো, যদি গোয়েন্দাচূড়ামনিরা জানতো—জর্মন গোয়েন্দা বিভাগ (আবওয়ের) 'ওভারলড' কথাটার মানে জেনে ফেলেছে !

খবরটা দিয়েছিলো এক আলবেনীয় চর, ডিয়েল্লো। 'সিসেরো' বলে যার পরিচিতি। প্রথমটায় 'ওভারলক' বলে পরিকল্পনার বর্ণনা দিয়েছিলো সে, পরে সংশোধন করে। বার্লিন সিসেরোকে বিশ্বাস করতো। তুর্কির ব্রিটিশ দূতাবাসে খানসামার কাজ নিয়েছিলো সিসেরো। কিন্তু সে 'ওভারলড'-এর গোপনীয়তার মূল ব্যাপারটা ধরতে পারে নি, জানতে পারে নি দিনক্ষণের তথ্যও।

কারণ, এপ্রেলের শেষাশেষি পর্যন্ত মাত্র কয়েক শো মিত্রপক্ষীয় উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী এটা জেনেছেন। ওই মাসেই কিন্তু দুজন প্রবীণ অফিসারের বাচালতার জন্যে কিছুটা ফাঁস হয়ে যায় ব্যাপারটা। আক্রমণের সম্ভাব্য তারিখও জানাজানি হয়। এঁদের একজন মার্কিন জেনারেল। 'ক্লারিজ'-এর এক ককটেল পার্টিতে বলে বসলেন পনেরোই জুন শুরু হবে আক্রমণ।

ইংল্যাণ্ডে এক ব্রিটিশ কর্ণেল, যিনি একটা ব্যাটালিয়নও পরিচালনা করছিলেন, আগের জনের চেয়ে আরও অপরিণামদর্শী ভদ্রলোক : তাঁর বক্তব্য—তাঁর লোকেরা নরম্যাণ্ডির এক নির্দিষ্ট জায়গা দখল করে ফেলেছে! দু'জনেরই পদাবনতি ঘটানো হলো, বাহিনী থেকেও সরিয়ে দেওয়া হলো তাদের।

(মার্কিন জেনারেলটি ওয়েস্টপয়েন্টে আইসেনহাওয়ারের সহপাঠী হওয়া সত্বেও রেহাই পেলেন না।)

আর, আজ চৌঠা জুনের এই উত্তেজনাকঠিন সকালে আর একটা খবর ফাঁস হলো, আরও ক্ষতিকর। সর্বোচ্চ দপ্তরে টেলিটাইপ অপারেটার একটা পড়ে-থাকা মেসিনে তার স্পীড বাড়াবার চেষ্টা করছিলো। দৈনন্দিন সংবাদ সরবরাহের পূর্ব-মুহূর্তে অনুশীলনের সময়ে একটা 'ফ্ল্যাশ' এসে যায়—তিরিশ সেকেণ্ড পরে অবশ্য সেটা

সংশোধিত হলো, কিন্তু খবর বেরিয়ে গেছে তখন…মার্কিন মুলুকে ইস্তাহার পৌঁছে গেলো…ফ্রান্সে মিত্রপক্ষে অবতরণ ঘোষণা নিয়ে। পরিণাম যাই হোক করার আর কিছুই নেই। আক্রমণের বিশাল যন্ত্র চালু…কিন্তু বাদ সাধলো আবহাওয়া ‥অবনতি হতে লাগলো। জলে-স্থলে আর অন্তরীক্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম বাহিনী আইসেনহাওয়ারের সিদ্ধান্তের জন্যে প্রতীক্ষমান। আইক্ কি জুনের ছ'ই তারিখটি ডি-ডে বলে অনুমোদন করছেন ? নাকি, চ্যানেলের মন্দ আবহাওয়ার কারণে আরও একবার আক্রমণ স্থগিত থাকবে ?

সাউদউইক হাউসের নৌ-সদর থেকে মাইল দুয়েক দূরে বন্যা-বিধ্বস্ত বনে সাড়েতিন টনি ট্রেলারে যে মানুষটি বিশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান সমস্যা সমাধানের জন্যে নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে চলেছেন—তাঁর নাম আইসেনহাওয়ার। সাউদউইক হাউসের প্রশস্ত ঘরগুলিও নিশ্চিন্ত বাসের সুযোগ করে চলেছে তাঁর দিনগুলো। আইক বন্দরগুলোর কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে নিয়েছেন। তাঁর বাহিনীর মানুষদের কাছাকাছি থাকতে চান তিনি। তিনটি ছোট কামরা নিয়ে তাঁর বাসগৃহ : রাত্রিবাস, পড়া আর বসার ঘরে ভাগ করা। কিন্তু শুধু রাত্রিবাসের জায়গাটুকুই বোধহয় তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। অনেক কাগজের স্তূপে ভরা তাঁর ঘরটির একমাত্র আকর্ষণ দুটি দেয়াল চিত্র। একটি তাঁর স্ত্রী ম্যামির, অন্যটি একুশ বছরের ছেলে জনের। ওয়েস্ট পয়েন্টের সামরিক উর্দি তার পরণে।

এখান থেকেই পরিচালনা করছেন আইক তাঁর ত্রিশ লাখের বাহিনী, যার অর্দ্ধেক মানুষ তাঁরই দেশবাসী। বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে সতেরো লাখের কাছাকাছি। ব্রিটেন আর ক্যানাডার লোক দশ লাখ। তাছাড়া আছে যুদ্ধমান ফরাসীরা। পোল, চেক, বেলজিয়ান, নরওয়েজীয়ান আর ওলন্দাজ মিলিয়ে বাকি সংখ্যাটা। এই প্রথম মার্কিন দেশের কোনো মানুষ—এতগুলো জাতির প্রতিনিধিদের প্রধান

হিসেবে চিহ্নিত! তবু, এই দায়িত্ব আর ক্ষমতার সীমাহীনতা সত্ত্বেও দীর্ঘকায় 'মিডওয়েস্ট ওয়েস্টেনারের' সংক্রামক হাসি-ঠোঁটের মানুষটিকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়। আর পাঁচজন সমরনায়কদের মত বুকে আর কাঁধে নেই তারকার প্রাচুর্য। পদমর্যাদা নির্দ্ধারণকারী চারটে 'তারকা' ছাড়া আর একটি পরিচয় বহন করেন আইক, বুকপকেটের ওপর একটা ফিতে; এক জ্বলন্ত তরবারির প্রতীক: Supreme HQ Allied Expeditionary Force. (SHAEF-এর নিদর্শন)।

বাহুল্য ক্যারাভানেও অনুপস্থিত। টেবিলের ওপর রয়েছে 'অতি প্রয়োজনীয়' মার্কা তিনটি টেলিফোন। রঙে একে অন্যের থেকে আলাদা। লালটি ওয়াশিংটনের জন্যে নির্দিষ্ট। সবুজটির সংযোগ দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের সঙ্গে। কৃষ্ণবর্ণ তৃতীয়টি তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

এঁদের মধ্যে রয়েছেন মেজর-জেনারেল ওয়ালটার বেডেল-স্মিথ।

এইটাতেই আইসেনহাওয়ার ভুল 'ফ্ল্যাশটি' শোনেন। চার মাস আগে ওয়াশিংটন তাঁকে যে নির্দেশনামায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে বসিয়েছেন—তাতে উল্লেখ ছিলো: 'অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মিলে ইউরোপ মহাদেশে প্রবেশ করে জর্মনীর কেন্দ্রস্থলে কার্যকলাপ বিস্তৃত করবেন। এবং সেখানকার সশস্ত্র বাহিনীর ধ্বংসসাধন করবেন।'

একটাই মাত্র বাক্যে আক্রমণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত হলো। কিন্তু সারা মিত্রপক্ষীয় দুনিয়ার কাছে এটা এক জঙ্গী অপারেশানেরও বেশী·· আইসেনহাওয়ারের মতে, এক 'বিরাট ধর্মযুদ্ধ'—সারা পৃথিবীকে যারা রক্তাক্ত করেছে তাদের পাশব শক্তির কবর খোঁড়া, চিরকালের জন্যে। নাজী বর্বরতার কাহিনী বহির্বিশ্বের কাছে অজ্ঞাত। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হেনরিখ হিমলারের পচননিরোধী গ্যাস-চুল্লিতে (চেম্বারে) অদৃশ্য হতে হয়েছে। অসংখ্য মানুষ

ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। তাদের একটা বিরাট অংশ আর সভ্য-জগতের আলো দেখে নি। অনাহারে মরেছে কয়েক সহস্র।

ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র যুদ্ধজয় নয়। নাজিবাদ চিরতরে মুছে দেওয়া, আর সেই সঙ্গে বর্বরতার অবসান ঘটানো। কিন্তু তার প্রথম সর্ত ঃ আক্রমণের সাফল্য : ব্যর্থতায় জর্মনীর পরাজয় বিলম্বিত হবে।

কিন্তু আক্রমণ কবে আর কোথায় শুরু হবে? কতগুলো ডিভিশান নিয়োজিত হবে? কোন বিশেষ বাহিনী? প্রয়োজনে তাদের পাওয়া যাবে কি? এবং যদি পাওয়াও যায় তাহলে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাদের রণাঙ্গনে পাঠানো যাবে কি? কত যানবাহনের দরকার হবে? নৌ-কামান, অতিরিক্ত প্রহরা—জাহাজের ব্যবস্থা থাকবে কি? অবতরণ বাহিনী কোন ঘাঁটি থেকে আসবে? প্যাসিফিক বা ভূমধ্যসাগরীয় কোথাও থেকে কি? কতগুলো বিমানের প্রয়োজন?

মিত্রপক্ষীয় পরিকল্পনাবিদদের কাছে অজস্র প্রশ্নের কয়েকটি মাত্র এগুলো।

আইসেনহাওয়ার ক্ষমতাসীন হয়েই 'ওভারলড' পরিকল্পনার বিস্তৃতি ঘটালেন—চাই আরো সেনা, বিমান, সরঞ্জাম চাই। সাড়ম্বর প্রস্তুতি চললো। পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছনোর আগেই সারা ইংল্যাণ্ড ভরে গেলো মার্কিন সৈন্যে। ছোট ছোট নগর ও গ্রামগুলোর অধিবাসীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হলো—সিনেমা, হোটেল আর রেস্তোরাঁ, নাচঘর আর পানীয়াগারগুলো ভরে গেলো বিদেশী মানুষে।

দিকবিদিকে গজিয়ে উঠলো বিমানক্ষেত্র। একশো তেষট্টিটি নয়া অবতরণ ক্ষেত্র। রুদ্ধ হলো পোতাশ্রয়গুলো। সমাবেশ ঘটলো বিরাট নৌবহরের ঃ যুদ্ধজাহাজ থেকে এমটিবি, সব মিলিয়ে প্রায় ন'শো। সরবরাহের মাত্রা যে হারে বেড়ে চললো, তাতে নতুন

রেললাইন পাততে হলো—একশো সত্তর মাইল জুড়ে পথ।

মে মাসের মধ্যেই দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড এক বিরাট অস্ত্রাগারে পরিণত হলো—বন-জঙ্গল, সর্বত্র লুকোনো গোলাবারুদ। ট্যাঙ্ক, ট্রাক, সাঁজোয়া, জীপ আর অ্যাম্বুলেনসের গাড়ির শব্দে মুখরিত চারদিক। পঞ্চাশ হাজার যানবাহন। মাঠগুলোতে সারি পড়লো হাউইৎজার আর বিমান-বিধ্বংসী কামানের। বুলডোজার আর খননকারী যন্ত্রের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়লো আকাশে, বাতাসে।

কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারগুলোতে জমা হলো খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্র আর ওষুধ।

যুদ্ধজয়ের চমকপ্রদ নতুন সব উপায়ের সন্ধান মিললো—সাঁতারু ট্যাঙ্ক দেখা গেলো। শৃঙ্খলযুক্ত মাইন-বিধ্বংসী ট্যাঙ্ক।

চমকের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করলো মানুষের তৈরী নকল পোতাশ্রয়: কারিগরী জগতে অনন্য: 'ওভারলড' গোপনতার অন্যতমও। কোনো বন্দর শত্রুকবলমুক্ত করা পর্যন্ত সৈকত-মুখ পর্যন্ত সামরিক সরবরাহ থাকবে। এগুলোর নামকরণ হলো 'মালবেরী'।

তৎপর হলো মুক্ত পৃথিবীর পথিকৃৎ যুবশক্তি—মুক্ত দুনিয়ার সম্পদ।

একটি মাত্র মানুষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষারত তারা—আইসেনহাওয়ার।

চৌঠা জুনের সমস্ত দিনটাই কাটলো আইকের তাঁর ক্যারাভানে একা। নামমাত্র জীবনহানির বিনিময়ে আক্রমণে সাফল্যের সর্বপ্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি। কিন্তু 'ওভারলড' পরিকল্পনার এই ব্যাপক প্রস্তুতি আবহাওয়ার কৃপাপ্রার্থী। কিন্তু সময় নেই—দিনান্তেই নিতে হবে সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত: 'ওভারলড'-এর রূপায়ন অথবা বাতিলীকরণ।

আর এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁকেই।

এক ভয়াবহ উভয়সঙ্কটের মুখোমুখি আইসেনহাওয়ার। সতেরোই মে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিলো: পাঁচ, ছয় বা আটই তারিখেই ডি ডে-র

রূপায়ন সম্ভব হবে। আবহবিদ্‌দের গবেষণা ইঙ্গিত দিলো—আক্রমণের পক্ষে দুটি অপরিহার্য অবস্থার; শেষ রাতে চাই চাঁদের আলো, চাই সাগরের জলে ভাঁটা। আক্রমণকারী আঠারো হাজার সৈনিকের অবতরণ হবে চন্দ্রালোকে। কিন্তু আক্রমণ চলবে আলো-আঁধারীতে···

নৌবহরের আক্রমণ সূচিত হবে ভাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। রোমেলের সৈকত প্রতিবন্ধকের প্রতিটি অংশ নজরে পড়বে সে সময়, সমস্ত পরিকল্পনা এর ওপরই নির্ভরশীল।

এইখানেই শেষ নয়। ভাবনার শেষ হয় নি—দিনটাও পরিষ্কার হওয়া চাই—সৈকতগুলো সনাক্তকরণের প্রয়োজনে। নৌ আর বিমানবহরের নিশানা ঠিক করার জন্যে। পাঁচ হাজার রণপোত উপকূলে ভিড়বে বিনা দুর্ঘটনায়। সাগরের অবস্থা অনুকূল না থাকলে আছে 'সমুদ্রব্যাধি'। হালকা হাওয়াও বইবে, ধোঁয়ার আকাশ মুক্ত করতে। সবশেষে ডি-ডে-র পরের দিনটিও নিরুপদ্রব হতে হবে, মানুষের স্থিতি আর সামরিক সম্ভার [illegible] প্রয়োজনে। ডি-ডে-তে নির্ভেজাল আবহাওয়া থাকবে এটা কেউই আশা করেন নি, আইক তো নয়ই। আক্রমণের পেছনে রয়েছে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি, আর আবহবিদ্‌দের বাণী। তাই আইসেনহাওয়ার ছকে চলেছেন নিভৃত সম্ভাবনার প্রতিটি স্তর।

সম্ভাব্য তিনটি দিনের মধ্যে পাঁচই তারিখটি বেছেছেন আইক; ওই দিনটির আবহাওয়া অনুকূলে না থাকলে ছ' তারিখে হবে আক্রমণ। কিন্তু ছ'ই সিদ্ধান্ত নিলে সাত তারিখটিতে অনেক, অনেক অসুবিধে দেখা দিতো। দুটো বিকল্প রাস্তা: এক, সাগরের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ স্থগিত রাখা জুনের উনিশ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু, কিন্তু, রাত হবে না জ্যোৎস্নাস্নাত। আর জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা—দীর্ঘদিনের ব্যবধান।

না। দুশ্চিন্তা থেকেই গেলো—তাই, আইক আর তাঁর সহযোগীরা

আটই বা ন'ই তারিখে আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। অগুনতি মানুষকে দিনের পর দিন জাহাজের গহ্বরে আর বিমানক্ষেত্রের উন্মুক্ত পরিবেশে রাখাটা বিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে না। শত্রুপক্ষও নিশ্চেষ্ট থাকবে না। তাই আইসেনহাওয়ারকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

অপরাহ্ণের ক্ষীয়মাণ আলোয় আইক তাঁর ক্যারাভানের বাইরের আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। অন্যদিনে এই সময়ে চলতো তাঁর পদচারণা ক্যারাভানের বাইরে, পুড়তো আবিরাম সিগারেট। দীর্ঘকায় মানুষটি, কাঁধ দুটো ঈষৎ ন্যুব্জ। পকেটে হাত ঢোকানো অবস্থায় চলতো নিঃসঙ্গ ভ্রমণ। কারুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নেই, কিন্তু সেই অপরাহ্ণে সফরের অন্যতম সাংবাদিক মেরিল 'রেড' মুয়েলারকে ধরলেন, 'এসো হে, একটু বেড়ানো যাক্। উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই চলতে শুরু করলেন আইক। সাংবাদিক 'রেড' দ্রুত পায়ে এগিয়ে তাঁকে ধরলো। দুজনে সামনের বনে ঢুকলেন। নিঃশব্দ হাঁটা চললো। মুয়েলার পরে বলেছেন, 'ওঁকে ভীষণ আত্মস্থ মনে হয়েছিলো সেদিন, আমি যে সঙ্গে আছি এটা যেন প্রায় ভুলেই গেছেন…'

মুয়েলারের অনেক প্রশ্ন ছিলো সেদিন। কিন্তু সেগুলো রাখতে পারে নি সে। তার মনে হয়েছে অত্যুৎসাহী হওয়ার সুযোগ নেই সেইক্ষণে।

ফিরে আইসেনহাওয়ার বিদায় জানিয়ে ধীর পায়ে অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন…চিন্তাজর্জর মানুষ, কাঁধের দুপাশের তারকাগুলোর দুঃসহ ভার বহন ক'রে…

সেই রাতেই সাড়ে ন'টার কিছু আগে সাউদউইক-এর পাঠাগারে আইকের সহযোগীরা মিলিত হলেন। প্রশস্ত ঘর—ইতস্ততঃ আরাম কেদারা আর সোফা। ওক-কাঠের আলমারীতে ঠাসা বই। ব্ল্যাক-আউট পর্দা ঝুলছে জানালায়। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নীচু গলায় আলোচনারত সমর নায়করা। আগুন-কুণ্ডের ধারে বসে

আইকের চিফ-অফ-স্টাফ মেজর-জেনারেল ওয়ালটার বেডেল স্মিথ, কথা বলেছেন সহকারী অধ্যক্ষ এয়ার চিফ-মার্শাল টেডার-এর সঙ্গে। আর একদিকে আগুন-ঝরা চোখে বসে মিত্রপক্ষের নৌ-সেনাপতি অ্যাডমিরাল রামসে, পাশে এয়ার চিফ মার্শাল লেই ম্যালরি। সমর-নায়কদের এক জনের পরনেই সোয়েটার, অন্যদিনের মতই। ডি ডে আক্রমণের তিনিও অন্যতম নায়ক। ঘরের বারোটা মানুষ একজনের অপেক্ষায় বসে—আইসেনহাওয়ারের। সাড়ে ন'টায় শুরু হবে আলোচনা। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় ঢুকলেন আইক। পরণে গাঢ় সবুজ পাট ভাঙ্গা ফৌজী পোষাক। পরিচিত হাসিটুকু ঠোঁটে দেখা দিলো ক্ষণিকের জন্যে, পরমুহূর্তে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া নামলো চোখে। ভূমিকার কিছু নেই—

আলোচ্য বিষয় পরিস্কার সবাইয়ের কাছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকলেন তিন প্রধান আবহবিদ। আগে আগে রাজকীয় বিমান বাহিনীর গ্রুপ-ক্যাপটেন স্ট্যাগ। স্ট্যাগ তাঁর সওয়াল শুরু করতেই নৈঃশব্দ নামলো সারা ঘর জুড়ে। নিরুত্তাপ গলায় আবহাওয়ার বিবরণ দিলেন, ‘পরিস্থিতির দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন হয়েছে…’

সবার চোখ স্ট্যাগ-এর মুখে। আইসেনহাওয়ার নড়ে বসলেন। আবহাওয়ার উন্নতি ঘটবে আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে, জানালেন স্ট্যাগ—জুনের ছ' তারিখ পর্যন্ত তার স্থায়িত্ব। বাতাসের গতিবেগও কমবে, আকাশ থাকবে নির্মেঘ। পরে অবনতি।

আইসেনহাওয়ার জানালেন—চব্বিশ ঘন্টার কিছু বেশী সময় ওই অবস্থা থাকার সম্ভাবনা।

স্ট্যাগ শেষ করতেই তিনি আর তাঁর দুই সহযোগী প্রশ্নবাণে জর্জর হলেন—তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীতে কোনো গলদ নেই তো ?

সব দিক দিয়ে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা হয়েছে তো ?

ছ' তারিখের পর কোনো তারিখে আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে কি ? অজস্র প্রশ্ন।

কিন্তু সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেলো না। প্রাকৃতিক ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তার আশ্বাস নেই। আলোচনা এগোলো, অ্যাডমিরাল র‍্যামসে অবিলম্বে রায় দেবার পক্ষে। 'ওমাহা' আর 'ইউটা' সৈকত দুটির সমর প্রধানদের কাছে আধ ঘন্টার মধ্যে বার্তা পৌছনো দরকার। যাত্রা শুরু করে বাতিল করার ঝুঁকি আছে, আছে তেল সঙ্কট।

আইসেনহাওয়ার সকলের মতামত চাইলেন। জেনারেল স্মিথও ছ' তারিখে অভিযানের পক্ষে। টেডার আর লেই ম্যালরি আশঙ্কিত। মন্টগোমারী কিন্তু অটল।

এখন শেষ কথা বলবেন আইক। দীর্ঘ নীরবতায় কাটলো মুহূর্ত। হাত দুটো কোলে ফেলে সর্বোচ্চ অধিনায়ক বসে, দৃষ্টি সামনের টেবিলে। দু'মিনিট...মতান্তরে পাঁচ মিনিট...ধীর গলায় জানালেন তাঁর রায়, 'হ্যাঁ, আদেশ দেওয়ার সময় এসেছে...আমার ব্যাপারটা পছন্দ নয়, তবু আর কিছু করার নেই আমাদের।'

উঠে দাঁড়ালেন আইসেনহাওয়ার—ক্লান্ত পুরুষ, কিন্তু উত্তেজনার ভাব নেই...তারিখ ঘোষিত হলো—মঙ্গলবার—ছ'ই জুনই হবে ডি ডে...

দ্রুতপায়ে বেরোলেন আইক, সঙ্গে সাথীরা—ঐতিহাসিক পরিকল্পনা রূপায়ণে। নিস্তব্ধ পাঠাগারে রয়ে গেলো একরাশ নীল ধোঁয়া—আলোচনা টেবিলটাকে ঘিরে, চকচকে মেঝেয় ফেললো ছায়া...

আগুন-কুণ্ডের ওপর তাকের ঘড়িতে সময় তখন ন'টা পঁয়তাল্লিশ।

রাত দশটা। বিরাশি নম্বর ডিভিশানের প্রাইভেট (সিপাই) আর্থার 'ডাচ' স্কালজ খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। এতো টাকা আর কখনো আসে নি তার পকেটে। আক্রমণের সময় ছাব্বিশ ঘন্টা পিছিয়েছে শুনেই খেলা শুরু হয় ওদের। একটা তাঁবুর পেছনে প্রথমে, তারপর বিমানের পাখার নীচে। এখন 'হ্যাঙার'-এ [বিমান রাখার

জায়গা] পুরোদমে খেলা চলছে।

'ডাচ' কত জিতেছে সে নিজেই জানে না। কিন্তু ডলার আর পাউণ্ডের অঙ্কটা নিঃসন্দেহে আড়াই হাজারের বেশী। তার একুশ বছরের জীবনে এতো টাকা দেখে নি 'ডাচ'!

অবতরণের মানসিক আর শারীরিক প্রস্তুতি সারা তার। মনে মনে টাকাটা সে বন্টন করে ফেললো—অ্যাডজুটেন্টের দপ্তরে এক হাজার জমা রাখবে, বাড়ি ফেরার সময় সংগ্রহ করবে সে টাকাটা। আর এক হাজার স্যান ফ্রানসিসকোতে পাঠাবে—মায়ের কাছে, জমিয়ে রাখবে মা—তার জন্যে। না, ওই অংকের অর্ধেক মা খরচ করবে, তার উপহার। তারপর প্যারিসে পৌছে বাকি টাকার সদ্ব্যবহার।

তরুণ ওলন্দাজ ছত্রী 'ডাচ'-এর স্বস্তিবোধ হলো, টাকাটার একটা সদগতি হওয়াতে। কিন্তু সত্যিই হলো কি তা? সকাল থেকে আর এক অস্বস্তিকর বোধ তার সত্বাকে গ্রাস করেছে: মা'র কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে, খাম ছিঁড়তেই জপের মালা পায়ের কাছে ছিটকে পড়েছে। দ্রুত হাতে কুড়িয়ে নিয়েছে 'ডাচ' সেটা—কিট ব্যাগে চালান করেছে সেটাকে। ব্যাগটা সে সঙ্গে নিচ্ছে না আপাততঃ। মালার চিন্তা মাথায় ঢুকতেই 'ডাচ'-এর ভাবনা শুরু হলো, আচ্ছা, জুয়া খেলা কি উচিত হয়েছে তার? পাকানো নোটগুলো পকেটে অনুভব করলো সে, এক বছরের রোজগারের চেয়ে বেশি টাকা! 'ডাচ'-এর হঠাৎ মনে হলো এ' টাকা সঙ্গে থাকলে সে মরবে—

না। কোনো সুযোগ নেবে না সে—খেলায় বসবে আবার। ঘড়ি দেখে হিসেব করার চেষ্টা করলো 'ডাচ'। আড়াই হাজার ডলার হারতে কত সময় লাগবে তার।

সৈকতে শুধু 'ডাচ-ই অস্বাভাবিক ছিলো না, আরো অনেকেই ছিলো সে দলে। নিউবেরীতে ১০১ ছত্রী-সদরে ঘরোয়া আলোচনায়

বসেছিলেন সপারিষদ মেজর-জেনারেল ম্যাক্সওয়েল ডি টেলার। সঙ্গে জনা ছয়েক মানুষ। এঁদেরই একজন ব্রিগেডিয়ার ডন প্র্যাট বিছানায় বসে। আলোচনার মধ্যেই ঢুকলেন আর এক পদস্থ অফিসার, বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিলেন তাঁর টুপিটা। ডন প্র্যাট লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে, এটা অশুভ—' টুপিটা ঝেড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। সবাই হেসে উঠলেন।

নরম্যাণ্ডিতে ১০ গ্লাইডার বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন প্র্যাট।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বাহিনীর প্রতীক্ষার মুহূর্ত শুরু হলো। দীর্ঘদিন চলেছে অনুশীলন, আক্রমণক্ষণ পিছিয়ে যাওয়ায় অস্বস্তি বেড়েছে। আঠারো ঘণ্টা কেটে গেছে। প্রতিটি মুহূর্ত যেন অনন্তক্ষণ। সেই ঝোড়ো রবিবারের রাতটা মানুষগুলোর সময় কাটলো একাকীত্বে, উৎকণ্ঠায় আর অবরুদ্ধ ভয়ে… কিছু একটা কিছু ঘটবে… এই আশঙ্কায়…

আর পাঁচটা লোক এ অবস্থায় যা করতো—এরাও তাই করলো। পরিবারের কথা ভাবলো, সন্তান সন্ততির নবীন মুখগুলো ভেসে উঠলো তাদের চোখে…প্রেয়সীদের উষ্ণ সান্নিধ্যের জন্য মন হলো আকুল…কিন্তু আলোচনা। শুধু একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে—যুদ্ধ।

সৈকতের অবস্থা সত্যি কি রকম হবে? অবতরণের ব্যাপারটা সহজসাধ্য হবে তো? ডি-ডের পরিকল্পনায় ত্রুটি নেই [illegible], কিন্তু সবাই দ্বন্দ্ব মানসিকতায় ভরা…

আইরিশ সাগরের ঢেউ-উত্তাল কালো জলে ডেস্ট্রয়ার ইউ এস এস হার্নডন দাঁড়িয়ে। লেফটেন্যান্ট বার্টো ফার (জুনিয়র), ব্রিজ থেকে মনোযোগ দিতে পারছে না—চারিদিকের চাপা সতর্ক ফিসফিসানি তার অস্বস্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঘরের দেয়ালে ঝোলানো অবস্থান চিত্রগুলোও অস্বস্তিকর। ডি ডে-তে এই অবস্থানগুলোই লক্ষ্যস্থল হার্নডন-এর। ডি-ডের সাফল্য সম্পর্কে ফার নিশ্চিত। এ নিয়ে বিতর্কও হয়েছে। কারা ফিরবে আর কারা নিশ্চিহ্ন হবে, এ' নিয়েও

উঠেছে তর্কের ঝড়। 'করি'র কর্মীরা বেলফাস্টে ফিরে রটিয়ে দিলো হার্নডন-এর প্রত্যাগমন অনিশ্চিত। হার্নডন-এর সতীর্থরা এর পালটা জবাব দিলো: আক্রমণ শুরু হলে 'করির পোর্টেই থাকব, ওদের নাবিকগুলো অপদার্থ।

ক্যার তার অজাতক পুত্রের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেললো। নিউইয়র্কে তার স্ত্রী অ্যানি যে মেয়ের মা'ও হতে পারে এ' ধারণা ক্যার-এর মাথায় এলো না। [নভেম্বরে ছেলের বাপই হয়েছিলো ক্যার।]

ব্রিটিশ তৃতীয় বাহিনীর কর্পোরাল (নায়েক) রেজিনাল্ড ডেল কিন্তু তার বাঙ্কে বিনিদ্র। দুশ্চিন্তার কারণ তার ঘরণী হিলডা। চল্লিশ সালে ওরা সংসার পেতেছে, দুজনই সন্তান কামনা করেছে অন্তরের সঙ্গে। অবকাশযাপনের সময়ে ডেল জানতে পারে হিলডা সন্তানসম্ভবা। ডেল ক্ষুব্ধ হয়েছিলো কারণ আক্রমণের অংশীদার সে—থাকতে পারবে না সে হিলডার পাশে, সময়ে। কি যেন বলেও ছিলো হিলডাকে রাগ সামলাতে না পেরে। আজ তার মনের চোখে ভেসে উঠলো হিলডার মুখ, বেদনার মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে সে। নিজেকে ধিক্কার দিলো ডেল।

কিন্তু এখন সময় নেই—যোগাযোগের কাল উত্তীর্ণ। বাঙ্কে নিশ্চল পড়ে রইলো ডেল।

নিরুদ্বেগে ঘুমিয়েছে যে রাতে এমন মানুষও আছে। ব্রিটিশ ৫০তম রেজিমেন্টের কোম্পানী-সার্জেন্ট মেজর স্ট্যানলি হলিস এমনই একজন। নিদ্রার ব্যাপারটাকে বহুকাল আগেই সে তার ইচ্ছাধীন করে ফেলেছে। তাই আক্রমণের ঘোষণায় কোনো প্রতিক্রিয়া নেই তার মনে। অনেক যুদ্ধের সাক্ষী সে—ডানকার্ক থেকে উত্তর আফ্রিকায় অষ্টম বাহিনীর মোকাবিলা। সিসিলি-র উপকূলেও হাতিয়ার ধরেছে সে।

অসংখ্য মানুষের মাঝে তাই হলিস এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম, সে রাতে।

আক্রমণের পরম লগ্নের জন্যে সে উন্মুখ, ফ্রান্সে ফিরতে চায় সে...

চায় আরও নাজী রক্ত! এক তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে হলিস-এর এই বিচিত্র মানসিকতার জন্ম, এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা: ডানকার্কের দিনগুলোতে বার্তাবাহকের কাজ করতো সে। সেই সময়ে লিলে-তে যে দৃশ্যের সাক্ষী ছিলো সে, তা তার জীবনে অম্লান। তার বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নগরীর এক প্রান্তে ভুল রাস্তায় গিয়ে পড়েছিলো হলিস।

নাজীরা সম্প্রতি সে অঞ্চল ছেড়ে গেছে···চারপাশে মৃতদেহ ছড়িয়ে—এখনো উষ্ণ তাদের শরীরগুলো···হাজারো শরীর...আবালবৃদ্ধবনিতার।

মেশিন গানে ক্ষতবিক্ষত তাদের দেহ—দৃষ্টি ফেরালো হলিস আর একদিকে...মাটিতে অসংখ্য গুলির চিহ্ন। সেইমুহূর্ত থেকে হলিস হয়ে উঠলো শত্রুহন্তা···এ পর্যন্ত নব্বইটি জর্মন প্রাণ বিনষ্ট তার হাতে। ডি ডে-র শেষে, তার স্টেনগানে শতসংখ্যা পূর্ণ হবে।

ফ্রান্সের মাটিতে পা রাখার জন্যে আরো অনেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। কমাণ্ডার ফিলিপে কাইফার আর তার অধীন একশো একাত্তর জন ফরাসী কমাণ্ডো তাদের দলে। ইংল্যাণ্ডে তাদের বিদায় জানাবার জন্যে সামান্য ক'জন নয়া বান্ধব ছাড়া কেউ নেই। ফ্রান্সেই তাদের আপনজন। অস্ত্রপরীক্ষ করে তার আউয়িস্ট্রাম-এর 'সোর্ড' সৈকতের নিশানা নকশা দেখে কাটলো তাদের সময়।

কমাণ্ডোদের অন্যতম সদ্য সার্জেন্ট পদে উন্নীত কাউন্ট গী দ্য মঁতলোর-পরিকল্পনার সূচী পরিবর্তনে উল্লসিত সে, কারণ তার লোকেরাই থাকবে আক্রমণের পুরোভাগে। কাইফারও আনন্দিত, 'ওই জায়গায় আমি অনেক কিছু হারিয়েছি—'

দেড়শো মাইল দূরে প্লাইমাথে মার্কিন ৪র্থ পদাতিক-বাহিনীর সার্জেন্ট (হাবিলদার) হ্যারি ব্রাউন তার কাজের শেষে একটা চিঠি পেলো; যুদ্ধের চলচ্চিত্রে এ ধরণের অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু

নিজের জীবনে এরকম কিছু ঘটবে, কল্পনা করে নি সে। চিঠিটা অ্যাডলার উন্নয়ন সংস্থা থেকে এসেছে, সঙ্গে একজোড়া বিশেষ জুতো। সার্জেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে তাতে—কারণ সার্জেন্টকে সবাই 'বামন' ব্রাউন বলে ডাকে।

এই কেচ্ছার জন্যে কে দায়ী, চিন্তায় বিভোর যখন ব্রাউন, তার সহকর্মী কর্পোরাল জন গুইয়াডস্কী হাজির হলো। ঋণ শোধ করতে এসেছে সে, এবং ব্রাউন মুখ খোলার আগেই সে নির্বিকার মুখে টাকাটা বাড়িয়ে ধরলো, 'ভুল বুঝো না দোস্ত, টাকা ফেরত পাবার জন্যে তুমি দুনিয়া চষে বেড়াবে, তা আমি চাই না—'

ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাও ছিলো প্রচুর। তবু মনোবল অটুট। নৌ আর বিমানবহর ভরসা। স্টাফ সার্জেন্ট ল্যারি জনসনের কাছে ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বের নয়—তার বাগদত্তাকে লেখা পড়ে তাই মনে হবে। লেফটেনান্ট জর্জ ফার্চনার, যার ওপর সেন্সরের দায়িত্ব তার কাছে অন্ততঃ তাই মনে হয়েছে। ডি-ডে-র আগে যদিও কোনো ডাক বেরোবে না, কার্চনার ল্যারিকে ডাকলেন, 'চিঠিটা বরং তুমি নিজেই ডাকে দিও হে, ফ্রান্সে পৌঁছে—'

প্যারির একটা মেয়েকে লেখা চিঠিটা, জুনের গোড়ায় মোলাকাতের তারিখ চেয়েছে ল্যারি।

ল্যারি ঘর ছেড়ে বেরোতে কার্চনারের মনে হলো এরকম আশাবাদী মানুষ যতদিন থাকবে, কোনো কিছু অসম্ভব নয় দুনিয়ার।

কিন্তু গোল বাধালো সামুদ্রিক পীড়া। জাহাজগুলোতে অমানুষিক ভিড় হওয়াতে বমি পরিষ্কার লোকও পাওয়া দুষ্কর হলো। সেই সঙ্গে সাগরের তাণ্ডবও তাল মিলিয়ে চললো।

প্লাইমাথ পোতাশ্রয়ের বাইরে নোঙর করা করি'-র অধ্যক্ষ লেফটেনান্ট কমাণ্ড্যার হফম্যান তাঁর 'সেতু-তে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ কালো কালো ছায়াগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, নানা বর্ণের নানা মাপের

জলযানগুলোর দিকে। বাতাসের বেগ কমে নি, জলের ওপর ওপর চলেছে ঢেউ-ভাঙার সঙ্গে ছলাৎ শব্দের আন্দোলন জাহাজগুলোর। হফম্যান পরিশ্রান্ত। এই প্রথম তাঁকে ফিরে আসতে হলো, প্রত্যাবর্তনের কারণ ছাড়াই। প্রস্তুত থাকার সতর্কবাণীও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পৌঁচেছে।

পাঁচ জুন। রাত একটা। ফ্রান্সের উপকূলের ঠিক বাইরে 'বামন' ডুবো জাহাজ এক্স তেইশ ভেসে উঠলো। লেফটেনান্ট জর্জ অনার আর সহযোগীরা জাহাজের বুরুজে উঠলেন। এরিয়েল টাঙানো হলো। লেফটনান্ট জেম্‌স্‌ হজেস রেডিও খুলে আঠারো শো পঞ্চাশ কিলোসাইকেলসে নব ঘুরিয়ে হেডফোন তুলে নিলো কানে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না…অতি ক্ষীণ—ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো… সঙ্কেত ধ্বনি…'প্যাডফুট'…'প্যাডফুট…'।

শক্ত হাতে আবার হেডফোন ধরে শুনলো হজেস, অবিশ্বাসী মন নিয়ে।

না। কোনো ভুল নেই। কেউ কোনো কথা বললো না। পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো শুধু ওরা। জলের তলায় কাটবে আর একটা পুরো দিন…

নরম্যাণ্ডির উপকূল সকাল থেকেই কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কয়েক পশলা বৃষ্টির পর অবিশ্রাম ঝিরঝিরানি শুরু হয়েছে। উপকূলের পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে মাঠ, যেগুলো অতীতের অসংখ্য স্বাক্ষর বহন করছে। আগামী দিনগুলোতেও যেখানে অনুষ্ঠিত হবে অগণিত লড়াই। বিগত চারটে বছর নরম্যাণ্ডির মানুষ জর্মনদের সঙ্গে বাস করে এসেছে। নরম্যানদের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে এই পরাধীনতার চরিত্র অভিন্ন নয়। লা হাভর আর শেরবুর্গ (পূর্ব ও পশ্চিম সৈকতের প্রান্ত-পোতাশ্রয় দুটি); এবং তাদের মাঝে, কায়েন-এর (মাইল দশেক ভেতরে) জীবনযাত্রা

বাস্তবের চড়া পর্দায় বাঁধা। গেস্টাপো আর এস এস-এর সদর দপ্তর এখানেই। প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—যুদ্ধ থামে নি... রাতগুলোতে চলেছে বন্দী শিবিরের সংখ্যা বৃদ্ধি। প্রতিহিংসার আস্ফালনে চারদিক মুখরিত। এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মিত্রশক্তির অবিশ্রান্ত সন্তর্পণ আকাশী আক্রমণ।

কায়েন আর শেরবুর্গের পটভূমির মাঠগুলো ঝোপ আর চারা গাছে সমৃদ্ধ—শত্রুপক্ষের প্রাকৃতিক বাধা স্বরূপ, রোমকদের দিনগুলো থেকেই।

খড়ে ছাওয়া আর লাল টালির ছাদ নিয়ে দাঁড়িয়ে কাঠের-তৈরী খামার বাড়িগুলো। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে নগর আর গ্রামগুলো, দুর্গ এক একটি। বাইরের দুনিয়ার কাছে অজ্ঞাত কতকগুলো নাম—ভিয়েরভিল; কোলেভিল; লা ম্যাদেলিন; সেন্ট মেরে-এগলিশে, সেফ দু-পন্ট, সেন্ট মারি দু-মতঁ, অ্যারোম্যানশেস্ আর আর লুক। এখানে, এই জনবিরল মফস্বলের জনপদগুলোর জীবন ধারণের মানে বড় সহরগুলোর সঙ্গে মেলে না। গ্রাম আর আধা-সহরের অসংখ্য মানুষ আজ দাস-শ্রমিকদের পরিচয় চিহ্নিত। বাকি মানুষ একটা বিরাট সংখ্যক উপকূল বাহিনীর আংশিক কাজে নিয়োজিত। কিন্তু অনমনীয় মনোভাবের স্বাধীনচেতা কৃষক-কুল প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক ফোঁটা রক্ত দিতে নারাজ। দিন কাটে তাদের জর্মনদের প্রতি অসীম ঘৃণা নিয়ে, স্বভাব-একঘেঁয়েমি তাদের পাথেয়।

প্রতি-মুহূর্ত প্রতীক্ষা, কবে আসবে মুক্তির দিন···

ভিয়েরভিল-এর উনচল্লিশ বছর বয়স্ক আইনজীবী মাইকেল হার্ডেলে তার ঘরে চোখে রোজ এক আশ্চর্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। এক জর্মন সেনাকে দেখা যায় ঘোড়ায় চড়ে চলেছে সৈকতের দিকে, জিনের দু'পাশে টিনের পাত্র কয়েকটা। হার্ডলে মনোযোগ দিয়ে দেখে—সেনাটি গ্রাম ছেড়ে চলে গির্জার পাশ দিয়ে। নেমে পড়ে

পাত্রগুলো একে একে নামায়, একটি ছাড়া। আরও চার-পাঁচটি সেনাকে দেখা যায় এবার, রহস্যজনক পায়ে বেরিয়ে আসে পাহাড়ের পাশ থেকে তারা। পাত্র নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় ওরা একই পথে। অবশিষ্ট পাত্রটি নিয়ে সেনাটি এবার 'প্রাচীর' পার হয়ে গাছের ছায়া ঘেরা গ্রীষ্মাবাসের কাছে পৌঁছোয়। হাঁটু ভেঙে বসতে দুটি হাত বেরিয়ে আসে মাটির তলার কোনো গোপন জায়গা থেকে; পাত্র গ্রহণের জন্যে। প্রতিদিন একই দৃশ্যের অবতারণা। নির্ভুল সময়ের মাপে জর্মন সেনাটি কফির পাত্র নিয়ে চলে।

মাইকেল হার্ডলের কাছে সময়টা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো: ছ'টা বেজে পনেরো।

শান্তির এক অনন্য প্রলেপ নিয়ে শুরু হয়েছিলো দিনটা। পরের দিন বিশ্ব জেনেছিলো এর নাম: 'ওমাহা সৈকত'।

এই পর্ব অনেকবার দেখেছে সে, মজাও পেয়েছে। জর্মনদের সাধারণ সেনাদের থেকে আলাদা চোখে দেখতে অভ্যস্ত যে, তার কাছে এই কফি পরিবেশনের ব্যাপারটা নেহাৎই হালকা মনে হবে। কিন্তু হার্ডেলের কাছে ওই মজা আনন্দের ছিলো না, ছিলো তিক্ততার স্বাদে ভরা, কারণ আর পাঁচটা নরম্যাণ্ডিবাসীরা মতই জর্মনরা তার ঘৃণার পাত্র। তিক্ততা বেড়েছে, বেড়েছে ঘৃণা—মাসের পর মাস দেখেছে জর্মনদের তাদের ভাড়াটে সহযোগীদের নিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে—বালিয়াড়ীতে 'প্রতিবন্ধক' সৃষ্টি করতে। অজস্র প্রাণঘাতী মারাত্মক মাইন বসাতে। নিখুঁত নৈপুণ্যে বিধ্বস্ত করেছে তারা সুন্দর গোলাপী, সাদা আর রক্তলাল বাহারী কুটিরগুলোকে। নব্বই থেকে মাত্র সাতে নেমেছে সংখ্যায় সেগুলো। জর্মনদের নিশানা অব্যর্থ করতে শুধু নয়, বাঙ্কারগুলোর কাঠ জোগাতেও। অবশিষ্ট সাতটির বৃহত্তম বাড়িটির মালিক হার্ডেলে স্বয়ং। কয়েক মাস আগেই সরকারী-ভাবে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—তার আবাসটিও ধ্বংসের হাত

থেকে রেহাই পাবে না ! জর্মনদের নাকি ইট আর পাথর বাড়ন্ত। আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে, অর্থাৎ জুনের ছ তারিখে তার পৈতৃক বাড়িটিও মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

সাড়ে ছ'টায় হার্ডেলে রেডিও খুলে দিলো—বি বি সি-র খবর শুনবে। নিষিদ্ধ ব্যাপার, তবু অসংখ্য দেশপ্রেমীদের মতই সেও এই নিষেধাজ্ঞা মানে না। মৃদু স্বর ভেসে এলো শব্দ তরঙ্গে : 'কর্নেল ব্রিটেন : (ডাগলাস রিচি) যিনি মিত্রশক্তির সর্বোচ্চ বাহিনীর মুখপাত্র হিসেবে চিহ্নিত, একটি বার্তা পড়লেন, আজ, 'সোমবার পাঁচ জুন—সর্বাধ্যক্ষের নির্দেশে বলছি। তাঁর সঙ্গে এখন আপনাদের সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে···পর্যায়ক্রমে নির্দেশ দেওয়া হবে, তবে—পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে নয়...আপনাদের একটি অভ্যেস করতে হবে, নিজে অথবা পরিচিতদের সঙ্গে ব্যবস্থানুযায়ী সব সময়েই বেতার যন্ত্রটি চালু রাখা, শুনে যাওয়া···' হার্ডেলে বুঝলো, 'নির্দেশ'গুলো আক্রমণ সম্পর্কিতই হবে। সবাই জানে, অচিরাৎ ঘটবে এটা। তার ধরণা মিত্রশক্তির আক্রমণ সূচিত হবে চ্যানেলের সঙ্কীর্ণতম অংশ থেকেই। ডানকার্ক বা ক্যালে-র আশে-পাশে, তার এলাকায় নিশ্চয়ই নয়, এবং শুধু সেই কারণেই নরম্যাণ্ডি এখনো জনবহুল। সম্পদসমৃদ্ধও। তার ওপর আছে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য : টাটকা মাখন, চিজ (পনীর), ডিম, মাংস, আর অবশ্যই কালভাডোস, (সিডার আর আপেল-শাঁসের তৈরী)—নরম্যানদের প্রিয় পানীয়। তাছাড়া নরম্যাণ্ডিতে শান্তি আছে, ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক দূরে জায়গাটা, আক্রমণ সম্ভাবনা যেখানে ক্ষীণ।

সেই শান্তির খোঁজেই এসেছে উত্তরচল্লিশের প্রৌঢ় ফারনান্দ ব্রোয়েক্স। পাঁচ বছর ধরে বাস করছে নরম্যাণ্ডিতে। বেলজিয়ামের সব কিছু খুইয়েছে সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। তার খামার থেকে দশ মাইল দূরের গির্জা নগরী বেয়োতে ব্রোয়েক্স-এর উনিশ বছরের সুন্দরী মেয়ে অ্যান ম্যারি স্কুলে চলেছে সেই সুন্দর সকালে। একটা

কিণ্ডারগার্টেন (শিশু) বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সে। দিনের শেষক্ষণের জন্যে সে উন্মুখ, কারণ গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হচ্ছে সেদিন থেকেই। খামারেই কাটবে তার ছুটির দিনগুলো। আর, আগামীকালই হবে তার বিয়ে, রোড দ্বীপের দীর্ঘকায় এক তরুণ মার্কিন যুবকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হবে সে, যাকে সে দেখে নি কোনো দিন।
নরম্যাণ্ডির উপকূলে সেই সকালটাও শুরু হয়েছিলো অন্য আর পাঁচটা সকলের মতই, কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়েই। চাষীরা মাঠে আর আপেলের বাগানে ব্যস্ত। মেষচারণে বেরিয়ে পড়েছে পালকেরা। ছোট্ট গ্রাম আর আধা-সহরগুলোর দোকানপাটও খুলেছে।

লা ম্যাডেলিনেও, (যার পরবর্তী পরিচয় 'ইউটা' সৈকত) পল গ্যাজেঞ্জেলও তার দোকান খুলেছে; খুলেছে তার কাফেও। ব্যবসা মন্দা আজ।
কিন্তু এই দোকান থেকেই পল তার ছোট পরিবারের অতিরিক্ত টাকাও পেয়েছে একদিন। আজ সারা উপকূল অবরুদ্ধ। এলাকা জনশূণ্য। ক্রেতা কয়েকজন জর্মন সৈন্যে পর্যবসিত তাই পল চলে যেতে চায় এখান থেকে। পল গ্যাজেঞ্জেল জানে না— আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তাকে, সঙ্গে গ্রামের অন্যদেরও যেতে হবে ইংল্যাণ্ডে—জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।
সমস্যা ছিলো পলের বান্ধব পিয়েরে কামেন্রেরও। রুটির কারখানার-মালিক পিয়েরের সমস্যা তার ছেলেটাকে নিয়ে। উপকূল থেকে দশ মাইল দূরে ক্যারেনটানে বসে সে, ছেলের শয্যা-পাশে। ডঃ জাঁর ক্লিনিকে। পিয়েরের ছেলেটির টন্‌সিল অপারেশান হয়েছে সদ্য। বেলায় ডাক্তার আর একবার পরীক্ষা করলেন ছেলেকে, 'ভালোই আছে ছেলে, আগামীকাল ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন—'
ক্যামেন্রনের ভাবনা, আজই ছেলেকে বাড়ি নিতে পারলে ওর মা খুসী হবে।

তাই হলো, আধঘন্টা পরে কাল্ড্রন বেরিয়ে পড়লো, বাচ্চা কাঁধে।

'ইউটা' সৈকতের পেছনে তার গ্রামের বাড়ি মারি-দু-মন্তের দিকে। ডি-ডে-তে যেখানে মিলিত হবে ৪র্থ বাহিনীর সেনাদের সঙ্গে ছত্রী-বাহিনী।

জর্মনদের কাছে কিন্তু দিনটা অনুল্লেখযোগ্য। কিছুই ঘটে নি, ঘটবেও না। আবহাওয়ার অবনতি হয়ে চলেছে, এটা লুক্সেমবুর্গে বসে লুফ্‌ত-ওয়াফের আবহ-প্রধান কর্নেল অধ্যাপক ওয়ালটার স্টোবে জানিয়ে দিয়েছেন। মিত্রপক্ষের বিমান আদৌ আকাশে উড়বে কিনা সন্দেহ। বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলোও বিশ্রাম পেলো।

স্টোবে কিন্তু নিশ্চেষ্ট বসে রইলেন না। ওবিওয়েস্টে ফন রুণ্ডস্টেডের দপ্তরের টেলিফোন ধরলেন, রুণ্ডস্টেডের লিয়াজোঁ (সংযোগকারী) অফিসার আবহাওয়াবিদ মেজর হারম্যান মুয়েলারকে ডাকলেন। আবহাওয়ার ব্যাপারটাকে অগ্রাধিকার দেবার নির্দেশ দিলেন। ওবিওয়েস্টও আবহাওয়ার ব্যাপারটিকে যথোচিত গুরুত্ব দিলেন, ব্লুমেনট্রিট সাগ্রহে দেখলেন রিপোর্ট। রুণ্ডস্টেডের পরিদর্শনের ব্যবস্থাও পাকা হলো, উপকূলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রদবদল হবে মঙ্গলবার, সঙ্গে রুণ্ডস্টেডের ছেলেও থাকবে, হালফিল লেফটেনান্ট। সেন্ট জর্মন-এন-লায়ের খুব কম মানুষই জানে পশ্চিমের সর্বশক্তিমান ফিলড মার্শাল সদরে অবস্থিত একটা বালিকা বিদ্যালয়ের পেছনে এক অখ্যাত কুটিরে হ্যাঁ। ঠিকানা: আটাশ নম্বর রুয়ে আলেকজাণ্ডার ডুমা।

ফন রুণ্ডস্টেড যথারীতি দেরী করে উঠলেন সেদিন। (খুব কম দিনই বেলা সাড়ে দশটার আগে বিছানা ছাড়েন ফিলড মার্শাল) কাজের টেবিলে যখন বসলেন, বেলা গড়িয়ে দুপুর। শুরু হলো আলোচনা চিফ-অফ-স্টাফের সঙ্গে। ওবিওয়েস্টের পাঠানো 'মিত্রপক্ষের অভিপ্রায়—সম্ভাব্য রিপোর্ট'-এর কাগজ অনুমোদন

করলেন। ওকেডব্লিউতে হিটলারের সদরে যাবে কাগজ আর খানিক পরে। রিপোর্ট কিন্তু নির্ভুল নয়, কারণ তাতে লেখা : 'শত্রুপক্ষের সুসংবদ্ধ ও স্পষ্ট বিমান-আক্রমণের ধারা থেকে মনে হয় তারা প্রস্তুতির মোটামুটি একটা পর্যায়ে উন্নীত। আক্রমণের সম্ভাব্য লক্ষ্যস্থল এখনও পর্যন্ত স্কেণ্ডট (হল্যাণ্ড) থেকে নরম্যাণ্ডির উপকূলের অংশ বিস্তৃত। ব্রিটানির উত্তর সীমান্তের অন্তর্ভুক্তিও অসম্ভব নয়, কিন্তু এখনো এটা পরিস্কার নয়, যে তারা ওই অঞ্চলগুলোতেই আক্রমণ শুরু করবে। ডানকার্ক ও দিয়েপের মধ্যবর্তী উপকূলের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির ওপর তাদের বিমান আক্রমণের ঘনীভূত প্রাবল্য থেকে মনে হয় সেটাও তাদের নিশানা···

তবে, আক্রমণের আসন্ন সম্ভাবনা স্বীকার করা যায় না···'

এই অস্বচ্ছ তথ্য : উপকূলের আটশো মাইলের 'কোথাও সম্ভাব্য আক্রমণ শুরু হবে' (!) সরবরাহ করে ফন রূণ্ডস্টেড তাঁর ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, তাঁদের প্রিয় রেস্তোরাঁ কক্ হার্দির উদ্দেশ্যে।

সময়টা বেলা একটার কিছু পরে, ডি ডে-র বারো ঘন্টা আগে।

মন্দ আবহাওয়া কিন্তু জর্মনদের রক্ষাকবচের কাজ করে চললো। অদূর ভবিষ্যতে আক্রমণ-সম্ভাবনা নেই এ ধারণা বদ্ধমূল হলো। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে অক্ষশক্তির এই ধারণা : উত্তর আফ্রিকা, ইতালী আর সিসিলিতে মিত্রপক্ষের অবতরণ-স্মৃতিও। প্রতি ক্ষেত্রেই আবহাওয়ার তারতম্য ছিলো কিন্তু স্টোবে তো শেষ কথা বলে দিয়েছেন—নিখুঁত আবহাওয়া ছাড়া অবতরণ হচ্ছে না।

অংক-কষা জর্মন মনে এর অন্য কোনো হিসেব নেই। আর—আবহাওয়া তো দোষশূন্য নয়।

রোমেলের দপ্তর কিন্তু তাঁর অবর্তমানেও সচল। মেজর জেনারেল স্পাইডেলের মনে হলো এবার একটা ডিনার পার্টি দেওয়া চলে।

আয়োজন সম্পূর্ণ হলো—নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন : ডঃ হর্স্ট। তাঁর শ্যালক আর্নস্ট জাঙার, (চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিতি ভদ্রলোকের)

এবং এক পুরনো বন্ধু মেজর উইলহেম ফন ক্র্যাম—সরকারী যুদ্ধ সংবাদদাতাদের অন্যতম। স্পাইডেলও চিন্তাবিদ তাঁর ইচ্ছে, সে রাতে ফরাসী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হবে। তবে, আরো একটা ব্যাপারেও আলোচনা হবে—কুড়ি পাতার এক পাণ্ডুলিপি; জাঙার যেটি সঙ্কলিত করে পাঠিয়েছেন স্পাইডেল আর রোমেলের কাছে: তার মূল বক্তব্য—শান্তি স্থাপন, অবশ্যই হিটলার জর্মন আদালতে অভিযুক্ত অথবা কোনো আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর!

৮৪তম বাহিনীর সদর সেন্ট লো-তেও কিন্তু চলেছে আর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন। মেজর ফ্রিডরিশ হেইন এর উদ্যোক্তা। উত্তম স্বাদু 'স্যাবলিসে'র ফরমাশও গেছে। মধ্যরাতে বাহিনী-অধ্যক্ষ জেনারেল মার্কসকেও একটা চমক দেওয়া হবে—জুনের ছ' তারিখ তাঁর জন্মদিন।

মধ্যরাতেই আয়োজন, কারণ ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই মার্কসকে রওনা হয়ে যেতে হবে রেনেস-এর উদ্দেশ্যে। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে সতীর্থসহযোগে এক মানচিত্র অনুশীলনের কাজে নিয়োজিত হতে হবে। মার্কসের অভিনয়াংশ কৌতুকের: তাঁকে 'মিত্রপক্ষের' প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। যুদ্ধের এই 'মিথ্যা' খেলার আয়োজক জেনারেল ইউজেন মেণ্ডেল এবং যেহেতু তিনি ছত্রী-সেনা আক্রমণের প্রধান, তাঁর অংশ সুরু ছত্রী আক্রমণ দিয়ে। পরের অংশ সামুদ্রিক আক্রমণ।

নরম্যাণ্ডিতেই অনুষ্ঠিত হবে এই কাল্পনিক আক্রমণ।

কিন্তু সপ্তম বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল ম্যাক্স পেমসেলের দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে। লে ম্যান্সে'র সদরে ভাবনা চলেছে তাঁর। আক্রমণের সময়টাতে নরম্যাণ্ডি ও শেরবুর্গে তাঁর কমাণ্ডাররা উপস্থিত থাকছেন না। বিপদ বাড়বে যদি রাতটাও তাঁরা বাইরে কাটান। রেনেস-এর রাস্তা সুদূর, তবুও পেমসেলের মনে হলো ভোরের আগেই অনেকেই সীমান্ত ছেড়ে যাবেন। ওই ভোরের ক্ষণটুকুই পেমসেলের

শিরঃপীড়ার কারণ, হেতু—নরম্যাণ্ডি আক্রান্ত হলে ওই ভোরের ক্ষণেই হবে। আক্রমণে অংশগ্রহণকারী সকলকে তাই জানিয়ে দিলেন পেমসেল; টেলিটাইপে নির্দেশ জারী হলো: 'আক্রমণে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট অধিনায়ক এবং অন্যান্যদের জানিয়ে দেওয়া যাচ্ছে, তাঁরা যেন ছ'ই জুন সকালের আগে রেনেস যাত্রা না করেন।'

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো, রোমেল থেকে সুরু করে প্রায় সকলেই সীমান্ত ছেড়ে চলে গেছেন। নির্ভেজাল অজুহাত ছিলো, তবু তাঁদের অনুপস্থিতি খেয়ালী ভাগ্যের অদৃশ্য হাতের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যেন। রোমেলের অনুপস্থিতিতে গ্রুপ বি-র অপারেশানস অফিসার ফন টেম্পলহফ চিন্তিত। পশ্চিম রনাঙ্গণের নৌঅধ্যক্ষ অ্যাডমিরল থিয়োডর ক্র্যাঙ্কে, ফন রুণ্ডস্টেডকে জানিয়ে দিলেন পাহারার জাহাজগুলো পোতাশ্রয় ছেড়ে যেতে পারছে না, সমুদ্র অশান্ত।

আরো কয়েকজন অফিসারও যাত্রার উদ্যোগ করছেন। ২৪তম বাহিনীর অধ্যক্ষ লেফটনান্ট-জেনারেল হাইনজ্ হেল্‌মিশ, শেরবুর্গ উপসাগরের একাংশের খবরদারী যাঁর ওপর ন্যস্ত, রেনেস যাত্রা করলেন। ৭০৯ বাহিনীর লেফটনান্ট-জেনারেল কার্ল ফন স্লাইবেন; ৯১তম অবতরণ বাহিনীর মেজর-জেনারেল উইলহেম ফ্যাকি-ও সঙ্গে। রুণ্ডস্টেডের গোয়েন্দা প্রধান কর্নেল উইলহেম মায়ারও ছুটিতে। চিফ অফ স্টাফ তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে, তিনি তাঁর ফরাসী রক্ষিতার সাহচর্যে শিকারে মেতেছেন। (ডি ডে'র পর হিটলারের কাছে এই গণ-অনুপস্থিতির ব্যাপারটা এতো অস্বাভাবিক মনে হয়েছিলো, তাঁর আশংকা ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের হাত ছিলো এ'সবে। তদন্তের প্রশ্নও উঠেছিলো। বস্তুতঃ হিটলার নিজেও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি নিজে তখন তাঁর ব্যাভেরিয়ার বিশ্রামস্থল কার্লটেসগ্যাডেনে। তাঁর নৌ-সহচর অ্যাডমিরাল কার্ল জেসকোর

বিবরণ : হিটলার বেশ বেলা করেই ঘুম থেকে উঠেছিলেন। নৈমিত্তিক সভাও ডেকেছিলেন দুপুরে। চারটের দ্বিপ্রাহরিক খানাও খেয়েছেন। টেবলে তার রক্ষিতা ইভা ব্রাউন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু নাজী সম্মানিতরা। নিরামিষাসী হিটলার মহিলাদের উদ্দেশ্যে তাঁর খানা টেবিলের দৈনন্দিন মন্তব্যও রেখেছিলেন, 'পশুদের মধ্যে বলিষ্ঠতম হাতিও মাংস সহ্য করতে পারে না। অতএব আমিও…'

খানাপিনার পর বাগানে বসেছিলেন তাঁরা, হিটলার লেবুর মুকুল দিয়ে তৈরী চা পান করেন। সন্ধ্যে ছ'টা থেকে সাতটা সামান্য পর্যন্ত নিদ্রাও উপভোগ করেন।

রাত একটায় আর একবার সম্মেলন বসবে। পরে মধ্যরাতের কিছু আগে আবার মহিলাদের ডাকা হলো। শোনানো হলো ওয়াগনার, লেহার আর স্ট্রাউসের বাজনা।]

সারা ইয়োরোপের উপকূল জুড়ে লুফতওয়াফের ফাইটার স্কোয়াড্রনের সমাবেশ চলেছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জর্মন হাইকমাণ্ড তাঁদের শেষ বাহিনীটিকেও নরম্যাণ্ডি ছেড়ে যাবার আদেশ দিলেন! কারণ, রাইখের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা। আর অন্যদিকে গত কয়েক মাস ধরে মিত্রপক্ষের বিমান ঘড়ির কাঁটা ধরে হানা দিয়ে চলেছে। উন্মুক্ত বিমানক্ষেত্রে 'ফাইটার'গুলো ফেলে রাখা সমীচীন মনে করছেন না রাইখ। হিটলার অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আক্রমণের দিন অন্ততঃ এক হাজার লুফতওয়াফ বিমান উপকূলে মজুত থাকবে।

স্পষ্টতঃই অসম্ভব মনে হলো এটা, কারণ ৪ঠা জুনে সারা ফ্রান্সে মাত্র একশো তিরিশখানা ফাইটার ছিলো। (এই বই লেখার আগে গবেষণার বিভিন্ন স্তরে সংখ্যাটি মেলেনি। তবে একশো তিরাশি সংখ্যাটি নির্ভুল বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার সূত্র : কর্নেল যোশেফ প্রিলারের লেখা 'লুফতওয়াফের

সাম্প্রতিক ইতিহাস'—বইটি প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত।] এর মধ্যে চালু বিমানের সংখ্যা ছিলো একশোটাই। এর একশো চব্বিশটি (২৬তম ফাইটার উইং) সেই অপরাহ্ণেই সরিয়ে দেওয়া হয়।

২৬তম-এর সদরে পঞ্চদশ বাহিনীর কর্ণেল প্রিলার [লুফতওয়াফের শীর্ষস্থানীয় বিমানচালকদের অন্যতম] বিমানক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রাগে জ্বলতে লাগলেন। আকাশে তখন তাঁর তিনটি স্কোয়াড্রনের একটি উত্তর পূর্ব ফ্রান্সের স্টেজ-এর দিকে উড়ে চলেছে। দ্বিতীয়টি ওড়বার জন্যে তৈরী, প্যারি-জর্মন সীমান্তের মাঝামাঝি কোনো জায়গা তার গন্তব্য। তৃতীয়টিও ছেড়ে গেছে, দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে।

প্রতিবাদ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রিলারের কুখ্যাতি, মেজাজী মানুষ বলে। সেনাধ্যক্ষদের হঠিয়ে দেওয়ার অভ্যেস আছে তাঁর। গ্রুপ কমাণ্ডারকে ফোনে ডাকলেন, 'আপনারা কি পাগলা হয়ে গেছেন? আমরা যদি আক্রমণের আশঙ্কায় আছি বলে মনে করেন্ তাহলো স্কোয়াড্রন না বাড়িয়ে, ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে কেন? কি হবে অবস্থাটা যদি আক্রমণ শুরু হয়ে যায় ইতিমধ্যে?'

কমাণ্ডার জবাবে বললেন, 'শোনো প্রিলার, আক্রমণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না এখন, আবহাওয়ার অবস্থা দেখছো না?'

প্রিলার সশব্দে রিসিভার নামিয়ে দিলেন। রাস্তার দিকে হেঁটে গেলেন। দুটি বিমান মাত্র অবশিষ্ট, তাঁরটা আর সার্জেণ্ট হাইনজ ওডারসিকেরটা। প্রিলার ওডারসিকের সামনে দাঁড়ালেন, 'কি করা যায়, হে? আক্রমণ যদি শুরুই হয়ে যায় তাহলে তো ব্যাটারা আমাদেরই বলবে সামলাতে। তাহলে এসো, আমরা নেশা করে নি একটু—'

ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ মানুষ, যারা আক্রমণের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তাদের মুষ্টিমেয় অংশই জানে যে আক্রমণের আর দেরী নেই। এরকম জনা বারো ফরাসী মানুষ, শান্ত নিরুদ্বিগ্ন তাদের চলাফেরা—প্যারি-র

এক বিরাট অংশ জুড়ে তাদের কার্যকলাপ চালাচ্ছিলো। এরা ফরাসী গোপন সংস্থার নেতৃবৃন্দ। একটা সম্পূর্ণ বাহিনী, অজস্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। তাদের কাজ মিত্রপক্ষীয় সেনাদের গতিবিধির নজর রাখা থেকে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করে যাওয়া। গোয়েন্দাগিরি থেকে খুনজখম। এলাকাভিত্তিক রয়েছে তাদের কমাণ্ডার, উপাধ্যক্ষ—কয়েক হাজার মেয়ে পুরুষ দলে। স্বনামে কেউ কাউকে চেনে না, সাঙ্কেতিক পরিচয়ে পরিচিত তারা। একে অন্যের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এইভাবেই চলছিলো তাদের কাজ। কিন্তু, এতো সাবধানতা সত্ত্বেও চুয়াল্লিশ সালের মে মাসের এক হিসেবে দেখা গেলো দলের সক্রিয় কোনো সদস্যের জীবনের মেয়াদ ছ'মাসের বেশী নয়! চার বছর ধরে চলেছে এই সংস্থার নিঃশব্দ লড়াই, অদৃশ্য, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। এদের হাজার কয়েক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, বন্দীশিবিরে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে আরো কয়েক হাজারকে। আজ, তারা জানে না—যে জন্যে চলেছে তাদের মরণপণ লড়াই—সেই মুক্তির দিনটি অদূরে···

বিগত কয়েক দিনে সংস্থা বিবিসি-র কয়েক শো সাংকেতিক বার্তা গ্রহণ করেছে, কয়েকটিতে আক্রমণ সুরুর সতর্কবাণীও ছিলো—ভারলেঁইয়ের কবিতার প্রথম পঙক্তি 'স্যামসন দ্য অতোমনে': লেফটেনান্ট মায়ারের সেনারা যেটা শুনেছিলো পয়লা জুন তারিখে, তাদের দপ্তরে। [ক্যানারিস ঠিকই অনুমান করেছিলেন।]

মায়ারের চেয়ে তারা কম উত্তেজিত নয় আজ। কবিতার দ্বিতীয় পঙক্তির জন্যে তারা কান পেতে আছে। যদিও অবশ্য এই সতর্কবাণীর কোনোটাই চরম মুহূর্তের আগে প্রচারিত হওয়ার কথা নয়। তাই নেতারাও জানে না কবে কোন এলাকায় ঘটবে অবতরণ। অন্তর্ঘাতের নির্দেশ পাওয়া মাত্র জানা যাবে ব্যাপারটা। দুটি বার্তার জন্যে চলেছে প্রতীক্ষা, এক: 'সুয়েজে গরম পড়েছে—'

শোনা মাত্র 'সবুজ প্রকল্পের' রূপায়ন শুরু হবে—রেলের মাইন আর যন্ত্রাদির ধ্বংসসাধন। দুই: 'দান পড়ে গেছে'...'লাল প্রকল্প'—টেলিফোন লাইনের বিচ্ছিন্নকরণ। এই দুটো বার্তার জন্যে সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডি-ডে-র প্রাক্কালে, সোমবার বিকেলে প্রথম বার্তাটি প্রচারিত হলো। বি বি সি'র ঘোষণা শুরু হলো। ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে ছ'টা। ঘোষকের ভাবগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'সুয়েজে গরম পড়েছে···সুয়েজে গরম পড়েছে···'

ভিয়েরভিল আর পোর্ট-এন বেসিনের মধ্যে উপকূলের গোয়েন্দা-প্রধান গাইলাউম মারকাদার বেয়োতে তার সাইকেলের দোকানে রাখা গোপন বেতারযন্ত্রে খবরটা শুনলো। প্রথমটায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলো সে। এই মুহূর্তটি তার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সে জানে না কখন বা কোথায় শুরু হবে আক্রমণ···কিন্তু শুরু হ'তে চলেছে তা, এটা অনুমান করলো মারকাদার...দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে···

সামান্য নিস্তব্ধতার পর দ্বিতীয় বার্তাটিও প্রচারিত হলো...'দান পড়ে গেছে'···ঘোষকের গলা পুনরাবৃত্ত হলো, 'দান পড়ে গেছে!' পর পর অনেকগুলো বার্তা ভেসে এলো···একে একে: 'নেপোলিয়ানের টুপি রিংয়ে...' 'জন মেরীকে ভালোবাসে,' 'তীর লক্ষ্যভেদ করবে না...'

মারকাদার বেতারযন্ত্র বন্ধ করলো। যে দুটো বার্তা তার শোনার দরকার ছিলো, সে শুনেছে। অন্যগুলো ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা দলগুলোর প্রতি নির্দেশ। সিঁড়ি উঠে গেলো সে দ্রুত পায়ে। স্ত্রীর উদ্দেশে বললো, 'ম্যাডেলিন, আমি বেরোচ্ছি, ফিরতে রাত হবে।' দোকান থেকে একটা দ্রুতগতি সাইকেল বের করে নিয়ে চড়ে বসলো সে। বিভাগীয় প্রধানদের ঘাঁটির দিকে চালিয়ে দিলো সাইকেল।

মারকাদার নরম্যাণ্ডির প্রাক্তন সাইকেল চ্যাম্পিয়ান, বহুবার রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্ব করেছে। জর্মনরা তাকে বাধা দিলো না, কারণ অনুশীলনের জন্যে তাকে বিশেষ অনুমতি পত্র দেওয়া আছে।

প্রতিরোধ বাহিনীর সকলেই জেনেছে খবর। প্রতিটি শাখাই পরিকল্পনা মাফিক কাজ করবে। কায়েন-এর স্টেশান মাস্টার আলর্বাতো অগ-এর দায়িত্ব—ইয়ার্ডের জলের পাম্পগুলো নষ্ট করে দিতে হবে। লিউ ফন্তেইনের কাফে মালিক আঁদ্রে ফারিনের কাজ—নরম্যাণ্ডির সংযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা। তার দলের চল্লিশটা মানুষ শেরবুর্গের উপকণ্ঠে টেলিফোনের সমস্ত তারগুলো কেটে দেবে। ইয়েভেস গ্রেসেলিন-এর দায়িত্ব আরো কঠিন—শেরবুর্গ, সেণ্ট লো আর প্যারির মধ্যের গোটা রেলপথ বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে তাকে…

সময় কম…তবে আঁধার না নামা পর্যন্ত আক্রমণ শুরু হবে না। তবু, ব্রিটেনের উপকূল থেকে বেলজিয়ামের সীমান্ত, সমস্ত এলাকা জুড়ে মানুষের প্রস্তুতি চললো। সবার ধারণা, আক্রমণ হবে তাদের এলাকাতেই। বিভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা নিয়ে দেখা দিলো বার্তাগুলো। 'ওমাহা' আর 'ইউটা' উপকূলের মাঝামাঝি গ্র্যাণ্ড ক্যাম্প-এর সৈকতনগরীর প্রধান জাঁ ম্যারিয়ো-র হাতে কিছু জরুরী তথ্য ছিলো, লণ্ডনে পাঠানো দরকার সেগুলো। কি করে পাঠাবে এ' নিয়ে দুশ্চিন্তা হলো ম্যাঁরিয়ো-র, সময় নেই হাতে। ব্রিটেনেই তার লোকেরা সদ্য-আগত এক বিমান বিধ্বংসী বাহিনীর পৌঁছোনো সংবাদ দিয়েছে। মাইলখানেকের মধ্যেই ঘাঁটি করেছে তারা। ম্যাঁরিয়ো খবরটা যাচাই করার জন্যে সাইকেল করে ঘুরে এলো। তাকে আটকালেও বেরিয়ে আসতে পারবে সে, কারণ অনেকগুলো জাল পরিচয়ের মধ্যে একটা পরিচয় তার : 'অতলান্তিক প্রাচীর-এর কাজে নিযুক্ত মজদুর সে।

ম্যাঁরিয়ো তাজ্জব বনে গেলো বাহিনীর বিরাটত্বে। বিভিন্ন মাপের

বিধ্বংসী কামানে সজ্জিত বাহিনী—ভারী, হালকা আর মিশ্র কামানের সমারোহ। পাঁচটা শ্রেণীতে পঁচিশটা কামান...ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজানো সেগুলো সমস্ত এলাকা জুড়ে।

কর্তব্যরত সেনাদের চাঞ্চল্যে মনে হলো—সময় এসে গেছে। তাদের কাজের নমুনায় ভাবনায় পড়লো ম্যাঁরিয়ো। তাহলে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল এই হতভাগা জায়গা!

আর জর্মনরা পূর্বাহ্নেই তা জেনেছে! জর্মন হাইকমাণ্ড এই ব্যাপার ওয়াকিবহাল হলেও একথা 'ফ্ল্যাক' আক্রমণ বাহিনীর কর্নেল ওয়ার্নার কিস্টাউস্কীকে জানানো হয় নি।

সে ভেবে চলেছে কেন হঠাৎ তার আড়াই হাজারী বাহিনীকে এখানে আসতে হলো। কিস্টাউস্কী অবশ্য এ ধরণের অকস্মাৎ স্থান পরিবর্তনে অভ্যস্ত, ককেশাসে তাকে একবার পাঠানো হয়েছে এই রকম আকস্মিক নির্দেশেই।

জর্মন সেনাদের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে ম্যাঁরিয়োর মাথায় শুধু একটা ভাবনাই খেলছে: কি করে এই খবরটা পঞ্চাশ মাইল দূরে নরম্যাণ্ডির সহকারী ফৌজী গোয়েন্দা-প্রধান লেওনার্দ গিলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

নিজের এলাকা ছেড়ে যাবার উপায় ম্যাঁরিয়োর নেই, কারণ—অনেক কিছু করার আছে তার। কাজেই, বেয়ো-তে মারকাদারের কাছে পর্যায়ক্রমে খবরটা পাঠানোই স্থির করলো সে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে তাতে, তবু ম্যাঁরিয়োর বিশ্বাস, মারকাদার কায়েন-এ খবর পৌঁছে দেবে সময়ে।

আর একটা খবর পাঠানো দরকার লণ্ডনে। পয়েন্ত-দু-হক-এর ন'তলা বাড়ির উচ্চতার চুড়োগুলোতে কামানগুলোর খবর।

এই খবর আগেই গেছে, এখন চাই শুধু সমর্থন। আর কামানগুলো এখনো বসানো হয় নি, সেটাও জানিয়ে দেওয়া। সেগুলো আসছে, মাইল দু'য়েক দূরে পৌঁচেছে—একথা জেনেছে ম্যাঁরিয়ো।

(ম্যাঁরিয়োর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ডি-ডে-তে মার্কিনদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দুশো তেইশ জনের মধ্যে একশো পঁয়তিরিশ জন মরেছে।)

আক্রমণের সম্ভাবনা ছাড়াও জুনের ছ' তারিখটা তাৎপর্যপূর্ণ গোপন সংস্থার সদস্যদের কাছে। ওই তারিখে লেওনার্দ গিলের প্যারিতে একটা সভায় যোগদানের কথা ছিলো। প্যারি-র পথে একটা ট্রেনের কামরায় নিরুদ্বিগ্ন বসে গিলে, জানে না 'সবুজ প্রকল্পের' ইঙ্গিতে যে কোনো মুহূর্তে নাশকতার কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে, মাইন উপড়ে ফেলতে পারে। তবে, গিলে একটা বিষয়ে নিশ্চিত—আক্রমণ মঙ্গলবার হচ্ছে না, অন্ততঃ তার এলাকায় নয়। তারিখটা নিয়েই তার মাথাব্যথা, কারণ সেই দিন বিকেলেই গিলের একজন বিভাগীয় কর্তা (সাম্যবাদী নেতা একজন) তাকে জানিয়েছে ছ' তারিখের ভোরে শুরু হচ্ছে আক্রমণ, এবং বিগত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে তার প্রতিটি তথ্যই নির্ভুল। একটা পুরনো প্রশ্ন এখন দেখা দিলো গিলের মনে—লোকটা কি মস্কো থেকে খবরটা সংগ্রহ করেছে? না, বোধহয়—নিরাপত্তার প্রশ্নে রুশরা নিশ্চয়ই এভাবে মিত্রপক্ষের পরিকল্পনাকে বানচাল করবে না।

গিলের মানসী জাঁনিন রোঁইভার্দ অবশ্য কায়েন-এ ফিরেছে কিন্তু তার কাছে মঙ্গলবার দিনটা অনেক দূর অস্ত।

গত তিন বছরে গোপন সংস্থার কাজে সে অন্ততঃ ষাট জনেরও বেশী মিত্রপক্ষীয় বৈমানিককে আশ্রয় দিয়েছে তার ১৫ নম্বর রুয়ে লা প্লেসের একতলার ফ্ল্যাটে। বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার নিঃসন্দেহে, পুরস্কারহীনও—কারণ ধরা পড়লেই গুলির মুখোমুখি হতে হবে। আর মানসিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার তো ছিলোই। মঙ্গলবারের পর জাঁনিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে। কিন্তু অন্যদের ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন নয়। অ্যামিলি লেকাভালিয়ার-এর কাছে জুনের ছ'

তারিখটা একদিকে অর্থহীন। আবার অর্থপূর্ণও। জুনের ছ' তারিখেই সে আর তার স্বামী লুই, গেস্টাপোদের হাতে ধরা পড়ে—অভিযোগ : তারা শতাধিক মিত্রপক্ষীয় বৈমানিককে পালাতে সাহায্য করেছে। ওদের খামারের একটা ছেলেই তাদের ধরিয়ে দেয়। কায়েন-এর কারাগারে বসে অ্যামিলি ভেবে চলেছে, কতক্ষণে মৃত্যু নামবে তাদের জীবনে···

বেলা চারটেয় ফরাসী উপকূলের কাছে ডজনখানেক জাহাজ দেখা গেলো। দিগন্ত বরাবর এগোচ্ছে সেগুলো—নরম্যাণ্ডির সব কিছুই চোখে পড়ছে। সবার অলক্ষ্যে চলেছে জলযানগুলো—বিস্ফোরক-নিরোধী, একটি ঐতিহাসিক নৌবহরের অগ্রদূত।

চ্যানেলের দিক থেকেই এগিয়ে আসছে সারিবদ্ধ জাহাজ, কুড়ি মাইল ধরে যার বিস্তার—পাঁচ হাজার নৌযান ; বিভিন্ন বর্ণনার।

হিটলারের ইয়োরোপ জয়ের কাল ঘনিয়ে এলো। আগে আগে চলেছে বিস্ফোরক নিরোধী যান ; উপকূল পাহারার জাহাজ, কার্গো জাহাজ, ওসানলাইনার, চ্যানেল স্টীমার, হাসপাতাল জাহাজ ও ট্যাঙ্কার। আছে সাড়ে তিনশো ফুট দৈর্ঘ্যের নৌযানও। ওপরের আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান আর এই বিপুল বাহিনীকে কেন্দ্র করে সাতশো দু'টি যুদ্ধ-জাহাজ।

[আক্রমণকারী যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। গর্ডন হ্যারিমান (ক্রস-চ্যানেল অ্যাটাক) ও অ্যাডমিরাল স্যামুয়েল-এলিয়ট মরিমান (ইনভেশন অফ্ ফ্রান্স অ্যাণ্ড জার্মানী) লিখিত বই দু'টিতে পাঁচ হাজার জাহাজের উল্লেখ আছে। অবতরণ-বাহিনীর জাহাজগুলোও এই হিসেবের মধ্যে। রাজকীয় নৌ-বাহিনীর কমাণ্ডার কেনেথ এডওয়ার্ডস্ অবশ্য তাঁর 'অপারেশন নেপচুন'-এ সংখ্যাটি সাড়ে পাঁচ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন।]

মার্কিন নৌবহরের নেতৃত্বে ছিলো ভারী ক্রুজার 'অগাস্টা'। পেছনে

একুশটি পাহারার জাহাজ—গন্তব্য 'ওমাহা' আর 'ইউটা'। চার মাস আগে এই 'অগাস্টাই প্রেসিডেন্ট রুজভেলটকে পৌঁছে দিয়েছিলো পার্ল হারবারে, উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে এক ঐতিহাসিক বৈঠকে। অদূরে রয়েছে পতাকাউড্ডীন ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজের বহর। এইচ এম এস নেলসন, র‍্যামিলিস আর ওয়ারস্পাইট। সঙ্গে মার্কিন জাহাজ : টেক্সাস, আরকানসাস্ আর গর্বিত নেভাডা। যাকে পার্ল হারবারে ডুবিয়ে দিয়েছিলো বলে দাবী করে জাপানীরা।

সোর্ড, জুনো আর গোল্ড-এর দিকে এগিয়ে চলেছিলো এইচ এম এস 'সিলা', রিয়ার-অ্যাডমিরাল স্যার ফিলিপ-ভায়ান-এর রণতরী। আটত্রিশটি ইংরেজ ও ক্যানাডিয়ো তরীর নেতৃত্বে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য : জর্মন রণতরী বিসমার্ক-এর কাছেই নাজেহাল হয়েছে মনটিভিডিয়ো পোতাশ্রয়ে রিভার প্লেটের সংঘর্ষে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।) আরো কয়েকটি নামী ক্রুজারও ছিলো। মার্কিনীদের টাস্কালুসা আর কুইন্সি। এইচ এম এস এনটারপ্রাইজ ও ব্ল্যাক প্রিন্স। ফ্রান্সের জর্জেস লেগুয়েও ছিলো। সব মিলিয়ে বাইশটি।

আরো ছিলো ; ছিলো স্লুপ, করভেট, গানবোট—সাবমেরিন বিধ্বংসী পাহারার কাজে, দ্রুতগামী টর্পেডো বোটও বাদ ছিলো না। ছিলো অসংখ্য ব্রিটিশ আর মার্কিন ডেস্ট্রয়ারও।

ধীর গতিতে এগিয়ে চললো রণপোতবহর। ফ্রান্সের দিকে চলেছে পাঁচটি সারিতে। নরম্যাণ্ডির কাছাকাছি দশটা সারিতে বিভক্ত হলো সেগুলো।

জাহাজ সর্বত্র। সেনারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে, অবশেষে তারা চলেছে তাদের মোক্ষে। আছে বিপদ, অস্বাচ্ছন্দ্য—তবু তারা চলেছে। উত্তেজনা আছে, কিন্তু অনেক হালকা।

শেষমুহূর্ত চিঠি লেখা চলেছে, চলেছে তাস খেলা। অবিরাম কথাও।

চতুর্থ বাহিনীর দ্বাদশ পদাতিক রেজিমেন্টের ধর্মযাজক ক্যাপটেন

লিউয়িস ফাদার কুন-এর সময়টা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। ইহুদী অফিসার ক্যাপটেন আর্ভিং গ্রে তাঁকে তাঁদের সম্প্রদায়ের হয়ে প্রার্থনা জানাতে অনুরোধ করলে কুন সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই যাত্রার প্রথম পর্যায়ে নিঃশব্দ। কেউ করেছে আত্মবিশ্লেষণ। কেউ বা ভয় ঝেড়ে ফেলতে অনর্গল কথা বলেছে। কাছাকাছি হয়েছে তারা পরস্পরের, সেই রাতে। জাহাজের এক মেডিক্যাল আর্দালি, যার স্ত্রী এক মডেলের কাজ নিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইছে, শুনিয়েছে তার কাহিনী। আর একটি ছেলে গুনগুনিয়ে গান করে চলেছে। স্বীকার করেছে, এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সে সঙ্গীতচর্চা করে নি কখনো। মন তার খুসী-খুসী।

এইচ এম এস 'এম্পায়ার অ্যানভিল-এর প্রবীন যোদ্ধা কর্পোরাল মাইকেল কার্টিজ অনেক লড়াই দেখেছে তার জীবনে—উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি আর ইতালীতে।

এবার শেষ লড়াই—নরম্যাণ্ডির মাটিতে।

মাইকেল তরুণ প্রাইভেট যোশেফ স্টাইনবারের প্রশ্নের মুখোমুখি হলো, 'কর্পোরাল, আপনার কি সত্যি মনে হয় আমাদের কোনো আশা আছে?'

'আরে হ্যাঁ, ছোকরা। মরার ব্যাপারে চিন্তা কোরো না, এই পোষাকে আমাদের চিন্তা শুধু লড়াইয়ের।'

সার্জেন্ট বিল পেটিও ভাবছে। সঙ্গে বসে তার সুহৃদ বিল ম্যাকহিউ। 'আইল অফ ম্যান' জলযানের ডেকে বসে তারা। কালো জলের দিকে তাকিয়ে, মন তাদের পয়েন্ত দু হক-এর চূড়োয়। ম্যাকের দিকে ফিরলো পেটি, 'এ' থেকে জীবিত বেরোবার কোনো আশা নেই—'

'আরে ধুর, তুমি একটা নিরেট দুঃখবাদী—' ম্যাক ধমক দিলো।

'হয়তো ভাই, কিন্তু—আমাদের দুজনের একজনই শুধু থাকবে।'

তার কথায় ম্যাকহিউ প্রভাবিত হলো না, বললো, 'যেতে যখন হবে,

যেতে হবে—'

পড়ার চেষ্টাও করছে কিছু মানুষ। কর্পোরাল অ্যালান বোড্রেট, হেনরি বেলাম্যান-এর 'কিংস রো' পড়তে শুরু করে মনোসংযোগ করতে পারেনি। তার জীপের চিন্তা অস্বস্তি বাড়িয়েছে। চার/পাঁচ ফুট জলের গভীরে তার জীপ কি জলনিরোধক কাজ করবে?

ক্যানাডিয়ো তৃতীয় বাহিনীর গানার আর্থার হেনরি বুন-এর হাতে একটা পকেট বই—শিরোনাম: 'এ মেড অ্যাণ্ড এ মিলিয়ান মেন।'

এক ইংরেজ নৌ-অধ্যক্ষকে লাতিনে লেখা হোরেস-এর গীতিকাব্য পড়তেও দেখা গেলো।

ক্যাপটেন জেমস ডগলাস গিলান (ক্যানাডার মানুষ) সে রাতের উপযোগী বই বের করলেন—নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বাইবেলের তেইশতম স্তোত্র খুলে বসলেন, পড়তে লাগলেন…

পরিবেশ সর্বত্র ভাবগম্ভীর ছিলো না। হালকা মেজাজেও ছিলো কিছু মানুষ। এইচ এম এস 'বেন মাচরি'র নাবিকেরা মাস্তুলে চূড়ো থেকে ডেকের নানা প্রান্তে দড়ি খাটিয়ে সারা জাহাজ চষে বেড়ালো। আর এক জাহাজে ক্যানাডিয়ো ৩য় বাহিনীর সদস্যরা এক 'সম্মিলিত রজনী'-র আয়োজনে তৎপর হলো। আবৃত্তি, নৃত্য আর বৃন্দগানে মুখর হলো পরিবেশ। সার্জেন্ট জেমস পারসিভাল ড্য ল্যাসি ব্যাগপাইপে 'রোজ অফ ট্র্যালি' শুনে অভিভূত হলো, স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের ইমন ডি ভ্যালেরার স্বাস্থ্য কামনা করে মদ্যপান শুরু ক'রে দিলো, হেতু: 'যুদ্ধ থেকে তাদের রেহাই!'

অধৈর্য হয়ে উঠলো মানুষ, চিন্তাভারে জর্জরিতও। জর্মনভীতিকে ম্লান করে দিলো 'সামুদ্রিক ব্যাধি'—মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিষেধক দেওয়া হচ্ছে সবাইকে, কিন্তু রোগ ছড়াচ্ছেই। ওই কালান্তক ব্যাধির জন্যে বহু মানুষ স্বাদু আহার্য থেকে হচ্ছে বঞ্চিত, যে খাবার আর কোনো দিনই তারা নিজের পয়সায় খেতে

পারবে না। বিশেষ খাদ্য-তালিকা—যা সেনাদের ভাষায় 'শেষ খাওয়া', তাও সব জাহাজে সমান নয়।

অস্বস্তি আর আশংকার মাঝেও চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে।

সার্জেন্ট টম রায়ানকে ঘিরে তার সহযোগীরা 'হ্যাপি বার্থডে' গেয়েছে। বাইশটা বছর কেটে গেলো টম-এর। প্রাইভেট রবার্ট ম্যারিয়োন অ্যালেনের কাছে রাতটা: 'মিসিসিপি-র জলে নৌ-বিহারের উপযোগী 'তৈরী' রাত।'

আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্রাম নামলো গোটা বহরের মানুষের মনে, যে মানুষগুলো পরের দিন ভোরের আলোয় ইতিহাস সৃষ্টি করবে। ফরাসী কমাণ্ডো ইউনিটের কমাণ্ডার ফিলিপ কাইফার বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার মুহূর্তে প্রার্থনা জানালো, 'প্রভু, তুমি তো জানো আজ আমার ওপর কত দায়িত্ব...তোমাকে যদি বিস্মৃতও হই...তুমি কিন্তু আমাকে ভুলো না...'

কম্বল টেনে নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে মগ্ন হলো কমাণ্ডার।

রাত সোয়া দশটা। জর্মন পঞ্চদশ বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের লেঃ কর্নেল মায়ার বিদ্যুদগতিতে অফিস থেকে বেরোলেন, হাতে তাঁর সেই বার্তা—সারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার। মায়ার জেনেছেন—আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই শুরু হচ্ছে আক্রমণ। এই বার্তার ভিত্তিতে মিত্রপক্ষের সেনাদের জলে রাখতে হবে। ভারলেইনের দ্বিতীয় পঙক্তি, 'আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করো একঘেয়ে ক্লান্তিতে'...বার্তা মায়ারের হাতে। খানা-ঘরে ঢুকে পড়লেন মায়ার, যেখানে পঞ্চদশ বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল হ্যান্স ফন সালমুট, তাঁর চিফ অফ স্টাফ এবং আরো দুজনকে নিয়ে ব্রিজ খেলায় মত্ত।

'জেনারেল। বার্তার দ্বিতীয় অংশ—এই যে'—রুদ্ধশ্বাসে ছেড়ে

দিলো কথাগুলো মায়ার।

সালমুট একমুহূর্ত ভাবলেন, তারপর পঞ্চদশ বাহিনীকে সতর্ক করার নির্দেশ জারী করে খেলার জগতে ফিরে গেলেন, 'আরে, ঐসব ব্যাপারে উত্তেজিত হবার বয়স কি আর আছে আমার!' দপ্তরে ফিরেই মায়ার ফোন তুললেন, রূণ্ডস্টেডের সদরে খবরটা দিয়ে দিলেন। সেখান থেকে খবর গেলো হিটলারের সদরে। টেলিটাইপের বার্তা রটে গেলো পর্যায়ক্রমে দিকবিদিকে।

কিন্তু এবারও সপ্তম বাহিনীকে সতর্ক করা হলো না, এবং এর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় নি জর্মনদের পঞ্জীতে। (এই গ্রন্থে দেয় সমস্ত সময় ব্রিটিশ ডবল গ্রীষ্মকালীন সময়ানুসারী। জর্মন কেন্দ্রীয় সময় থেকে এক ঘনটা ফারাক বেশী। অতএব মায়ারের কাছে বার্তা পৌছনোর সময়ঃ রাত সোয়া ন'টা। পঞ্চদশ বাহিনীর যুদ্ধ—দিনপঞ্জীতে বার্তাটি কোন কোন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে তার অনুলিপি আছে। লক্ষনীয়ঃ সপ্তম বাহিনী বা ৮৪তম কোর ঐ দুটি তালিকায় নেই। মায়ারের ওপর অবশ্য এ'সব প্রচারের দায়িত্ব ছিলো না। রোমেলের সদর থেকে এ' সব হবার কথা। যেহেতু এই বাহিনী দুটিই গ্রুপ বি-র অধীনে। যাই হোক, রহস্যের বড় চমকঃ রূণ্ডস্টেডের দপ্তর (ওবিওয়েস্টে) হল্যাণ্ড থেকে স্পেনীয় সীমান্ত, সমগ্র এলাকাটিকে সতর্কীকরণে ব্যর্থ হলো। (যুদ্ধশেষে জর্মনরা অবশ্য দাবী করে, অন্ততঃ পনেরোটি বার্তা গৃহীত এবং যথাযথ ব্যাখ্যাসহ প্রচারিত হয়েছে। জর্মন দিনপঞ্জীগুলোতে আমি ভারলেঁইয়ের কবিতার অংশবিশেষ অবশ্য দেখেছি।)

নরম্যাণ্ডির পাঁচটা সৈকতে মিত্রপক্ষের বাহিনী নামতে আর মাত্র চার ঘণ্টা বাকি। তিন ঘণ্টার মধ্যে নামবে আঠারো হাজার ছত্রী-সেনা, আঁধার ঘেরা ঝোপ আর মাঠগুলোয়। নামবে, যে বাহিনীকে সতর্ক করা হয়নি—তাদেরই এলাকায়।

৮৩তম বাহিনীর প্রাইভেট আর্থার 'ডাচ' স্কালর্জও প্রস্তুত। তার

সতীর্থ প্রতিটি সেনার মতই তার মানসিক প্রস্তুতি। ডান কাঁধে তার ঝুলছে বিমানছত্র। সারা মুখ কালো হয়ে গেছে কাঠকয়লার ধোঁয়ায়। বিচিত্র কায়দায় কামানো তার চুল। কয়েক ঘণ্টা আগে জেতা আড়াই হাজার পাউণ্ডের মধ্যে মাত্র কুড়ি পাউণ্ড পড়ে আছে তার কাছে।

এর মধ্যেই তার এক দোস্ত প্রাইভেট জেরালড কোলাম্বি দৌড়ে এলো, 'ডাচ, কুড়িটা পাত্তি ছাড়ো তো—জলদি—'

'কেন ? আর তুমি তো ফুটেও যেতে পারো—' স্কালজ সন্দিগ্ধ।

'এটা দিচ্ছি তোমাকে—' কোলাম্বি তার হাত থেকে ঘড়ি খুলে ফেললো।

'ঠিক আছে—' 'ডাচ' তার শেষ নোট দুখানা বাড়িয়ে দিলো, ঘড়িটা নিয়ে।

কোলাম্বি ফিরে গেলো তার খেলায়। স্কালজ হাতঘড়িটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। সোনার কাজ করা ঘড়ি। কোলাম্বির নাম, আর তার মা-বাবার কিছু কথা খোদাই করা তাতে।

সেই মুহূর্তে কেউ চেঁচিয়ে উঠলো, 'নাও, তৈরী সবাই ? রওনা হওয়া যাক্।'

'ডাচ' তার মালপত্র নিয়ে যন্ত্রচালিতের মত বেরোলো হ্যাঙার থেকে।

ট্রাকে ওঠার মুহূর্তে কোলাম্বিকে দেখতে পেলো সে—চেঁচিয়ে ডাকলো, 'অ্যাই, তোমার ঘড়ি ফেরৎ নাও, আমার দুটো ঘড়ির দরকার নেই।'

ঘড়ি ফেরৎ দিয়ে দিলো ডাচ। এখন ডাচের কাছে রইলো তার মায়ের পাঠানো জপমালা। সে সেটা সঙ্গে নেবে ঠিক করলো।

ট্রাক ছেড়ে দিলো।

সারা ইংল্যাণ্ড জুড়ে চললো সেনাবতরণ। পথপ্রদর্শক বিমানগুলো আগেই বেরিয়ে গেছে। নিওবেরীর সদরে সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল ডুইট

ডি, আইসেনহাওয়ার দাঁড়িয়ে, সঙ্গে ক'জন সহযোগী আর জনা চারেক সাংবাদিক। বিমানগুলো উড়ে যাওয়া দেখছেন।

ঘণ্টাখানিক ধরে তিনি কথা বলেছেন এদের সঙ্গে। আক্রমণের ব্যাপারে আইক উদ্বিগ্ন। তাঁর সহযোগীদের ধারণা, আকাশপথের এই আক্রমণে মিত্রপক্ষের জীবন হানির সংখ্যা শতকরা আশি পর্যন্ত হতে পারে।

আইসেনহাওয়ার বিদায় জানালেন ম্যাক্সওয়েল টেলারকে। ১০১তম বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ টেলার—আইকের সেনাদের নেতৃত্বে থাকবেন। সোজা মাথা উঁচু করে হেঁটে গেলেন টেলার। সেই দিন বিকেলেই স্কোয়াশ খেলতে গিয়ে ডান হাঁটুর অস্থিবন্ধনীতে চোট পেয়েছেন তিনি, আর—এ ব্যাপারটা আইককে জানতে দিতে চান না। জানলে হয়তো তাঁর যাত্রা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আইসেনহাওয়ার দাঁড়িয়ে দেখছেন...বিমানগুলো রানওয়ে ধরে ছুটে ধীর গতিতে শূন্যে উঠে যাচ্ছে...একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে ...আকাশে সারিবদ্ধ হচ্ছে সেগুলো...

ফ্রান্সের মাটির দিকে পাড়ি দেবার আগে সেগুলোর শেষ গর্জন কানে এলো...এনবিসির-র সাংবাদিক 'রেড' মুয়েলার সর্বাধিনায়কের দিকে ফিরলেন—আইসেনহাওয়ারের চোখে জল...কয়েক মিনিট পরে চ্যানেলে নৌবহরের মানুষও শুনলো গর্জন...ক্রমেই বাড়ছে...স্পষ্ট থেকে হচ্ছে স্পষ্টতর...মাথার ওপর উড়ে গেলো সেগুলো...মিলিয়ে গেলো শব্দ।

'হার্নডন'-এর লেফটেনান্ট বারটো ফার, পর্যবেক্ষণকারী অফিসাররা আর এন-ই-এ'র যুদ্ধ সংবাদদাতা টম উল্‌ফ চোখ তুললেন আকাশ পানে···

শেষ সারিটিও উড়ে গেলো···একটা তৈল-স্ফটিক আলোর ঝলকানি মেঘগুলো ভেদ করে দেখা দিলো...টরে টক্কার ভাষায় তিনটে বিন্দু আর একটা সমান্তরাল রেখা...'ডি'···বিজয়ের প্রতীক।

রাত

উত্তরঘাটের শিক্ষিকা মাদাম এঞ্জেল লেভরাউ আস্তে আস্তে চোখ খুললেন। শোবার ঘরে আলো উপচে পড়ছে। বিছানার উলটো-দিকের দেয়ালে নিঃশব্দ লাল-সাদা আলোর ফুলঝুড়ি চলেছে। উঠে বসলেন মাদাম। স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। দেয়াল বেয়ে নামছে আলোর ঝরণাধারা। ঘুমের ঘোর পুরোপুরি কাটতে মাদাম বুঝলেন ব্যাপারটা—তাঁর ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নায় প্রতিফলন চলেছে আলোর...কান খাড়া করলেন মাদাম—বিমানের মৃদুমন্দ গর্জনও কানে আসছে। আসছে বিস্ফোরণের চাপা আওয়াজ, সঙ্গে কামানের ভারী শব্দও। দ্রুতপায়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন মাদাম। চোখ মেলে দিলেন উপকূলের সুদূর প্রান্তে...আকাশের গায়ে কাঁপা কাঁপা শিখা...এখানে, ওখানে।

মেঘের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে লাল আলোর ফালি। আরো দূরে নানাবর্ণ আলোর সমারোহ—কমলা, সবুজ, হলদে। মাদামের মনে হলো সাতাশ মাইল দূরের শেরবুর্গ সহরে আবার বোমা পড়ছে। নিজের সৌভাগ্যে স্বস্তি পেলেন মাদাম এই ছোট্ট নিরুপদ্রব গ্রামের অধিবাসিনী হওয়ার সৌভাগ্যে।

গায়ে ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলেন মাদাম। রান্নাঘর দিয়ে এগিয়ে খিড়কির দরজা খুলে বেরোলেন। না। বাগানে সবই ঠিক আছে। চাঁদের আলো আর ওই আলোর সমারোহ রাতকে দিন করেছে। কিন্তু পাশের ঝোপঝাড়গুলো শান্ত, নিঃশব্দ। লম্বা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে সেগুলো...

কয়েক পা এগোতেই মাদামের কানে এলো বিমানের গর্জন, কাছে...

চোখ তুললেন—সহরের দিকে উড়ে চলেছে। মাদাম ভয় পেয়ে গেলেন। এলোমেলো পায়ে ছুটে একটা গাছের নীচে দাঁড়ালেন। বিমানগুলো উড়ে আসছে দ্রুতগতিতে, অনেক নীচে নেমে উড়ছে। সঙ্গে শব্দ মিলিয়েছে বিমান-বিধ্বংসী কামনের গুরু আওয়াজ। কানে তালা লাগার উপক্রম হলো মাদামের। হঠাৎ ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ উঠলো মাদামের মাথার ওপরের আকাশে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুললেন বৃদ্ধা ওপর পানে·· বিমান ছত্রক নেমে আসছে, একটা ভারী জিনিষ বয়ে...মুহূর্তের জন্যে চাঁদ ঢাকা পড়লো। মিত্রপক্ষের প্রদর্শক বাহিনীর প্রাইভেট রবার্ট মারফি সশব্দে পড়লো মাটিতে। মাদামের কাছ থেকে বিশ গজ দূরত্বে পড়ে মারফি লাফিয়ে উঠলো। মাদাম পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। [যুদ্ধ সংবাদদাতা হিসাবে আমি মাদামের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, চুয়াল্লিশ সালের জুনে। ছেলেটার নাম বা বাহিনীর কোনো তথ্য জানাতে পারেন নি তিনি। তবে তিনশো পাউণ্ড ওজনের গোলা বারুদ ফেলে গেছে ছেলেটি, সে সব দেখিয়েছেন আমাকে। আটান্ন সালে যখন আমি যখন ডি-ডের অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার শুরু করি, এই বই লেখার জন্যে, মাত্র বারো জন প্রদর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়। তাদের একজন মারফি (এখন বোস্টনের খ্যাতনামা আইনজীবী)। আমাকে মারফি জানালেন, 'মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার জুতোয় গোঁজা ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে নিয়েছে মুক্ত করি ছত্রক থেকে। তখন কি জানি সেই সঙ্গে তিনশো পাউণ্ড গোলা বারুদও হারালাম। মাদামের সঙ্গে তাঁর বিবৃতি হুবহু মিলেছে, চোদ্দবছরের ব্যবধানেও।]

আঠারো বছরের যুবক মারফি ত্বরিতে উঠে ছুরি বের করে ছত্রক থেকে নিজেকে মুক্ত করলো। তারপরই মাদামকে দেখতে পেলো সে। ছেলেটিকে ভয়ার্ত মনে হলো মাদাম লেভরাউর। লম্বা, রোগাটে ছেলেটির সারা শরীরে যুদ্ধের ক্লান্তি। অবসন্নভাবে নুইয়ে

পড়েছে যেন। বৃদ্ধার আতঙ্কবিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে যুবক তার ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে মাদামকে স্তব্ধ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মাদাম দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে ফিরে গেলেন, তিনি নরম্যাণ্ডির মাটিতে প্রথম মার্কিন নাগরিকের অবতরণ প্রত্যক্ষ করলেন। ঘড়িতে সময় রাত বারোটা পনেরো।

মঙ্গলবার, ছ' জুন—ডি ডে শুরু হয়ে গেলা।

সারা এলাকা জুড়ে চললো অবতরণ। এদের ওপর দায়িত্ব 'ইউটা'-র পেছনে শেরবুর্গ উপদ্বীপের পঞ্চাশ বর্গমাইল বিস্তৃত এলাকায় 'অবতরণ-এলাকা' (Drop Zones) চিহ্নিত করা। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জেমস গ্যাভিন-এর পরিচালিত এক বিশেষ প্রতিষ্ঠানে অনুশীলনের ব্যবস্থা ছিলো এদের।

'নরম্যাণ্ডিতে নামার পর তোমাদের একজন সুহৃদই থাকবে, ঈশ্বর।' গ্যাভিন ওদের বলেছিলেন। বিপদজনক সব রাস্তাই ওদের বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতি এবং গোপনীয়তাই তাদের এই মহান ব্রতের পাথেয় এখন।

কিন্তু শুরুতেই বিপত্তি। বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে কাজ আরম্ভ হলো ওদের। ডাকোটা বিমানগুলো তাদের লক্ষ্যবস্তুর ওপর দিয়ে অসম্ভব দ্রুতগতিতে উড়ে গেলো, জর্মনদের কাছে সেগুলো লড়াকু বিমান মনে হলো। আক্রমণের আকস্মিকতায় তারা বেপরোয়া গুলিবর্ষণ শুরু করে দিলো।

প্রাইভেট ডেলবার্ট জোন্স আর তার সঙ্গীরা লাফিয়ে পড়ার আগে তাদের বিমানে গুলি লাগলো। গোলা বিমানের পাশ ভেদ করলেও তেমন ক্ষতি অবশ্য হলো না। অল্পের জন্যে বেঁচে গেলো জোন্স। প্রাইভেট অ্যাড্রিয়ন ডস-এর অভিজ্ঞতা আরো বিচিত্র—একশো পাউণ্ড ওজনের গোলাবারুদ ঘাড়ে করে নামার সময় তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। ছত্রক ঝাঁঝরা হয়ে গেলো ডস-এর। কিন্তু বেঁচে গেলো সে।

বিধ্বংসী গোলার প্রচণ্ডতায় অধিকাংশ বিমানের গতিপথ পরিবর্তিত হলো। একশোটার মধ্যে মাত্র আটত্রিশটি তাদের নিশানায় নামতে পেরেছিলো। মাঠে; বাগানে; জলায়, এমন কি ছোট্ট নদীগুলোতে নামলো ওরা। গাছ, ঝোপ আর বাড়ির ছাদও বাদ গেলো না। এদের অধিকাংশই অভিজ্ঞ ছত্রী, তবু তারা বিশৃঙ্খলার শিকার হয়েছে। তাদের মানচিত্র দেখায় ভুল থেকে গেছে। ওই এলোমেলো অবস্থায় অনেকে বোকার মত বিপদজনক কাজও করে ফেলেছে। ফ্রেডারিক উইলহেম তাদের একজন, নামার পর হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে সে। শত্রুপক্ষের এলাকায় পড়েছে একথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সে তার মার্কার বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে—সেটা চালু আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে। পরে নিজেই ভয় পেয়েছে আলোর তীব্রতায়···

ওরা নিজেরা ভয় পেয়েছে, ভয় পাইয়ে দিয়েছে নরম্যানদেরও।

জর্মনদের বিস্মিত করেছে, করেছে হতচকিতও। দুজন ছত্রী নেমেছিলো জর্মন ক্যাপটেন আর্নস্ট ডিউরিংয়ের সদরের সামনে। জায়গাটা ওদের 'অবতরণ' এলাকা থেকে পাঁচ মাইল দূরে!

ডিউরিং ওদের দেখে এতো দ্রুত পোষাক পালটে ফেলে ছিলেন যে জুতো উলটোপালটা হয়ে গিয়েছিলো! (ডি ডে-র শেষে অবশ্য তা ধরা পড়ে। বাইরে দু'টি ছায়ামূর্তি দেখে তিনি তাদের চ্যালেঞ্জ করেন। কোনো সাড়া না পেয়ে গোটা এলাকা জুড়ে চালালেন তাঁর 'স্মাইজার' সাব-মেসিন গানের ফোয়ারা। সুদক্ষ ছত্রী দুটি এরও কোনো জবাব দেয় নি, অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা। ডিউরিং সদরে ফিরলেন ঊর্ধ্বশ্বাসে, ফোনে বাহিনী কমাণ্ডারকে বললেন রুদ্ধকণ্ঠে, 'ফলস্‌সিমজেগার! ফলস্‌সিমজেগার!' (ছত্রীসেনা! ছত্রীসেনা)।

অন্যদের ভাগ্য কিন্তু তেমন সুপ্রসন্ন ছিলো না। প্রাইভেট মারফি ম্যাদামের বাগান থেকে বেরিয়ে সেন্ট মেরে এগলিশের দিকে চলেছে

লক্ষ্য তার অবতরণ-এলাকা। ডাইনে অদূরে গুলির আওয়াজ কানে এলো তার। পরে জেনেছে মারফি, তার অভিন্ন হৃদয় বান্ধব লেওনার্দ ডেভোরচ্যাককে গুলি করা হয়েছে। ডেভোরচ্যাক-এর প্রতিজ্ঞা ছিলো সে মেডেল জিতবে কাজ উদ্ধার করে, আর সেই হলো ডি ডে-র প্রথম মার্কিন বলি...

মারফির মত অনেককেই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বন্দুক, বিস্ফোরক বাতি আর রাডারের বিরাট বোঝা নিয়ে নিঃশব্দে পথ চলতে হয়েছে তাদের মিলিত হবার জায়গায় পৌঁছতে। হাতে মাত্র এক ঘন্টা সময়। কারণ মার্কিনী বিমান আক্রমণ শুরু হবে রাত একটা পনেরোতে।

নরম্যাণ্ডির পূর্ব সীমানায়—উপকূলে ভিড়লো ছ'টি বিমান বোঝাই ব্রিটিশ পথপ্রদর্শক সেনা, সঙ্গে রাজকীয় বিমান বহরের ছ'টি বিমান। তাদের মাথার ওপর আকাশ রক্ত লাল। কায়েন-এর অদূরে রানভিল-এর একাদশবর্ষীয় কিশোর অ্যালেইন ডোইও দেখেছে সে রক্তাভা... গুলির শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। দাঁড়িয়ে আছে সে—চিত্রার্পিত; মাদাম যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের খাটের দণ্ডে লাগানো প্রকাণ্ড ঘুংটিতে রংয়ের বাহার, অ্যালেইন তার পিতামহীকে ঠেলে তুললো, উত্তেজনা-কঠোর গলায় বলে উঠলো, 'ঠাকুমা, শীগগির ওঠো, কিছু একটা হচ্ছে—'

সেই মুহূর্তে অ্যালেইনের বাবা রেনে ডোই ঢুকলেন ঘরে, 'শীগগির জামাকাপড় পরে নাও সব—মনে হচ্ছে জোর বিমান আক্রমণ চলবে—'

বাপ আর ছেলে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলো—বিমানের ঝাঁক নামছে মাঠগুলোতে। দেখতে দেখতে রেনের হঠাৎ মনে হলো ওগুলো বিমান নয়, নইলে নিঃশব্দ কেন? ওগুলো গ্লাইডার। ছ'টি গ্লাইডার জনা ত্রিশ মানুষ নিয়ে নেমে আসছে, একটা বিরাটকায় বাদুড়ের মত দেখাচ্ছে এক একটা গ্লাইডার...

নামলো রানভিল থেকে পাঁচ মাইল দূরে। লক্ষ্য, কায়েন খাল আর ওর্নে নদীর তীর। দুটি সুরক্ষিত সেতু—একটি অন্যটিতে গিয়ে পড়েছে। ওই সেতু দুটিই লক্ষ্য গ্লাইডার বাহিনীর ছেলেদের, যে ছেলেরা এসেছে অক্সফোর্ডশায়ার ও বাকিংহ্যামশায়ার লাইট ইনফ্যানট্রি, আর রাজকীয় ইঞ্জিনিয়ারদের বিভাগগুলো থেকে। ওদের ওপর একটাই দায়িত্ব, সেতু দখল—শত্রু পক্ষকে পর্যুদস্ত করা। এ কাজটা সফল হলে কায়েন আর সাগরের মধ্যে অঞ্চলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে। বিঘ্ন সৃষ্টি হবে জর্মন 'বিশেষ' বাহিনী—প্যানজারদের। আক্রমণ এলাকায় তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে। অক্ষত অবস্থায় দখল নেবার নির্দেশ আছে, নাহলে অগ্রগতি হবে ব্যাহত। নিপুণতার সঙ্গে আকস্মিক আঘাত হানতে হবে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা ক'রে চললো গ্লাইডারের মানুষগুলো, চাঁদের আলো-ঝরা রাতে।···

কায়েন-খালের সওয়ারী ব্রেনগানার প্রাইভেট বিল চোখ বুজে আছে। ভয় তার গ্লাইডার গুলি খেয়ে মাটিতে ভেঙে পড়বে। কিন্তু না, চারদিকে কবরখানার নিস্তব্ধতা। একটাই আওয়াজ নিয়ে উড়ে চলেছে তারা—তাদের যন্ত্রের বাতাস কেটে চলার শব্দ। দীর্ঘশ্বাসের শব্দের সঙ্গে তুলনা চলে শুধু সে শব্দের। আক্রমণের নেতা মেজর জন হাওয়ার্ড দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। হুঁশিয়ারী ধ্বনিত হলো··· কথার শেষে আওয়াজ...দুলে উঠলো বিমান, হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে।

কে যেন বলে উঠলো, 'বেরিয়ে এসো হে তোমরা—'

হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো ওরা, কিছু দরজা দিয়ে—বাকিরা অন্য দিক দিয়ে। প্রায় একই সময়ে সামান্য দূরে নামলো অন্য দুটো গ্লাইডারও। মাটি ছুলো, নিঃশব্দে।

এখন লক্ষ্য: সেতু। ঝাঁপিয়ে পড়লো একসঙ্গে তারা লক্ষ্যবস্তুর ওপর। সেতুরক্ষাকারী জর্মনদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা নামলো, পাগলা গারদের ব্যস্ততা—আক্রমণের আকস্মিকতায় ঘোর কাটার আগেই।

তাদের দিকে ছুটে চললো যত বোমার ঝাঁক। যারা ঘুমিয়েছিলো তাদের ঘুম আর ভাঙলো না। বাকিরা হাতের কাছে যা পেলো তাই দিয়েই আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু দলবদ্ধ হবার আগেই গ্রে তার চল্লিশটা মানুষ নিয়ে তীরভূমির দিকে এগিয়ে গেলো। 'ভেরী' পিস্তল হাতে মুখোমুখি হলো জর্মন সান্ত্রী ওদের। লোকটার আগ্নেয়াস্ত্র থেকে আগুন ঝরার মুহূর্তে গ্রে'র ব্রেনগান তাকে স্তব্ধ ক'রে দিলো। আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়লো সেতুমুখে, সারা আকাশে! সান্ত্রীর গুলির শব্দ কয়েক শো গজ দূরের অর্নে সেতু-রক্ষাকারী জর্মনদের সতর্ক করতে পারলো না, সেখানেও শুরু হয়ে গেছে আক্রমণ!

তিনটি গ্লাইডারের দুটিই শুরু করেছে আক্রমণ। তৃতীয়টি মাইল সাতেক দূরে ডাইভস্ নদীতে নেমেছিলো, ভুল করে।

দুটি লক্ষ্যের পতন হলো। আক্রমণের ক্ষিপ্রতায় নাজীরাও অভিভূত। সেতুর ওপরে উঠলো স্যাপার বাহিনী (অগ্রবর্তী খননকারী) দেখলো, সেতু-ধ্বংসের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলেও, বিস্ফোরকগুলো যথাস্থানে নেই। কাছাকাছি এক কুটিরে সেগুলি পাওয়া গেলো।

পোড়ামাটির প্রস্তুতি ছিলো ওদের!

যুদ্ধশেষের নীরবতা নামলো। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক অনেকে। নিজের অস্তিত্তে সন্দিহানও। উনিশ বছরের কিশোর নেতা গ্রে তার প্লেটুন-লীডার ব্রাদারিজ-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। সেতুর কিছু দূরে তার অগ্রজ-প্রতিম সহযোগীর দেহ পড়ে আছে, এক কাফের সামনে। ফসফোরাস বোমার আঘাতে গলা মটকে গেছে তার…

কাছের এক পিলবক্স থেকে ল্যান্স কর্পোরাল এডওয়ার্ড ট্যাপেনডেন সাফল্য সংবাদ পাঠিয়ে দিলো—'হ্যাম অ্যাণ্ড জ্যাম'।

ডি ডের প্রথম লড়াই শেষ হলো।

প্রথম পর্যায়ের লড়াই—পনেরো মিনিটের লড়াই।

রাতের অন্ধকারে নরম্যাণ্ডির বিভিন্ন এলাকায় অবতরণ চললো। ইংল্যাণ্ডে দিনের আলোয় যে কাজগুলোর রূপায়ণ অসম্ভব, বিদেশের মাটিতে রাতের আঁধারে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায়…ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রদর্শক বাহিনীর ছেলেদের। আবহাওয়াও বাদ সাধলো। বাতাস বইলো··কুয়াশায় ঢেকে গেলো পথ। অবতরণের মুহূর্তে চললো গুলি। দিক পরিবর্তনে বাধ্য হলো অবতরণকারীরা, ফলে নিশানা থেকে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই অনেকদূর নামতে হলো তাদের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারে হারিয়ে গেলো নিশানা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল জায়গায় নেমেছে ওরা। ভারাবিল-এ তাদের অবতরণ মোটামুটি সঠিক হলেও, তাদের সাজসরঞ্জাম আকাশ-পথেই নষ্ট হলো। রানভিল-এর প্রদর্শকরাও নামলো লক্ষ্যস্থলের অনেক দূরে। সকলের চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হলো টুফরেভিল-এর বাহিনী। ওদের দলের দশ জন প্রদর্শকের মাত্র চার জন নিরাপদে নামতে পেরেছিলো। এদের একজন প্রাইভেট জেমস মরিসে তার ছ'জন সহযোগীকে শূন্যে ভেসে যেতে দেখলো…ডাইভস উপত্যকার দিকে চলেছে তারা। চাঁদের আলোয় ভয়াল উপত্যকার পরিবেশকে করেছে আরো ভয়ঙ্কর। জর্মনরা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ওই অঞ্চল জলপ্লাবিত করে রেখেছে—ওই ছ'জনকে আর দেখা যায় নি।

টুফরেভিল-এর অদূরেই নামলো মরিসে আর তার তিন সঙ্গী।

সমবেত হয়ে চললো ওরা তাদের কাজে—পর্যবেক্ষণে। আবার বিপত্তি—ল্যান্স-কর্পোরাল প্যাটরিক ও' সুলিভ্যান পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়ই অগ্নিদগ্ধ হলো। মরিসে আর অন্য দুজন তখন টুফরেভিল-এর শস্যক্ষেত্রে, সংকেত প্রেরণের কাজে নিযুক্ত। তবে, অল্পক্ষেত্রেই শত্রু মোকাবিলা করতে হয়েছে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের। কিন্তু আতঙ্ক ছিলো ছড়িয়ে, নৈঃশব্দ্য ছড়িয়ে ছিলো। অবতরণের সঙ্গে প্রত্যাশিত জর্মন-প্রতিরোধ অনুপস্থিত...দুঃস্বপ্নের

শিকার হতে হয়েছে ওদের। অলক্ষ্যে মুখোমুখি হতে হয়েছে নিজেদের মানুষের, বহুক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষকে শত্রুপক্ষ ভেবেছে।

নরম্যাণ্ডির সেই কাল রাতে, আঁধার ঘেরা খামারগুলোয়...নিদ্রিত গ্রামের উপকণ্ঠে অগ্রগামী বাহিনীর দুশো-দশটি সেনা তাদের অবস্থান-অংশ নিরুপনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। স্বদেশে প্রদর্শিত মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে চললো তাদের চিহ্নিতকরণের কাজ। হারিয়ে যাওয়া দলগুলো দিক্ নিরূপণের কাজে আত্মনিয়োগ করলো। ওদেরই অন্যতম ক্যাপটেন অ্যানটনি উইন ড্রাম প্রত্যক্ষভাবে সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন। অন্ধকারে ভুলপথে চালিতমোটর চালকের কায়দায় নিশানদণ্ড খাড়া করলেন। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললেন ঠাণ্ডা মাথায়—তাঁদের লক্ষ্যস্থল রানভিল মাত্র কয়েক মাইল দূরে···

হারিয়ে যাওয়া দলের দুজন জর্মন ৭১১তম বাহিনীর সদরের মাঠে নামতে বাধ্য হলো। বাহিনীর অধ্যক্ষ মেজর-জেনারেল যোশেফ রাইখার্ট তাস খেলছিলেন। বিমানের গর্জনে খেলা ফেলে সদলে বেরিয়ে এলেন তিনি, প্রদর্শক দুটির অবতরণের মুহূর্তে। দু'পক্ষের কারা বেশী বিস্মিত হয়েছিলো বলা শক্ত। জেনারেলের সম্বিত ফিরে এলো—নিরস্ত্র করার আদেশ জারী করলেন। ছেলে দু'টিকে তাঁর সামনে হাজির করা হলে বিকৃতগলায় শুধু প্রশ্ন করলেন, 'কোথেকে আসছো তোমরা?'

প্রদর্শকদের একজন, এই অবস্থায়ও যার রসবোধ অক্ষুণ্ণ—বললো, 'দুঃখিত কাকু, ভুল জায়গায় নেমে পড়েছি।'

এদের যখন জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মিত্রপক্ষের মুক্তিফৌজের সত্তর জন মার্কিন আর ব্রিটিশ ছত্রী ডি-ডের লড়াইয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে···রাতের আকাশ ভেদ ক'রে সঙ্কেতের আলো জ্বলে উঠছে দিকে দিকে···

অসংখ্য বিমান আর বোমার আওয়াজ মেজর ওয়ার্নার প্লাসকাটকে বছর দুই আগের রুশ সীমান্তে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। তাঁকে সহজাত প্রবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল করে তুলতে সাহায্য করেছে এই অভিজ্ঞতা। আধঘুমে আচ্ছন্ন প্লাসকাট টেলিফোন তুললেন, ডাকলেন তাঁর বাহিনী অধ্যক্ষ লেফটেনান্ট-কর্ণেল ওকার-কে, 'কি ব্যাপার কি?'

রাতের এই প্রহরে প্লাসকাটের ফোন ওকারকে খুসী করলো না। উত্তরে বরফঢালা গলায় বললেন, 'প্লাসকাট, কি ঘটছে আমরা এখনো জানি না, জানতে পারলে অবশ্যই তোমাকে খবর দেবো—'

সশব্দে রিসিভার নামিয়ে দিলেন ওকার। প্লাসকাট চোখ তুললেন, গত বিশ মিনিট ধরে বিমানগুলো লাল আকাশ চষে ফিরছে। অবিশ্রাম বোমা ফেলে চলেছে পূর্ব আর প'শ্চম উপকূলে। শুধু প্লাসকাট-এর এলাকাটুকু আশ্চর্য শান্ত। উপকূলের চার মাইল ভেতরে এট্রেহাম-এর দপ্তর থেকে পরিচালনা করছেন প্লাসকাট তাঁর বাহিনী—জর্মন ৩৫২তম ডিভিশান—সাকুল্যে বিশটি কামান। 'ওমাহা' সৈকতের অর্দ্ধেক অংশ জুড়ে যার বিস্তার।

প্লাসকাট অশান্ত।

বিভাগীয় দপ্তরের ফোন তুললেন এবার। গোয়েন্দা বিভাগের মেজর ব্লক তাঁর গলা পেয়ে জানালো, 'আর একটা বিমান আক্রমণের ব্যাপার আর কি, প্লাসকাট। তবে, এখনো সব কিছু পরিষ্কার নয়।'

বোকার মত প্লাসকাট রেখে দিলেন রিসিভার। ভাবলেন—তিনি কি খুব বেশী উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন? আর, তাছাড়া কোনো বিপদ সঙ্কেতও তো বাজে নি।

তবু প্লাসকাট সজাগ। নিদ্রা টুটে গেছে তাঁর। বিছানায় বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলেন। পায়ের কাছে চুপচাপ শুয়ে তাঁর জর্মন শিকারী কুকুর হ্যারাস।

প্লাসকাটের কানে বিমানের গুঞ্জন লেগে আছে। এর মধ্যেই ফোন

বেজে উঠলো। প্লাসকাট যন্ত্রচালিতের মত তুললেন রিসিভার, কর্নেল ওকারের গলা, 'উপদ্বীপে ছত্রীসেনা দেখা গেছে, তোমার লোকদের নিয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়ো। মনে হচ্ছে—আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্লাসকাট ক্যাপটেন লুডজ্ উইলকেনিং আর লেফটেনান্ট ফ্রিটজ থীনকে নিয়ে অগ্রগামী সদরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে হ্যারাস। পথে কোনো কথা হলো না। প্লাসকাটের চিন্তা ঃ তার বাহিনীর হাতে যা গোলাবারুদ মজুত, তাতে বড়জোড় চব্বিশ ঘণ্টা চলতে পারে। এ ব্যাপারে ক'দিন আগেও প্লাসকাট জেনারেল মার্কস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁর পরিদর্শনকালে। বলেছিলেন, 'যদি তোমার এলাকায় কোনদিন আক্রমণের আশংকা দেখা দেয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত রসদ পাবে তুমি।'

উপকূলের প্রতিরক্ষা এলাকায় পৌঁছে প্লাসকাট ধীর পায়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। গুপ্ত সদরের দিকে, কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা সারা পথ। ঢোকার রাস্তা একটাই, ছুদিকে বিস্ফোরকের আঁধার। একটা শ্লিট ট্রেঞ্চে নেমে বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে মেজের ঘোরানো সুড়ঙ্গ পথে একটা বড় বাঙ্কারে ঢুকলেন। প্লাসকাট দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন পর্যবেক্ষণ-যন্ত্রের দিকে। বাঙ্কারটা সৈকতের একশো ফুট উঁচুতে। নির্মেঘ দিনে এখান থেকে সেইনের উপসাগর চোখে পড়ে। শেরবুর্গ-এর অংশটুকু বাঁদিকে, ডাইনে লে হাভর।

আজ এই চাঁদনী রাতে, প্লাসকাটের সামনে সব কিছু পরিস্কার। সারা উপসাগরে চোখ বোলালেন প্লাসকাট। সামান্য কুয়াশা, কালো মেঘগুলো মাঝে মাঝে আড়াল করে দিচ্ছে চাঁদের আলো। কালো জলের বিস্তার। প্লাসকাটের চোখে অস্বাভাবিক কিছুই পড়লো না। আলো নেই, নেই শব্দ। অনেক—অনেকবার ঘুরলো যন্ত্র···না। কোনো জলযান নেই সৈকতে···

প্লাসকাট নেমে এলেন। থীনকে ডাকলেন ফোনে, 'না। কিছুই নেই' কথাগুলো শান্তস্বরে বলার চেষ্টা করলেও, প্লাসকাটের উত্তেজনা কাটে নি। এবার ডাকলেন ওকারকে, 'ওকার, আমি আপাততঃ এখানেই থাকছি। সন্দেহের ব্যাপারটা হয়তো ভুয়ো, কিন্তু—তবু কিছু ঘটতে পারে…'

নরম্যাণ্ডির বিভিন্ন এলাকায় সপ্তম বাহিনীর শাখাগুলোতে অস্পষ্ট, পরস্পরবিরোধী খবর ছড়িয়ে পড়লো। উচ্চপদস্থরা খবরের সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টায় উদ্যোগী হলেন।

হাতে সামান্যই সময়…এখানে সেখানে ছায়া ছায়া শরীর…ইতস্ততঃ গুলির শব্দ…গাছে গাছে ছত্রক…কিসের ইঙ্গিত?

পাঁচশো সত্তর নম্বর মিত্রপক্ষীয় ছত্রী নামলো, কিন্তু এই সংখ্যাই শত্রুপক্ষকে বেসামাল করে দেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত। অসম্পূর্ণ, টুকরো তথ্য, অসংগতও… অভিজ্ঞ সেনারা সন্দিহান হয়ে পড়লো। এত কাণ্ড হলো, কিন্তু পঞ্চদশ বাহিনীর দপ্তরে বিলম্বে পাওয়া খবরের তর্জমা হলো: 'বিস্তারিত খবর পাওয়া যায় নি।'

শুধু এইটুকু।

অতীতে এতো ভুয়ো খবর রটেছে যে সবাই যান্ত্রিকভাবে সতর্ক। কোম্পানীর অধ্যক্ষ বাহিনীর কাছে রিপোর্ট পাঠাবার আগে দুবার ভাবলেন। অবিরাম টহল চলেছে। একটা জিনিষ পরিস্কার—অস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কেউই বিপদ-সঙ্কেত পাঠাতে আগ্রহী নয়—যে সংকেতের জন্যে পরে মাশুল গুনতে হবে।…

সময় বয়ে চললো…

শেরবুর্গ উপদ্বীপের রেনেস-এ তিন জেনারেলের মধ্যে দুজন রইলেন মানচিত্র অনুশীলনে। তৃতীয় জন ৯১৩তম অবতরণ বাহিনীর জেনারেল ফ্যালে বেড়িয়ে পড়লেন। সপ্তম বাহিনীর নির্দেশ

ভোরের আগে দপ্তর ছাড়া নিষেধ, তবু ফ্যালে বেরোলেন। এবং এজন্যে তাঁকে জীবন দিতে হলো…

সপ্তম বাহিনীর দপ্তরে আর এক অফিসার নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন। সর্বাধ্যক্ষ কর্নেল-জেনারেল ফ্রেডরিচ ডলম্যান। মন্দ আবহাওয়ার জন্যেই সম্ভবতঃ ডলম্যান রাতের অনুশীলনপর্ব বাতিল করেছেন। চিফ-অফ-স্টাফ মেজর জেনারেল ম্যাক্স পেমসেলও বিশ্রামের উদ্যোগ করছেন। আর অন্য দিকে চলেছে জন্মদিনের এক পার্টিতে 'চমক-সৃষ্টির': সেন্ট লো-তে জেনারেল মার্কস-এর জন্মদিনে: প্রস্তাব—মেজর ফ্রিডারিচ হেন, (কোরের গোয়েন্দা শাখার দায়িত্ব যাঁর ওপর) সঙ্গে চিফ-অফ স্টাফ ফ্রিডারিচ ফন ক্রিগের্ন, আছেন আরো পদস্থরা। মধ্যরাত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকবেন তাঁরা জেনারেলের ঘরে! [ব্রিটিশ ডবল গ্রীষ্মকালীন সময়: রাত একটা।]

সকলের একটাই ভাবনা: (কঠোর স্বভাবের, বিকলাঙ্গ, একটা পা হারিয়েছেন জেনারেল রুশ সীমান্তে!) মার্কস-এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। নরম্যাণ্ডিতে জর্মন জেনারেলদের অন্যতম জনপ্রিয় মার্কস, কর্তব্যনিষ্ঠও। ব্যাপারটা ছেলেমানুষীর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে ভেবেও হেন তাঁর সঙ্গীরা উপভোগ করতে চাইছেন। জেনারেলের ঘরে ঢোকার মুহূর্তে কামানের আওয়াজ উঠলো। দৌড়ে বেরোলেন… মিত্রপক্ষের একটা বিমান জ্বলন্ত অবস্থায় পড়ছে…বিমান বিধ্বংসী কামানচালক সেনাদের উল্লাস কানে এলো…'আমরা ফেলেছি, আমরা…'

গির্জার মৃদুমন্দ ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মেজর হেন সদলবলে ঢুকলেন জেনারেলের ঘরে। মার্কস চশমার ফাঁক দিয়ে নরম দৃষ্টিতে তাকালেন। হেন-এর মনে পড়ে, 'আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়ালেন। কৃত্রিম পা'টি নড়ে উঠলো, হাতের এক বন্ধুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতে আশ্বস্ত করলেন সবাইকে। বোতল খোলা হলো। তিপান্ন বছরের জেনারেলকে ঘিরে যখন তার স্বাস্থ্য-কামনা পর্ব চলেছে, মাইল চল্লিশেক দূরে

ব্রিটিশ ছত্রীরা ফরাসী মাটিতে নামছে। সংখ্যায় তারা চার হাজার দুশো পঞ্চান্ন জন।

নরম্যাণ্ডির চাঁদের আলো-ঝরা রাতে মাঠগুলোতে ছড়িয়ে পড়লো শিঙা-ধ্বনি। বাতাসে ভেসে চললো দূর থেকে দূরান্তরে সে ধ্বনি। গাছপালার আড়ালে শিরস্ত্রাণে ঢাকা মাথাগুলো এগিয়ে গেলো মাঠের মধ্যে দিয়ে খাল বিল ডিঙিয়ে…লক্ষ্য এক, অভিন্ন। একই সুর। ব্রিটিশ ষষ্ঠ বিমান বাহিনীর রণডঙ্কা। র‍্যানভিল-এর দিক থেকে এলো সংকেত। পঞ্চম ছত্রীবাহিনীও এগোলো! মেজর হাওয়ার্ডের বাহিনীর সাহায্যে এগোতে হবে তাদের। দখল নিতে হবে র‍্যানভিল-এর।

এ' মিলনের পূর্ব নজীর নেই, কিন্তু আজ চাই গতি, সব কিছুই হবে তড়িঘড়ি। ষষ্ঠ বাহিনীর লড়াই চলেছে সময়ের সঙ্গে। ভোর সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে নরম্যাণ্ডির পাঁচটা উপকূলে নামবে ব্রিটিশ আর মার্কিন অগ্রগামী বাহিনী। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় হাতে।

জটিল কাজ ওদের সামনে, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে কাজ। কায়েন-এর পাহাড়-চূড়োর দখলও নিতে হবে! হবে অর্নে আর কায়েন-খালের সেতুর দখল নিতে। ডাইভস নদীর পাঁচটা সেতুর বিলুপ্তি ঘটানোও তাদের অন্যতম দায়িত্ব!

রুখতে হবে শত্রু সেনা—'বিশেষ' প্যানজার বাহিনী। কিন্তু সামান্য অস্ত্রশস্ত্র মূলধন করে এক বিরাট বাহিনীর সুপরিকল্পিত আক্রমণ রোধ করা অবাস্তব ব্যাপার। তাই সার্থকতার মান ছুঁতে হলে দ্রুত ও নিরাপদ সহায়তার প্রয়োজন। ট্যাঙ্ক-বিরোধী কামান আর বিশেষভাবে তৈরী বর্মভেদী অস্ত্রের অপেক্ষায় থাকতে হবে। একমাত্র পথ, নিরাপদ পন্থা—গ্লাইডার বাহিনী। তিনটে কুড়ি মিনিটে নরম্যাণ্ডির মাটিতে নামবে উনসত্তরটি গ্লাইডার। সেনা, যানবাহন

আর ভারী অস্ত্র নিয়ে নামবে সেগুলো।

সমস্যা থেকেই গেলো: বিরাটাকৃতি গ্লাইডার নামার পথ প্রশস্ত রাখা। অবতরণক্ষেত্রও হবে বৃহদায়তন। জ্যোৎস্নার জোয়ারে ভাসা রাতের গভীরে বনকে করতে হবে বৃক্ষশূন্য। আর সেই দুরূহ কাজটি সমাধা করতে হবে আড়াই ঘন্টা সময়ে।

আরও কাজ আছে। ষষ্ঠ বাহিনীর অন্যতম প্রধান কাজ মারভিল-এর উপকূল-রক্ষাকারী শক্তিশালী এক বাহিনীর বিলোপ সাধন। ‘সোড’ উপকূলে ওই বাহিনীর চারটে কামান মিত্রপক্ষের অবতরণ বাহিনীর কাছে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণও। কাজ উদ্ধার করতে হবে ভোরের আলো ফোটবার আগে, এবং এরই রূপায়নে নরম্যাণ্ডির মাটিতে নেমেছে তৃতীয় ও পঞ্চম ব্রিগেডের চার হাজার দু'শো পঞ্চান্ন জন ছত্রী। একটা বিরাট এলাকা জুড়ে চলেছে তাদের অবতরণ। হিসেবের ভুলে, আর বিমান বিধ্বংসীর তাড়া খেয়ে কিন্তু তাদের নামতে হয়েছে লক্ষ্যবস্তু থেকে অনেক—অনেক দূরে। আবহাওয়াও বাদ সেধেছে। মুষ্টিমেয় ক'জন ভাগ্যবান ছাড়া শ'য়ে শ'য়ে ছত্রী নামলো তাদের অবতরণ-এলাকা থেকে পাঁচ থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল ফারাকে!

তবু, সাড়া দিয়েছে শিডার প্রাগৈতিহাসিক আহ্বানে। ত্রয়োদশ বাহিনীর প্রাইভেট রেমণ্ড ব্যাটেন-এর কানেও গেছে আমন্ত্রণ। গভীর বনের মাঝে ব্যাটনকে নামতে হয়েছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। একটা গাছে আটকে গিয়ে ঝুলছিলো সে, মাটি থেকে পনেরো ফুট উচ্চতায়। কানে আসছে মেসিনগানের কটকট আওয়াজ...মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমানের গুঞ্জনও আসছে কানে। কোমর থেকে ছুরি বের করে দড়ি কাটতে যাবে ব্যাটেন, অদূরে ‘স্মাইজার’ মেসিন-পিস্তলের শব্দ উঠলো...ঝোপ ঠেলে কেউ এগোচ্ছে তার দিকে···ধীর পায়ে। ব্যাটেনের স্টেনগান নেই, নামার মুহূর্তে ছিটকে পড়েছে কোথাও! অসহায় ব্যাটেন ঝুলতে লাগলো—আগন্তুক

শত্রু না মিত্রপক্ষের, ভাবছে সে।

ব্যাটেন পরে বলেছে, 'লোকটা যেই হোক্, এগিয়ে আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলো সে, নিশ্চল থাকা ছাড়া আমার উপায় ছিলো না আর সেই মুহূর্তে। আমাকে মৃত ভেবে (আমার প্রার্থনা তাই ছিলো) চলে গেলো লোকটা।'

লোকটা চলে যেতেই ব্যাটেন নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিলো, কিন্তু তার দুর্ভাগ্যের শেষ হয় নি তখনো···বনের বাইরে এক ছত্রীর লাস পড়ে থাকতে দেখে সে...লোকটার ছত্রক সময়ে খোলেনি বলে আছড়ে পড়েছে। রাস্তায় পড়তে একটা লোক তার পাশ দিয়ে ছুটে গেলো, পাগলের মত তারস্বরে চিৎকার তার—'আমার সঙ্গীকে ধরেছে···সঙ্গীকে ধরেছে ওরা··'

ব্যাটেন মিলিত হলো তার সহযোগীদের সঙ্গে। তারা চলেছে 'সম্মেলন-স্থানের দিকে'। সেই দলেই একজন, ব্যাটেনের পাশে হাঁটছিলো সে, মানসিক স্থৈর্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে সে। লোকটা হেঁটে চলেছে, ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে নেই তার দৃষ্টি। ডান হাতে শক্ত করে ধরা বন্দুকটা নুইয়ে পড়েছে, ভ্রুক্ষেপ নেই!

নরম্যাণ্ডির সে রাতে ব্যাটনের মত অনেকেই হয়েছে কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন।

দ্বাদশ বাহিনীর বিশ বছরের যুবক প্রাইভেট কলিন পাওয়েলের অভিজ্ঞতা মর্মস্পর্শী। গুরুতর আহত এক ছত্রীকে দেখে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো সে। ছত্রীটি অনুনয় করে উঠলো, 'আমাকে শেষ করে দাও, প্লিজ—'

না। পাওয়েল পারে নি তাকে শেষ করে দিতে। লোকটাকে যতটা সম্ভব আরামে রেখে, দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়েছিলো সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে।

উপস্থিত বুদ্ধি অনেকের বাঁচার উপায় করে দিয়েছিলো সে রাতে। এর মধ্যে কেউ কেউ কৌতুককর অবস্থার সম্মুখীনও হয়েছে।

দৃষ্টান্ত : ১ম ক্যানাডিয়ো বাহিনীর মেজর ডোনাল্ড উইলকিন্স একটা কারখানার পাশ দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার সময় থমকে গেলো। সামনের উন্মুক্ত জায়গাটায় ক'টা মানুষ্ স্থির দাঁড়িয়ে। সটান শুয়ে পড়লো মাটিতে উইলকিন্স। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো সে—পরে অভিশাপ দিয়ে উঠে পড়লো। কাছে এগিয়ে গেলো—মর্মর মূর্তি দাঁড়িয়ে ক'টা।

প্রাইভেট হেনরি চার্চিলের অভিজ্ঞতাও জেনেছি : একটা ডোবায় এক সার্জেন্টকে হাঁটু জলে পড়ে উঠতে দেখে ওই পরিবেশেও মজা পেয়েছে। সার্জেন্ট উঠে এগোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, কারণ—বিপরীত দিক থেকে দু'টো মানুষকে এগোতে দেখেছিলো সার্জেন্ট—দ্বিধায় পড়েছিলো সে, এরা জর্মন না ব্রিটিশ? আরও কাছে আসতে বোঝা গেলো…ওরা জর্মন ভাষায় কথা বলছে…সার্জেন্টের স্টেনগান গর্জে উঠলো…

তবু, ডি ডে-র কয়েকটি মুহূর্তে মানুষের চেয়ে শত্রুতা করেছে প্রকৃতিই বেশী। রোমেলের ছত্রী-নাশ ব্যবস্থা মোটামুটি নিখুঁত। ডাইভ্স্ উপত্যকার উপচে পড়া জন্মভূমিতে পাতা আছে মৃত্যু ফাঁদ…

সাতশো ছত্রী দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছে, অবতরণ-এলাকা থেকে অনেক তফাতে নেমেছে তারা, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জলা জায়গায়। ডাইভ্সের মৃত্যুফাঁদে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। জানাও যাবে না কোনো দিন। যারা বেঁচে ফিরেছে তাদের বর্ণনায় জানা গিয়েছে—ফাঁদের আয়তন ছিলো : গভীরতায় সাত ফুট, চওড়ায় চার ফুট—আঠালো মাটিতে ভরা তলা। ভারী মালপত্র নিয়ে লড়াই চালিয়েছে। বাঁচার লড়াইয়ে কেউ কেউ—যারা পারে নি, তলিয়ে গেছে…২২৪তম ছত্রী বাহিনীর বহির্বিভাগীয় অ্যাম্বুলেন্স-এর প্রাইভেট হেনরি হাম্বারস্টোন অল্পের জন্য এই ফাঁদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। জলাভূমির কোমর জলে নেমেছিলো সে। নামার কথা ভারাভিল-এর ঘেরা ফলের বাগানে…ভারাভিল আর

তার মাঝে এখন শুধু জলাই নয়—ডাইভস নদীও রয়েছে···হাম্বারস্টোনের চারদিকে কুয়াশার মধ্যে চলেছে ভেককুলের সরব উল্লাস।

সামনে প্রবাহমান জলের শব্দ কানে আসতে এগিয়ে গেলো হাম্বারস্টোন। ডাইভস নদী পাড়ে এলো সে। পার হবার উপায় ভাবছে সে, অন্য পারে দুটি মানুষ দেখতে পেলো, ক্যানাডিয়ো বাহিনীর ছত্রী।

হাম্বারস্টোন গলা তুলে প্রশ্ন করলো···'কি করে পার হবো?'

'অসুবিধের কিছু নেই—' ওদের একজন জলে নেমে পড়লো, সম্ভবতঃ তাকে রাস্তা দেখাবার উদ্দেশ্যেই। মিনিটখানেক তাকে দেখতে পেলো হাম্বারস্টোন, পরে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে। কোনো চিৎকার নেই...তলিয়ে গেলো!

ষষ্ঠ বাহিনীর যাজক ক্যাপটেন জন গুইনেটও জলার সর্বনাশা ফাঁদের শিকার হতে চলেছিলো। নিঃসঙ্গ গুইনেট চারদিকের নৈঃশব্দে স্নায়বিক স্থৈর্য হারিয়েছিলো। কিন্তু এই ফাঁদ থেকে তাকে বেরোতে হবে। মারভিল-এর দখল নিতেই হবে তাকে। বিশ্বাস চাই...ভয়কে জয় করতে হবে।

ফাঁদ থেকে বেরোতে গুইনেট-এর লেগেছিলো সতেরো ঘন্টা।

নবম বাহিনীর কমাণ্ডার লেফটনান্ট কর্নেল টেরেন্স অটওয়ে অবতরণ এলাকা থেকে দূরে নামাতে ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর লোকেরা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে বলেই তাঁর ধারনা। রাতের গভীরে হেঁটে যেতে যেতে প্রতিক্ষণেই ছোট ছোট দলে তার দলের মানুষ পেলেন। এবার লক্ষ্য ঃ মারভিল। সেখানকার সেনাদলের মোকাবিলা করতে চাই গ্লাইডার বাহিনীর সহায়তা।...চলতে হবে বিস্ফোরক এলাকার মধ্যে দিয়ে। ...পনেরো ফুট উচ্চতার কাঁটা-তারের বেড়া টপকাতে হবে।...মেসিনগান বসানো পরিখার ওপর দিয়ে...

দুশো জর্মন সেনার এই প্রতিরোধ ব্যূহ দুর্ভেদ্য।

অটওয়ে কিন্তু তা মনে করেন না। মারভিল ধ্বংসের পরিকল্পনা

তার বিশদ নিখুঁতভাবে ছককাটা। কোনো ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। একশো ল্যাঙ্কাস্টার বোমারু দিয়ে ব্যূহ সম্পৃক্ত করতে হবে। গ্লাইডারে নামবে জীপ, ট্যাঙ্ক-নিরোধক কামান, আগুন-প্রক্ষেপক (flame throwers), বাঙ্গালোর টর্পেডো (বেড়া ধ্বংস করার বিস্ফোরক পাইপ সমৃদ্ধ), মাইন-উদ্ঘাটক, মর্টার, এমন কি হালকা ওজনের অ্যালুমিনিয়াম ঘড়ি। তারপর শুরু হবে আক্রমণ, এগারোটা দলে ভাগ হয়ে···

চুল-চেরা সময়ের ব্যাপার। প্রাথমিক দলটি চালাবে পর্যবেক্ষণ। পরের দল বিস্ফোরক উৎখাতের কাজ করবে। অবশেষে কামান।

অটওয়ে-পরিকল্পনার কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো—একই সঙ্গে সূচিত হবে মাটি, আর আকাশপথে আক্রমণ, অর্থাৎ পদাতিকরা আক্রমণ মুহূর্তে গ্লাইডার তিনটেও নেমে আসবে শত্রুপক্ষের সীমানায়। তবে মারভিল-এর কামানগুলোও তো আর নিশ্চুপ থাকবে না। আর অটওয়ের লোকেরাও মাত্র একটি ঘন্টা সময় পাবে, নামার পর। অটওয়ের নির্দেশ আছে, তাঁর সেনাদের দিয়ে কাজ হাসিল করা সম্ভব না হলে নৌ-কামানগুলো কাজে লাগাবে।

অটওয়ের কাজে সার্থকতা আসুক আর না আসুক, ভোর সাড়ে পাঁচটার আগে তাদের এলাকা ছেড়ে সরে যেতে হবে। এবং সংকেতের সঙ্গে শুরু হবে বোমাবর্ষণ।

মোটামুটি এই হলো পরিকল্পনা। কিন্তু অটওয়ে যখন পৌঁছলেন সম্মেলনের প্রান্তে, পরিকল্পনার প্রথম কিস্তি বানচাল হয়ে গেছে। নিশানা মাফিক একটি বোমাও পড়ে নি। ভুলের সংখ্যাও বাড়লো—গ্লাইডার আর আনুষঙ্গিক সাহায্যও এসে পৌঁছয়নি।

মেজর ওয়ার্নার প্লাসকাটের পর্যবেক্ষণ কিন্তু চলেছে। কিন্তু শ্বেতশুভ্র ঢেউয়ের ওঠানামা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। অস্বস্তি কমে নি প্লাসকাটের, তাঁর বদ্ধমূল ধারণা...কিছু একটা ঘটতে

চলেছে—চলছেও হয়তো। বাঙ্কারে পৌঁছনোর পর উড়ে-যাওয়া বিমানের সারি তাঁর চোখ এড়ায় নি! দূরে ডাইনে উড়ে গেছে সেগুলো। অনেকগুলো বিমান মনে হয়েছে তাঁর। প্রতিমুহূর্তেই আক্রমণের ঘোষণা নিশ্চিত করে বেজে উঠবে টেলিফোন, মনে করছেন প্লাসকাট। কিন্তু রিসিভার স্তব্ধ। ওকার-এর কাছ থেকে কোনো বার্তা আসে নি। প্লাসকাটের কানে আসছে শুধু একটাই শব্দ—বিমান গর্জনের শব্দ—কখনো জোরে কখনো বা আস্তে। পশ্চিম দিক থেকে আসছে শব্দ—লক্ষ্য ঃ শেরবুর্গ উপদ্বীপ।

প্লাসকাট বুদ্ধিহত। সহজাত প্রবৃত্তি বশে আবার চোখ মেলে দিলেন তিনি বাইরে—দূরে। উপকূল সম্পূর্ণ জনশূন্য—

সেন্ট মেরে এগলিসের আশে-পাশের এলাকা কেঁপে উঠলো। পৌরপিতা আলেকজার রেঁণোর মনে হলো সেন্ট মারকুঁ আর সেন্ট মার্তিন দ্য ভোরেভিল-এর মাটিও কাঁপছে। রেঁণো তার সহরের মানুষদের জন্যে চিন্তিত। চিন্তা নিজের পরিজনদের ঘিরেও। বোমার আওয়াজ বাড়তে আশ্রয় নিতে চললো বাড়ির লাগোয়া পরিখায়। দূরে কোথাও যাবার উপায় নেই, সান্ধ্যআইন জারী করা আছে। রাত একটা দশ মিনিটে রেঁণো পরিখার দিকে এগোলো, সঙ্গে তার স্ত্রী সিমোনে আর তিন ছেলে মেয়ে। সেই মুহূর্তেই দরজায় ব্যস্ত হাতের আঘাত পড়লো। রেঁণো এগিয়ে গেলো তাঁর ওষুধের দোকানের সদর দরজায়। দরজা খোলার আগেই বুঝলো ব্যাপারটা, জানলায় পড়েছে লাল আভা—পার্কের উল্টোদিকের বাড়িটা আগুন—লাল। মঁসিয়ে হাইরোঁর বাড়ি অগ্নিদগ্ধ—

দরজা খুললো রেঁণো। সহরের দমকল প্রধান সামনে দাঁড়িয়ে। কোনো ভূমিকা না করেই বললেন ভদ্রলোক, 'মনে হচ্ছে বিমান থেকে ছিটকে আসা গৃহদাহক থেকে ব্যাপারটা ঘটেছে—আগুন

দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সান্ধ্য আইন তুলে নেবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি—জলের দরকার—'

রেঁণো ছুটলো জর্মণ সদরে। কর্তব্যরত সাজেন্টকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলো পরিস্থিতির। সার্জেন্ট অনুমতি দিলো নিজের দায়িত্বে, সেই সঙ্গে রক্ষীদেরও নির্দেশ দিলো স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর লক্ষ্য রাখতে। রেঁণো এবার চললো ফাদার লুই রুলার সঙ্গে দেখা করতে। গির্জায় ঘণ্টাধবনির নির্দেশ জারী ক'রে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগলো, সাহায্যের হাত বাড়াবার অনুরোধ জানিয়ে। ঘণ্টা বেজে উঠলো—নগরের দিক বিদিক কাঁপিয়ে। দলে দলে মানুষ বেরিয়ে এলো, কারো পরণে রাত্রিবাস, আবার কেউ পোষাক পাল্টাবার সময়ও পায় নি। অল্পক্ষণের মধ্যেই শতাধিক নারী পুরুষ সারিবদ্ধ হয়ে জলের বালতি যুগিয়ে চললো। তাদের ঘিরে জনা ত্রিশেক জর্মনরক্ষী, রাইফেল আর স্মাইজারে সজ্জিত।

ফাদার রুঁলা রেঁণোকে একান্তে ডেকে নিলেন, 'কথা আছে। জরুরী কথা—' গির্জার পেছনে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন রেঁণোকে ফাদার। মাদাম লেভরাউ অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। রেঁণোকে দেখেই কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, 'একটা লোক আমার বাগানে নেমেছিলো!' রেঁণোর মাথায় এখন অনেক দায়িত্ব, বৃদ্ধাকে কোনোরকমে নিরস্ত করলো, 'কিছু ভাববেন না, মাদাম—বাড়ি যান। বাইরে বেরোবেন না—'

অগ্নিকাণ্ডের জায়গায় দ্রুত ফিরে গেলো রেঁণো। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পাশের বাড়িগুলোতে। রেঁণোর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। কাঠ হয়ে দাড়িয়ে—দমকলের উত্তেজন-কঠোর অগ্নিতপ্ত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে। দেখছে কর্তব্যনিষ্ঠ জর্মনরক্ষীদের। ঘনটাধবনি তখনো চলেছে—একটানা আওয়াজ চলেছে মিশ্র কলরবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এমন সময়ে কানে এলো আবার গুঞ্জন—বাড়ছে—সঙ্গে সঙ্গে সারা উপদ্বীপের

বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলো প্রস্তুতিমগ্ন হলো। সেনট মেরে-এগলিসের মানুষগুলো চোখ তুলে তাকালো আকাশপানে—অগ্নিদগ্ধ বাড়িটার কথা বিস্মৃত তারা···

কামানগুলো গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আকাশদানবের দাপটও বাড়লো—নেমে এলো সেগুলো—নীচে—আরো নীচে—এতো নীচে, যে—লোকে তাদের মাথা নামিয়ে নিতে লাগলো...রাতের আঁধারে বড় বড় ছায়া ফেললো বিমানগুলো। রক্তলাল আলো জ্বালিয়ে সারিবদ্ধ উড়ে চললো—আকাশপথের সর্ববৃহৎ বিমানসমাবেশ। সেনট মেরে এগলিসের অদূরে ছটি অবতরণ এলাকা তাদের গন্তব্য—মার্কিন ১০১ তম আর ৮৩তম বিমানবাহিনী নিয়ে গঠিত।

একটানা বেজে চলেছে ঘন্টাধ্বনি। বৈমানিকদের অনেকেই শেষবারের মত শুনছে এই ধ্বনি···ঝড়ো হাওয়ার দাপটে ভেসে চলেছে তারা সেই আগুনে নরকের দিকে—জর্মন বন্দুকের মুখে—

৫০৬তম রেজিমেন্টের লেফটেনান্ট চার্লস সান্তারসিয়েরো সেন্ট মেরে এগলিশে-র চারশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে দেখলেন আগুনের লেলিহান শিখা—মানুষের ইতস্তত: ছোটাছুটি—নরক—বিধ্বংসী কামানের মাঝে অবতরণকারী মানুষের হারিয়ে যাওয়া···

ছত্রী প্রাইভেট জন স্টীল বিমান থেকে শূণ্যে লাফ দিয়েই বুঝলো—এক অগ্নিদগ্ধ সহরের বিকে নেমে চলেছে সে। জর্মন সেনা আর ফরাসী অসামরিক লোকজনের ব্যস্ত ঘোরাফেরাও লক্ষ্য করলো সে। স্টীলের মনে হলো সবাই তার দিকেই তাকিয়ে, সেই আকর্ষণ সবার—পরমুহূর্তে একটা আঘাত পেলো সে—'ধারালো' ছুরির অনুভব—পায়ে গুলি লেগেছে তার। ভয় পেয়ে গেলো স্টীল, কিন্তু অসহায় সে,—তার ছত্রক তাকে নিয়ে চলেছে আপন খেয়ালে—পার্কের কোণে গির্জার চূড়োর দিকে চলেছে স্টীল···

গির্জার চূড়ায় তখন আর্নেস্ট ব্ল্যাঞ্চার্ড ঘন্টাধ্বনি কানে নিয়ে তার শেষ মুহূর্তগুলো শুনছে। সমস্ত পরিবেশটাই লাল আগুনের হলকার

তপ্ত। একটা বিস্ফোরণও হলো—একজন ছত্রী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো…ছেলেটির নিজের বহনকরা বিস্ফোরক পদার্থই সম্ভবতঃ তার প্রাণ নিলো। ব্ল্যাঞ্চার্ড আবার শূন্যে ভাসলো…আস্তে এগিয়ে চললো সে…একটা গাছের ওপর নামলো এবার। চারপাশের আওয়াজ আরও স্পষ্ট…মেসিন গানের অবিশ্রান্ত কট কটের মধ্যেও আর্তনাদ ভেসে আসছে—আমৃত্যু কানে লেগে থাকবে এ শব্দগুলো ব্ল্যাঞ্চার্ড-এর। ব্ল্যাঞ্চার্ড নিজেকে মুক্ত করে গাছ থেকে নেমে ছুটলো উর্ধ্বশ্বাসে, আতঙ্কে কাঁপছে সে—করাতে কখন তার বুড়ো আঙুলের মাথা উড়ে গেছে সে জানে না!

জর্মনদের আংশিক আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। মেরে এগলিসের মানুষ ভাবছে তাদের সহরই আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। প্রকৃতপক্ষে জনা ত্রিশেক ছত্রী নেমেছিলো সহরের কেন্দ্রে, আশে পাশে জনা বিশেক। কিন্তু এই সংখ্যাই শতাধিক জর্মন সেনার মনে ত্রাসের সৃষ্টি করলো। রেঁণোর মনে হলো জর্মনরাও হঠাৎ রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছে। নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে তারা—রেঁণো দাঁড়িয়ে দেখলো, পনেরো গজ দূরে একটা গাছে এক ছত্রী লটকে আছে। নিজেকে মুক্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সে। জর্মনদের দৃষ্টি পড়লো সেদিকে—রেঁণোর চোখে আজও সে দৃশ্য ভাসছে—আধ ডজন জর্মন মেসিন-গান চললো এক সঙ্গে—ঝাঁঝরা করে দিলো ছেলেটির সর্বাঙ্গ। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে একটা মানুষ কিন্তু অবিচল, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ভাগ্যের সঙ্গে—প্রাইভেট স্টীল। গির্জার চূড়োয় বসে সে—

কানে আর্তনাদ নিয়ে বসে আছে সে। ওইখান থেকেই দেখছে সে গুলি বিনিময়। তার আশপাশ দিয়েও ছুটে চললো গুলির ঝাঁক। স্টীল ভয়ে অনড়, নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় ছুরিটা হাত থেকে পড়ে গেলো তার। এখন বাঁচার একটাই পথ—মৃতের অভিনয় চালিয়ে যাওয়া। তার থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে একটা বাড়ির ছাদ

থেকে জর্মনরা দৃশ্যমান সব কিছুতেই গুলি চালাচ্ছে। স্টীলকে মৃত ভেবেই তার দিকে নজর দেয় নি তারা।

জর্মনদের হাতে বন্দী হবার আগে তাকে ওই অবস্থায় দুটি ঘণ্টা থাকতে হয়েছে! যন্ত্রণায় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে স্টীলের, কারণ তার মাথার ওপরে কয়েক ফুটের ব্যবধানে যে ঘণ্টা বেজে চলেছে, তার হুঁশই ছিলো না।

সেনট মেরে এগলিসের এই মুখোমুখি সাক্ষাৎকারকে মূল মার্কিন আক্রমণের প্রস্তাবনাও বলা যায়। কিন্তু ঘটনার পারম্পর্যে এই রক্তক্ষয়ী খণ্ডযুদ্ধ আকস্মিক। [ওই লড়াইয়ে কত মানুষ হতাহত হয়েছেন, জানতে পারি নি। কারণ সারা সহর জুড়েই চলেছে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ।]

মূল লড়াই শুরু হয়েছে পরে। এর মধ্যে দুটি এলাকা মিত্রপক্ষের দুই শরিককে আটকে রাখতে হয়েছে। একদিকে ব্রিটিশ, অপর দিকে মার্কিন। মার্কিন ছত্রীদের ওপরই সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করছে, যেহেতু 'ইউটা' উপকূলের দায়দায়িত্ব তাদের। আক্রমণ প্রতিরোধের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে রোমেলের কারিগরী-বিশারদেরা ডাভে নদী আর তার শাখা নদী মারডারাট ব্যবহার করেছে। শত্রুপক্ষকে সমুদ্রে আটকে রাখা ছাড়া জর্মনরা আর এক যুদ্ধনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে—পূর্ব উপকূলের পশ্চাৎবর্তী প্রায় বারো বর্গমাইল নীচু জমি তারা জলমগ্ন করে রেখেছিলো, নকল হ্রদ সৃষ্টি করেছিলো। ইউটা-ই এর প্রায় কেন্দ্রেই। চতুর্থ পদাতিক বাহিনীর সেনাদের ভেতরে ঢোকার একটাই রাস্তা রইলো—'বন্যা-প্লাবিত' এলাকার ভেতর দিয়ে পাঁচটা পাথরঢালা রাস্তা দিয়ে এগোনো। আর এগুলোর সমস্ত প্রবেশপথে জর্মন প্রহরা মজুত।

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকে ঘেরা উপদ্বীপের তিনদিকে তিনটি জর্মন বাহিনী। উত্তরে এবং পূর্বে ৮০৯তম রেজিমেন্ট, পশ্চিমের উপকূল পাহারায় আছে ২৪৩তম সেনাদল, এবং সম্প্রতি প্রেরিত ৯১৩তমটি

মধ্যবর্তী এলাকার দায়িত্বে নিযুক্ত। আর রয়েছে ক্যারেনটেনের দক্ষিণে জর্মন বাহিনীর অন্যতম শক্তিশালী শাখাটি : ব্যারণ ফন দার হাইড্টের ষষ্ঠ ছত্রী রেজিমেনট। উপকূলের নৌশক্তি ছাড়াও, লুফতওয়াফের বিমান-বিধ্বংসী শাখাগুলো মিত্রপক্ষের চল্লিশ হাজার সেনার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। নেতৃত্ব করছেন, মেজর-জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলার এবং মেজর জেনারেল ম্যাথিউ রিজওয়ে।

চতুর্থ বাহিনীর পথ প্রশস্ত করার জন্যে তাদের এই এলাকা দখল ও এক্তিয়ারে রাখার নির্দেশ দেওয়া ছিলো।

মানচিত্রে এই অংশটুকু একটা পায়ের ছাপ বলে মনে হয়েছে—একটা ছোট্ট চওড়া পায়ের তলা। বারো মাইল দৈর্ঘ্যে, পাশে সাত মাইল। তেরো হাজার সেনা পাহারা দিয়ে চলেছে, এবং এই এলাকার দখল নিতে হবে। সময়—পাঁচ ঘনটারও কম।

'ইউটা'-র পেছনে মার্তিন-দ্য-ভারেভিল-এর ছ'কামান ব্যাটারীর দখল নেবে টেলারের সেনা। সেই সঙ্গে ধ্বংস করবে পাঁচটি পাথর ঢাকা রাস্তারও। তালিকায় পূপে'ভল গ্রামটিও রয়েছে। রিজওয়ে-র দায়িত্ব বাকি অংশটুকু দখলের। ডাভে আর মারডারাট-এর সংলগ্ন এলাকার পারাপারের জায়গাটাও।

সেনট মেরে এগ্লিসেরও দখল নিতে হবে, প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে তার উত্তরের অংশে।

বিমান-বাহিত বাহিনীর ওপর আর এক গুরুদায়িত্ব অর্পিত। গ্লাইডার-অবতরণ এলাকাগুলোকে শত্রুমুক্ত করা, কারণ মার্কিনীদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে ব্রিটিশ গ্লাইডার। প্রথম দলটি নামবে ভোরের আগে, পরেরটি সন্ধ্যের মুহূর্তে। একশো গ্লাইডার নিয়ে বাহিনীটি নামবে ভোর চারটায়।

মার্কিনীদের প্রথম থেকেই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়েছে। ভুল জায়গায় নেমেছে অনেকে, সরঞ্জাম হারিয়েছে,

মানুষ হয়েছে নিখোঁজ। উপদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে বারো মিনিট লাগার কথা, সময়ে অবতরণ না করায় ইংলিশ চ্যানেলেই পড়লো বিমান। যাদের পশ্চিম উপকূলে নামার কথা, তারা নামলো পূবে। মারভারাট আর ডাভে-র প্রাণঘাতী জলায় নামলো।

আক্রমণের প্রথম দিকেই ঘটলো এইসব অঘটন।

১০১তম ছত্রীরা এমনই মৃত্যুর কবলে পড়লো। তাদের এক কর্পোরাল লুই মারলানো বালিয়াড়ীতে পড়লো। অদূরে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ আসছে। রোমেলের আক্রমণ-বিরোধী প্রতিবন্ধক চারপাশে—সারা 'ইউটা' উপকূল জুড়ে। কিছু পরে এক সম্মিলিত আর্ত চিৎকার ভেসে এলো চ্যানেলের দিক থেকে।

মারলানো পরে জেনেছে—তাদেরই দলের এগারো জন তলিয়ে যাচ্ছে। উঠে পড়লো মারলানো, যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরকের শিকার হতে পারে সে, জেনেও। কাঁটা-তারের বেড়া পেরিয়ে এগিয়ে গেলো মারলানো একটা ঝোপের দিকে। কিন্তু থামলো না সে, ঝোপে কেউ আছে। একটা দেয়াল বেয়ে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার উঠলো। চকিতে ঘুরলো সে—একজন আগুন-নিক্ষেপকারী (flame-thrower) ঝোঁপে ছুঁড়ে দিয়েছে তার আগ্নেয়াস্ত্র। সে আগুনের রেখায় তার সহকর্মীকে চিনলো সে। হতভম্ব মারলানো নেমে এলো মাটিতে।

চারিদিকে জর্মন কণ্ঠ সোচ্চার···মেসিন গানের আওয়াজও আসছে।

শত্রুপরিবেষ্টিত মারলানো মরণপণ লড়াই করবে। কিন্তু একটা কাজ তাকে আগে করতে হবে: সঙ্কেত-চিহ্ন সম্বলিত বইটি পকেট থেকে বের করলো সে। আগামী তিন দিনের সাংকেতিক-শব্দ মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলো একে একে ছিঁড়ে গলায় ফেলে দিলো সে।

মারভারাট আর ডাভে-র জলাভূমিতেও চললো অবতরণ। নানা বর্ণের ছত্রকের সঙ্গে বাঁধা সাজের ভারী ব্যাগগুলোর মাথায় জলছে

ছোট ছোট বাতি। একে অন্যের ঘাড় বাঁচিয়ে পড়ছে জলে। এদের অনেকেই হয়তো আর ওঠে নি। অন্যেরা হাবুডুবু খেয়েছে, একটু বাতাসের জন্যে ব্যাকুলতা।

যাজক ফ্রানসিস স্যাম্পসনও পড়েছিলেন জলায়। তাঁর মাথাটা শুধু জলের ওপরে ভেসে। সরঞ্জাম আর প্রবল বাতাসের ভারে নিশ্চল। শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে মুক্ত করেছেন নিজেকে স্যাম্পসম। ছত্রক মেলে আবার এগিয়ে চললেন, এবার অগভীর জলেও মিনিট কুড়ি, সেখানে হাঁফ নিলেন, ক্লান্ত স্যাম্পসন। পরে মেসিনগান আর মর্টার উপেক্ষা করে স্যাম্পসন এগোলেন সরঞ্জাম উদ্ধারে।

চ্যানেল আর 'বন্যার্ত' এলাকাগুলোর মধ্যে অসংখ্য জায়গায় মার্কিন সেনাদের আহ্বানে এবার আর শিঙা নয়, শুরু হলো ঝিঁঝিঁর ডাক—বাচ্চাদের খেলনা দিয়ে। একের উত্তরে দু'বার।

বেরিয়ে এলো সেনা···দলে দলে···গাছের আড়াল থেকে, খালবিল পেরিয়ে···

স্বয়ং ম্যাক্সওয়েল টেলারের সঙ্গে ঘটলো প্রথম দেখা তাঁরই বাহিনীর এক শিরস্ত্রানহীন অচেনা সেনার সঙ্গে।

দু'জনে পরস্পরকে কাছে টেনে নিলেন আবেগে। আঁধারে অচেনা মুখ দেখে অনেকে অস্বস্তি বোধ করেছে, পরে তাদের কাঁধে ছোট্ট মার্কিন পতাকা চিহ্নে আশ্বস্ত হয়েছে। এদের অনেকেই যুদ্ধ দেখেছে আগে—দেখেছে সিসিলিতে, স্যালেরনোতে। মিললো ৮২তম বাহিনী, ১০১তম-এর সেনাদের সঙ্গে—কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে লড়েছে তারা।

বিরাট ঝোঁপের সারি নিয়ে দাঁড়িয়ে মাঠগুলো—শব্দহীন, বিচ্ছিন্ন, রোমাঞ্চকর···এর প্রতিটি ছায়া, ডাল ভাঙার শব্দ আর মর্মরধ্বনিতে শত্রুতার পরশ।

এমনি এক ছায়ার জগতে পথ হারিয়ে ফেলেছে প্রাইভেট 'ডাচ' স্কাল্‌জ। ঝিঁঝিঁর ডাকের সাহায্য মিলো সে—পয়লা বারের শব্দেই

উত্তর এলো—মেসিন গানের কট কট শব্দ। মাটিতে শুয়ে পড়লো 'ডাচ', তার এম-ওয়ান রাইফেলের মুখটা ঘুরিয়ে ঘোড়া টিপে দিলো সে। না। হলো না। কিছুই হলো না, কারণ 'ডাচ' সেটাতে গুলি ভরতে ভুলে গিয়েছিলো। মেসিন-গান, আর একবার মুখ খুললো—'ডাচ' দ্রুতপায়ে এগিয়ে পাশের ঝোঁপে আশ্রয় নিলো। মাঠটা ভালো করে দেখে নিলো সে।

কাছেই ডাল ভাঙার শব্দ উঠলো, মুহূর্তের জন্যে ডাচ-এর হৃৎস্পন্দন থেমে গেলো বুঝি। অল্প পরে তার কোম্পানী—কমাণ্ডার লেফটেনাণ্ট জ্যাক ট্যালারডে-র মৃদুস্বর তাকে আশ্বস্ত করলো, 'কে, ডাচ নাকি?' স্কালজ তার দিকে ছুটে গেলো। মাঠ থেকে ওরা এক সঙ্গে বেরোলো।

ডাচ আর নিঃসঙ্গ নয়। ছোট্ট দলটি নিয়ে ট্যালারডে এগিয়ে চললো—খানিক দূরে এক দল মানুষের সম্মুখীন হলো ওরা।

ঝিঁঝির সংকেত জানালো ট্যালারডে, মনে হলো জবাবও এলো। সামনাসামনি হতে সব পরিস্কার হলো—ইস্পাত মোড়া শিরস্ত্রাণগুলো জর্মনদের চিহ্নিত করলো। এর পর যা' ঘটলো যুদ্ধের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব: একদল অপরের পাশ দিয়ে চলে গেলো, নিঃশব্দে। দুস্তর হলো ব্যবধান দুই দলের...আঁধারে বিলুপ্ত হলো, যেন কোনোকালেই অস্তিত্ব ছিলো না তাদের।

এমন অদ্ভুত সাক্ষাৎকার আরও ঘটেছে—ছত্রী সেনা আর জর্মন সেনাদের মধ্যে, সারা নরম্যাণ্ডি জুড়ে চলেছে বুদ্ধির খেলা। তৎপরতার, কে কার আগে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিতে পারে...

সেন্ট মেরে এগলিসে-র মাইল তিনেক দূরে লেফটেনাণ্ট জন ওয়ালাস মেসিনগান আগলে বসে থাকা এক জর্মন সান্ত্রীর ঘাড়ে প্রায় পড়ে গিয়েছিলেন। এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত—দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলো অনেকক্ষণ। জর্মন সেনাটিই প্রথম গুলি করলো।

না। ওয়ালাস-এর গায়ে লাগলো না সে গুলি। তার রাইফেলের

বাঁটে লাগলো। দু'জনে দু'দিকে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। একশো এক নম্বরের মেজর লরেন্স লেগেরে—কিন্তু শুধু কথার জোরে বিপন্মুক্ত হয়েছে। সেণ্ট মেরে এগলিসে আর 'ইউটা'-র মধ্যে দিয়ে চলেছিলো সে সদলবলে, সম্মেলন-স্থলের উদ্দেশ্যে।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে জর্মন ভাষায় হুঁশিয়ারী ভেসে এলো।

পেছনে তাকালো লেগেরে—তার সঙ্গীরা পিছিয়ে পড়েছে। জর্মন জানে না সে, কিন্তু ফরাসী মোটামুটি জানা। অনর্গল বলে চললো লেগেরে—জানালো সে বান্ধবীর সঙ্গে অভিসার পর্ব সেরে বাড়ি ফিরছে। সান্ধ্য আইন অমান্য করার জন্যে ক্ষমাও চাইলো। এবং কথার ফাঁকেই সে তার হাতবোমার ওপর থেকে 'আঠালো ফিতা' (adhesive tape) তুলে ফেললো। চোখের পলকে ছুঁড়ে দিলো সে বোমা, নিজেও লাফিয়ে সরে গেলো। জনা তিনেক জর্মন খতম হয়ে গেলো। 'ফিরে আমার বীর সহকর্মীদের দিকে এগোতে দেখলাম, তারা হাওয়ায় মিশে গেছে।' পরে বলেছে লেগেরে আমাকে।

এমনি করুণ রসসিঞ্চিত হাস্যোদ্রেককারী অনেক ঘটনার সাক্ষী সে রাত। সেণ্ট মেরে অদূরে আটশো তেত্রিশ নম্বরের ক্যাপটেন লাইল পুটনাম একা পড়ে গেলেন। মালপত্র ঠিক করে বেরোবার রাস্তা খুঁজছেন, দূরের এক ঝোঁপ থেকে কাউকে বেরোতে দেখলেন। সামান্য এগিয়ে পুটনাম মৃদুস্বরে সংকেত বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, 'ফ্ল্যাশ—প্রত্যুত্তরে শুনলেন 'থাণ্ডার' শব্দটি। নিস্তব্ধ দু'পক্ষ এবার। কিছু পরে পুটনামকে হতচকিত করে, লোকটা—'হে যীশু' চিৎকার দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

রাত দুটো। ছত্রীদের অধিকাংশই নেমেছে, এগিয়ে চলেছে তাদের লক্ষ্যে। ইউটা-র অদূরে ফুকারভিল তাদের লক্ষ্য। গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এই ঘাঁটি দখলে তাদের একটা পুরো কোম্পানী নিয়োগ করা দরকার, কিন্তু ক্যাপটেন ক্লিভল্যাণ্ড ফিটজেরাল্ডের সঙ্গে মাত্র

এগারোটি মানুষ। বারোটি মানুষই ফুকারভিল আক্রমণে দৃঢ়সঙ্কল্প। ডি ডে-তে পঞ্জীভুক্ত রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের সম্ভবতঃ সেটাই প্রথম ঘটনা। ক্ষণস্থায়ী লড়াই ফিটজেরাল্ডের ফুসফুসে গুলি লাগলো। পড়ার আগে আততায়ীকেও ফেললেন তিনি। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না, মার্কিনীদের এই ছোট্ট দলটিকে পিছু হঠতে হলো, রাত শেষের সাহায্য প্রত্যাশায়।

ওরা জানে না, মিনিট চল্লিশেক আগে ফুকারভিল-এ নেমেছে আরও ন'জন ছত্রী। এবং নামার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দীত্ব মেনে নিতে হয়েছে তাদের। আর, লড়াইয়ের কথা বিস্মৃত হয়ে তারা এই মুহূর্তে এক জর্মন সেনার মাউথ-অর্গ্যান বাজনার অনুশীলন শুনছে।

মিত্রপক্ষের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদেরও এই অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে—তাদের অধীনস্থরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ম্যাক্সওয়েল টেলারের সঙ্গে উচ্চপদধারীর ভিড়ই বেশী, সাধারণ সৈনিক দু'তিন জন মাত্র! রিজভয়ে মাঠের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে, পিস্তল হাতে। পরে বলেছেন, 'সঙ্গের লোকজনের দেখা না পেলেও শত্রুপক্ষের চিহ্নও ছিলো না।'

রিজওয়ের সহকারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জেমস গেভিন ('জাম্পিন্ জিম' বলে খ্যাত) সেই মুহূর্তে মারডারেটের জলাভূমিতে, তাঁর সমরসজ্জার উদ্ধারে ব্যস্ত। রাত শেষের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের তীব্রতা বাড়বে, গেভিন জানেন, তাই হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে ভাবনা চলেছে তাঁর—আহত সেনাদের ভাবনা। ঘণ্টাখানেক পরে জলার ধারে লাল-সবুজ বাতির ঝলকানি নজরে পড়তে লেফটেনান্ট হিউগো অলসনকে পাঠালেন সেদিকে, ব্যাপারটা বুঝতে। অলসনের ফিরতে দেরী হচ্ছিলো, গেভিনের উৎকণ্ঠা বাড়ছে।

অলসন ফিরলো, সারা অঙ্গে কাদা তার। খবর: রেললাইন আবিষ্কার করেছে যে—একটা বড় বাঁধের ওপর দিয়ে গেছে লাইন। সেই রাতের প্রথম শুভ সংবাদ। গেভিন যতটুকু জেনেছেন, এই

জেলায় একটাই রেলপথ—শেরবুর্গ-ক্যারেনটান সংযোগকারী পথ। মারডারাট উপত্যকা ছুঁয়ে গেছে। জেনারেল স্বস্তি বোধ করলেন, তাঁদের অবস্থিতির জায়গাটা তো জানা হলো…

অন্যদিকে সেন্ট মেরে এগলিসের উত্তর প্রবেশপথ যার দখলে থাকার কথা—সেই মানুষটা যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় পড়ে আছে এক আপেল-বাগানে, নাম বেঞ্জামিন ভ্যাণ্ডারভুর্ট। বিরাশি নম্বর বাহিনীর এই অফিসারটি লাফাবার সময়ে পায়ের গোছে আঘাত পেয়েছেন কিন্তু মনোবল তাঁর অটুট—লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

পুটনাম এলেন তার কিচিৎসায়। পরীক্ষা করলেন না। পা, ভেঙে গেছে। জুতো পরার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন ভ্যাণ্ডারভুর্ট। অনুমতি পেয়ে পায়ে গলিয়ে রাইফেলটাকে ক্রাচ বানালেন উলটো দিকে ধরে, 'আচ্ছা, তাহলে এগোনো যাক্।'

বেরিয়ে পড়লেন ভ্যাণ্ডারভুর্ট।

পূর্বের ব্রিটিশ ছত্রীদের মতই, মার্কিনীরাও দুঃখ, সুখ, ত্রাস আর যন্ত্রণার মিশ্র অনুভব নিয়ে শুরু করলো তাদের কাজ, যে কাজের জন্যে নরম্যাণ্ডিতে এসেছে তারা…

শুরু হলো প্রথম পর্যায়ের ডি ডে-র লড়াই। আঠারো হাজার সৈনিক—ব্রিটিশ মার্কিন আর ক্যানাডিয়ো সেনা মিলে। পাঁচটা আক্রমণ সৈকত জুড়ে চলেছে তাদের অবতরণ। দিগন্ত ছাড়িয়ে এগিয়ে আসছে পাঁচ হাজারী জাহাজের নৌবহর। পুরোভাগে ইউ এস এস বেফিল্ড-এ আছেন মার্কিন নৌবহরের সর্বাধ্যক্ষ রিয়ার অ্যাডমিরাল ডি পি মুন। বেফিল্ড 'ইউটা'র সৈকতের বারো মাইলের মধ্যে এসে গেছে, নোঙর ফেলার তোড়জোড় চলছে। বিরাট আক্রমণ পরিকল্পনার জট খুলতে আরম্ভ করেছে…জর্মনরা কিন্তু নীরব, নীরব অনেক কারণেই।

মন্দ আবহাওয়া, পর্যবেক্ষণ বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তাই দায়ী এর জন্যে। নির্দেশের অসাম্য গোপন বার্তা গ্রহণেও ব্যর্থতা এসেছে। রাডার

বস্তুগুলোও তাদের কাজ করে নি। একটা মাত্র কেন্দ্রের রিপোর্ট পাওয়া গেলো : 'চ্যানেলের অবস্থা স্বাভাবিক।'

ছত্রীদের প্রথম দলটা নামার পর দু' ঘন্টা কেটে গেছে। এবং এই প্রথম জর্মন সেনানায়কেরা উপলব্ধি করতে শুরু করলেন—নরম্যাণ্ডির মাটিতে একটা কিছু ঘটতে চলেছে। বিক্ষিপ্ত খবরও আসতে শুরু করেছে—রোগীর চৈতন্যোদয়ের মত জর্মনরা জাগতে আরম্ভ করলো···

একটা লম্বা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে জেনারেল এরিখ মার্কস। ফৌজী মানচিত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ তাঁর। পাশে ভীড় করে সহযোগীরা। এঁরা জন্মদিনের পার্টির পর থেকে গেছেন। তাঁরাও ঝুঁকে পড়ে মানচিত্র দেখছেন। গোয়েন্দা বিভাগের মেজর ফ্রিডরিচ হেন-এর মনে হয়েছে মার্কস লড়াই আসন্ন ভেবেই তৎপর হয়েছেন। ফোন বেজে উঠলো...মার্কস রিসিভার তুলে নিলেন ; হেন-এর মনে পড়ে, উনি শুনতে শুনতে শক্ত হয়ে গেলেন ··

এক্সটেনশান রিসিভার তুলতে ইঙ্গিত করলেন। ফোন করছিলেন সাতশো ষোলো ডিভিশানের কমাণ্ডার মেজর জেনারেল উইলহেম্ রাইস্টার, কায়েন-এর সৈকত যাঁর নিয়ন্ত্রণে।

অর্নের পূব দিকে ছত্রীরা নেমেছে ব্রেভিল আর র‍্যানভিল-এর আশে পাশে, ব্যাভেন্ত বনের উত্তরেও... রাইস্টার-এর গলা ভেসে এলো।

আক্রমণের সরকারী ঘোষণা জর্মন সরকারী দপ্তরে এই প্রথম। হেন তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, 'আমাদের কাছে খবরটা বজ্রপাতের সামিল—' সময় তখন রাত দু'টো এগারো। মার্কস সঙ্গে সঙ্গে মেজর জেনারেল পেমসেলকে ডাকলেন ফোনে। পেমসেলও তাঁর বাহিনীকে চরম প্রস্তুতির নির্দেশ জারী করলেন। ভারলেঁইয়ের দ্বিতীয় বার্তাটি প্রচারিত হয়েছে চার ঘনটা হয়ে গেছে।

অবশেষে, সপ্তম বাহিনীকে সতর্ক করা হলো। পেমসেল কোনো ঝুঁকি নিলেন না। সপ্তম বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ কর্নেল জেনারেল ফ্রিডরিচ্ ডলম্যানকে ঘুম থেকে তুললেন ফোনে—'জেনারেল, মনে হচ্ছে আক্রমণ সুরু হয়ে গেছে, আপনি এখুনি চলে আসুন—'

রিসিভার নামিয়ে দিয়ে পেমসেল-এর মনে পড়লো, কাসাব্লাঙ্কার প্রতিনিধির কাছ থেকে পাওয়া সরকারী ইস্তাহারের কথা—নরম্যাণ্ডিতে আক্রমণ শুরু হবে ছ'ই জুন, এ কথা পরিস্কার জানিয়েছিলো সে। পেমসেল ডলম্যানের অপেক্ষায়, চুরাশি নম্বরের কোরের কাছ থেকে এক বার্তা এলো—'ছত্রীরা মন্তেবুর্গ আর সেনট মারকুফ-এ (শেরবুর্গ উপদ্বীপে) নামছে—যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।'

[আক্রমণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবশ্য মতভেদ আছে, নির্দেশনামা জারীর ব্যাপারেও]

রাত দুটোয় পেমসেল রোমেলের চিফ-অফ-স্টাফ মেজর জেনারেল ডঃ হ্যান্স স্পাইডেলকে ডাকলেন। একই সময়ে পঞ্চদশ বাহিনীর সদরে হ্যান্স স্পাইডেলকে ডাকলেন। একই সময়ে পঞ্চদশ বাহিনীর সদরে হ্যান্স ফন সালমুটও প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধানরত। যদিও তাঁর বাহিনীর মূল অংশটাই বিমান আক্রমণের এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে—একটা ডিভিশান থেকে গেছে অর্নে নদীর পূবে। সপ্তম আর পঞ্চদশ বাহিনীর সম্মিলিত সেনাদল, পরিচালনা করছেন—মেজর জেনারেল যোশেফ রাইখাট।

অনেকগুলো বার্তা পাঠানো হলো তাঁর দপ্তর থেকে, তারই একটিতে বলা হলো 'কাবুর্গ সদরের অদূরেই ছত্রীরা নেমেছে।' দ্বিতীয়টিতে, কম্যাণ্ডের চতুর্দিকে লড়াই চলছে।' সালমুট নিজেই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন, রাইখাটকে ডাকলেন, 'ওখানে কি হচ্ছেটা কি?'

রাইখাটের ক্লান্ত জবাব এলো, 'স্যর, আপনি নিজেই শুনুন—সামান্য নিস্তব্ধতার পর মেসিনগানের বিরামহীন কটকটানি কানে এলো

সালমুটের।

'ধন্যবাদ,' রিসিভার রাখলেন সালমুট। আর্মি গ্রুপ 'বি'কে ডেকে ঘটনাটা জানিয়ে দিলেন তিনি। রোমেলের দপ্তরে আক্রমণের খবরটা পেমসেল আর সালমুটই জানান। তা হলে এই কি সেই বহুপ্রতীক্ষিত আক্রমণ? গ্রুপ বি কিন্তু এটা স্বীকার করেন নি। বিমান-বাহিত ছত্রীদের নামার খবরে রোমেলের নৌ-বিভাগীয় সহকারী ভাইস-অ্যাডমিরাল ফ্রিডরিচ রুগের প্রতিক্রিয়া, 'লোকের ধারণা, ছত্রীর পোষাকে পুতুল নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো।' মন্তব্য যিনি বা যাঁরাই করে থাকুন, ঘটনাটা অংশত সত্য। জর্মনদের বিভ্রান্ত করবার জন্য মিত্রপক্ষের বিমানগুলো থেকে শ'য়ে শ'য়ে রবারের মেকী (Dummmy) ছত্রী নামিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। নরম্যাণ্ডির আক্রমণ এলাকার দক্ষিণে নামানো হয়েছিলো সেগুলোকে। প্রত্যেকটির সঙ্গে বাঁধা আগুন-পটকা, মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো ফেটেছে। বিভ্রম ঘটেছে—হাতাহাতি লড়াইয়ের বিভ্রম। তিন ঘনটারও বেশী সময় এই 'মেকী' ছত্রীরা মার্কসকে ধোঁকা দিয়েছে। মার্কস ভেবেছেন তাঁর সদর থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লেসেতে নেমেছে ছত্রীবাহিনী।

বিচিত্র, বিভ্রান্তিকর সব খবর আসতে লাগলো ফন রুণ্ডস্টেডের রোমেলের লা রোশে গুয়োঁর দপ্তরেও। অধিকাংশই তার অশুদ্ধ, অবোধ্য, এবং বলাবাহুল্য পরস্পরবিরোধীও।

প্যারির লুফতওয়াফ সদর ঘোষণা করলো, 'পঞ্চান্ন থেকে ষাটটি দু'ইঞ্জিনওলা বিমান শেরবুর্গ উপদ্বীপের ওপর নামছে, এবং ছত্রীরা কায়েন-এর কাছে নেমেছে।'

অ্যাডমিরাল থিওডোর ক্রাঙ্কের দপ্তরও ব্রিটিশ ছত্রীদের অবতরণ স্বীকার করলো। তাদের উপকূলীয় বাহিনীর অদূরেই তারা নেমেছে, এটাও জানালো। সেই সঙ্গে এও জানালো, কিছু 'মেকী'ও আছে দলে।

কোনো বার্তাতেই কিন্তু মার্কিনীদের অবতরণের কোনো উল্লেখ নেই। একই সময়ে 'ইউটা' সৈকতের অদূরে সেনট মারকুফ-এর প্রতিরক্ষা দপ্তরে জানালো, জনা বারো মার্কিন সেনা ধরা পড়েছে। দুটি দপ্তরেরই অফিসারেরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাবেন মানচিত্রের লাল বিন্দুগুলোর মূল্যায়নের। আর্মি গ্রুপ বি-র কর্তারা ওবিয়েস্টের প্রতিপক্ষদের ডাকলেন, পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাও চালালেন—এবং যে সিদ্ধান্তে এলেন তাঁরা, তা—যা ঘটেছিলো তার তুলনায় হাস্যকর।

সপ্তম বাহিনী কিন্তু এর সঙ্গে একমত হতে পারে নি। রাত তখন তিনটে। পেমসেল বুঝলেন, নরম্যাণ্ডির অভ্যন্তরে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। তাঁর মানচিত্রে ছত্রীদের নিশানা রয়েছে—

সপ্তম বাহিনীর এলাকার দু'দিকেই শেরবুর্গ উপদ্বীপে, অর্নের পূর্বে। শেরবুর্গের নৌ-দপ্তরগুলো থেকেও আশঙ্কাজনক খবরও আসতে শুরু করলো। রাডার আর শব্দ-তরঙ্গ যন্ত্রে ধরা পড়লো—সেইন উপসাগরে শত্রুপক্ষের নৌযানের উপস্থিতি।

আক্রমণ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন পেমসেল। স্পাইডেলকে ডাকলেন তিনি, 'অবতরণের ব্যাপারটা, মনে হচ্ছে শত্রুপক্ষীয় আক্রমণের প্রথম পর্ব। জলের দিক থেকে যান্ত্রিক আওয়াজ আসছে।'

কিন্তু পেমসেল ব্যাপারটা স্পাইডেলের কাছে বিশ্বাস্য করে তুলতে পারলেন না। উত্তরে স্পাইডেল জানালেন, 'ব্যাপারটা এখনো আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ।'

এই সময়ে তিনি পেমসেলকে আর যা বলেছিলেন তাও লিপিবদ্ধ আছে: গ্রুপ বি-র চিফ অফ স্টাফের মতে: 'এটা কোনো বড় রকমের জঙ্গী কার্যকলাপ বলে মনে করার কারণ নেই।'

পেমসেল আর স্পাইডেল যখন কথোপকথনে ব্যস্ত, আঠারো হাজার বিমান-বাহিত ছত্রীসেনার শেষ দলটি তখন শেরবুর্গ উপসাগরে নেমে আসছে। ঊনসত্তরটি গ্লাইডারে উড়ে আসছে মানুষ; বন্দুক আর

গোলাবারুদের সমারোহ নিয়ে। গন্তব্য র‍্যানভিল। নরম্যাণ্ডির পাঁচটি সৈকতের বারো মাইল দূরে নোঙর করলো 'অ্যানকন'। টাস্ক্ ফোর্ট 'ও'-র সদর। নেতৃত্বে রিয়ার অ্যাডমিরাল জন হল। পেছনে সারিবদ্ধ জাহাজ, মানুষ বয়ে আনছে...'ওমাহা' সৈকতে তাদের কর্তব্য সাধন করতে···

লা রোশে গুয়েঁ কিন্তু নিস্তব্ধ। আক্রমণের পদধ্বনি পৌঁছয় নি সেখানে। প্যারি-তে ওবিওয়েস্ট অবশ্য স্পাইডেলের আশংকার কথা স্বীকার করে! রুণ্ডস্টেডের অপারেশান অফিসার লেফটেনান্ট জেনারেল বোডো জিমারম্যান স্পাইডেলের সঙ্গে পেমসেলের কথোপকথনের ব্যাপারটাও উল্লেখ করেছেন, বার্তাও পাঠিয়েছেন সেই মর্মে, 'অপারেশান্স ওবিওয়েস্ট মনে করে এটা কোনো বড় রকমের বিমান আক্রমণে নয়, কারণ। চ্যানেলের নৌ-আধিকারিক (ব্ল্যাকের সদর) জানিয়েছেন—শত্রুপক্ষ 'মেকী' নামিয়েছে।'

এদের দায়ী করা যায় না। কারণ—তারা লড়াই-ক্ষেত্র ফেলে অনেক দূরে। কাজেই তথ্যই তাদের সম্বল। আক্রমণ যদি সত্যিই শুরু হয়ে থাকে তাহলে তার লক্ষ্য কি নরম্যাণ্ডি? এ ধারণা শুধু সপ্তম বাহিনীর নায়কদের। তাহলে ছত্রীরা কি জর্মনদের মূল ঘাঁটি থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেবার জন্যে এসব করছে? পাস-দ্য-কালেই কি মূল আক্রমণ লক্ষ্য!

অন্যদিকে পঞ্চদশ বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল রুডলফ্ হফম্যান তাঁর এলাকায় আক্রমণ ঘটবে এ সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত। বাজিও ধরেছেন পেমসেলের সঙ্গে এ ব্যাপারে। পেমসেল বলেছেন, 'এই বাজিতে তুমি হারবে—'

অথচ গ্রুপ বি বা ওবিওয়েস্টের হাতে কোনো প্রামাণ্য তথ্য এখনো নেই। আক্রমণের সম্ভাব্য লক্ষ্যস্থলগুলোর (উপকূলে) রদবদল হলো। অপেক্ষা চললো নতুন তথ্যের। করার কিছু নেই···

খবর কিন্তু সারা নরম্যাণ্ডিতে ছড়িয়ে পড়লো। সমস্তা বাহিনী প্রধানদের ঘিরেই—তাঁদের অনেকেই রেনে যাত্রা করেছেন ইতিমধ্যে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলো না—একজন, লেফটেনান্ট জেনারেল কার্ল ফন শ্লাইবেন আর অন্যজন মেজর জেনারেল উইলহেম্ ফ্যালে। শেরবুর্গ উপদ্বীপের দুই সমরনায়ক। শ্লাইবেন রেনেতে তাঁর হোটেলে নিদ্রামগ্ন। ফ্যালে চলেছেন সেখানে মোটরে তখন।

পশ্চিমের নৌ-অধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল ক্র্যাঙ্কে বোদোতে পরিদর্শনে বসেছেন। তাঁর চিফ অফ স্টাফ হোটেলে তাঁর ঘরে ঢুকলেন, 'কায়েন-এর কাছে ছত্রীরা নামছে কিন্তু ওবিওয়েস্টে জানাচ্ছে এটা নাকি আসলে আক্রমণ নয়। আমরা কিন্তু জাহাজ দেখছি মনে হচ্ছে, আক্রমণ শুরু হয়েছে—'

ক্র্যাঙ্কে তৎক্ষণাৎ তাঁর অধীনস্ত ক'টি নৌবহরকে সতর্ক করে দিয়ে প্যারিতে সদরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ক্র্যাঙ্কের নির্দেশ যাদের কাছে পৌঁছলো, তাদের মধ্যে লা হাভর-এর কর্তব্যরত জর্মন নৌবহরের কিংবদন্তী, লেঃ কমাণ্ডার হেনরিচ্ হফম্যান অন্যতম। ই-বোটের কমাণ্ডার হিসাবেই খ্যাতি তাঁর। যুদ্ধের গোড়া থেকেই তাঁর দ্রুতগতি শক্তিশালী ফ্লোটিলাগুলো (ছোট জাহাজ) সারা ইংলিশ চ্যানেল তোলপাড় করছে। জাহাজ দেখামাত্র আক্রমণ চালিয়েছে। দিয়েপ অবরোধের সময়ও সেখানে হফম্যান।

সদর থেকে যখন বার্তা পৌঁছলো হফম্যান তাঁর টি-২৮ এর ক্যাবিনে। মাইন বসানোর একটা ব্যাপারে তোড়জোড় চালাচ্ছেন। বার্তা পেয়েই তিনি অন্যান্য বোটের অধিনায়কদের ডাকলেন, সকলেই তরুণ। হফম্যান তাদের জানালেন আক্রমনের কথা। তারা বিস্মিত হলো না। কারণ তাদের মন তৈরী। ছোট ছটি বোটের তিনটি তৈরী। বাকিগুলোর জন্যে অপেক্ষা করবেন না

হফম্যান। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লা-হাভর থেকে টার্পেডো-ভর্তি ঠাসা তিনটি ছোট বোট ছেড়ে গেলো। নাবিক-টুপিটা পেছনে ঠেলে দিয়ে টি-২৮ এর সেতুর ওপর দাঁড়ালেন চৌত্রিশ বছরের যুবক হফম্যান—সামনে আঁধারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে। অন্য বোট দু'টি তাঁদের পেছনে ছুটে চলেছে। ঘনটায় তেইশ নটেরও বেশী গতিতে চললো তিনটে নৌকা—শত্রুর মোকাবিলায়...

নাজীদের অ্যাকশন শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু সে রাতে নিরাশ হয়েছে যে মানুষগুলো—তারা সংখ্যায় ষোলো হাজার দুশো বিয়াল্লিশ জন—একুশ নম্বর প্যানজার বাহিনীর মানুষ। একসময়ে রোমেলের খ্যাতিমান 'অ্যাফ্রিকা কোর'-এর অংশ। কায়েন-এর পঁচিশ মাইল পশ্চিমে অপেক্ষমান—প্রায় প্রতিটি গ্রাম আর বনাংশ জুড়ে। ব্রিটিশ বিমান-বাহিত আক্রমণ মোকাবিলার দূরত্বে একমাত্র জর্মন সেনাদল।

সতর্কীকরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারা তৈরী—এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। ট্যাঙ্কের দায়িত্বে কর্নেল হারফ্যান ফন অপেন-ব্রনিকাউস্কী। রাত দুটোর পরে তাঁকে জাগানো হয়েছে এবং যাত্রার এই বিলম্বের কোনো কারণ খুঁজে পান নি। তাঁকে ফোনে ডাকলেন একুশ নম্বর বাহিনীর কমাণ্ডার লেফটেনান্ট ফিয়োশটিঙার উত্তেজিত গলায় বলে গেলেন, 'অপেন, শুনেছো—ওরা নেমেছে!' আরও জানালেন কায়েন আর সৈকতের মধ্যবর্তী এলাকা 'সাফ' করে ফেলতে হবে।

ব্রনিকাউস্কীর প্রতীক্ষা চললো, দ্বিতীয় রিপুর প্রভাবও বাড়ছে তাঁর।

এই এলাকা থেকে অনেক দূরে, লুফতওয়াফের লেফটেনান্ট কর্নেল প্রিলার-এর কাছে উদ্ভট সব খবর আসতে শুরু করলো। লিলে-র কাছে এক পরিত্যক্ত বিমানক্ষেত্রে তাঁরা যখন বিছানায় ঢুকেছেন,

রাত্র একটা ঘড়িতে। কয়েক বোতল স্বাদু কগন্যাকের সদ্ব্যবহার করে নিদ্রার আয়োজন করছেন। প্রিলার এখন, এক মাতালে ঘুমের ঘোরে টেলিফোনের শব্দ শুনলেন, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসা আওয়াজ। বাঁ হাত বাড়িয়ে কোনোরকমে রিসিভার তুলে নিলেন প্রিলার। লাইনে দ্বিতীয় ফাইটার কোর-এর সদর থেকে এক অপরিচিত গলা ভেসে এলো, ‘প্রিলার, মনে হচ্ছে আক্রমণের মত একটা কিছু শুরু হয়েছে, আপনার বাহিনীকে সতর্ক থাকতে বলুন—’

প্রিলার উত্তরে যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা মুদ্রণের অযোগ্য। পরে কোর-এর সদর এবং লুফতওয়াফের হাইকমাণ্ড সম্পর্কে বিষোদ্গার করে বললেন, ‘কাকে সজাগ করবো! আমি সজাগ, ওডারসিকও সজাগ—কিন্তু তোমরা মাথামোটার দল তো জানো—আমার সম্বল এখন মাত্র দু'টি বিমান—’

সশব্দে নামিয়ে দিলেন রিসিভার প্রিলার।

না। প্রিলার নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন নি, কারণ কয়েক মিনিট পরেই আবার ফোন বাজলো। প্রিলার রিসিভার তুলে চেঁচালেন, ‘আবার কি হলো?’

আগের লোকই ফোন করছে, ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বললো সে এবার, ‘আমি সত্যি দুঃখিত। আমরা ভুল খবর পেয়েছিলাম—সবই ঠিক আছে, আক্রমণের কোনো খবর নেই—’

ক্রোধোন্মত্ত প্রিলারের মুখে কথা সরলো না। শুধু তাই নয়, সারারাত আর ঘুমোতে পারলেন না।

ওপর মহলের ওই দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের মধ্যেও জর্মন সৈন্য কিন্তু মোকাবিলা করে চললো শত্রুপক্ষের। হাজার হাজার সেনা দায়িত্ব তুলে নিয়েছে কাঁধে। গ্রুপ বি আর ওবিওয়েস্ট যাই ভেবে থাকুক না কেন, এরা ধরে নিয়েছিলো আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। হাতাহাতি লড়াইও শুরু হয়েছে ছত্রী সেনার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে। সৈকতের

'দুর্ভেদ্য ঘাঁটি আগলে বসে রইলো তাঁরা।

ওরা উদ্বিগ্ন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সপ্তম বাহিনীর একজন অফিসারই শুধু বিভ্রান্তির শিকার হন নি, তিনি জেনারেল পেমসেল। সহযোগীদের ডেকে নিলেন এক উজ্জ্বলালোকিত ঘরে, মানচিত্রের সামনে। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব শান্ত, নিরুত্তাপ। কথায় শুধু অশনি সংকেতের আভাষ, 'বন্ধুগণ, আমি স্থিরনিশ্চিত—ভোরের আগেই আক্রমণ শুরু হয়ে যাবে। আমাদের আজকের লড়াইয়ের ওপর নির্ভর করছে জর্মনীর ভবিষ্যৎ। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি—আপনারা আপনাদের যথাসাধ্য করুন—'

যে মানুষটা পেমসেল-এর সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিতে পারতো, সে পাঁচশো মাইল দূরে জর্মনীতে। যে মানুষ তার রহস্যাবৃত ক্ষমতার ইন্দ্রজাল দেখিয়ে অনেক লড়াইয়ে জিতেছে, যে কোনো বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যেও যে মানুষের দৃষ্টি স্বচ্ছ—সেই ফিল্ড মার্শাল আরউইন রোমেলকে জাগাবার মত গুরুত্বের ব্যাপার কিছু দেখেন নি আর্মি গ্রুপ বি-র কর্তৃপক্ষ…

উনসত্তরটা গ্লাইডার নামলো ব্রিটিশদের। নির্ভুল অবতরণ হলো উনচল্লিশটির—র‍্যানভিলে। অন্যান্য দলের মধ্যে মেজর হাওয়ার্ড-এর দলটি উল্লেখযোগ্য। অগ্রগামী দলও তাদের কাজ করে রেখেছে। চাঁদের আলোয় গোটা পরিবেশটাই একটা কবরখানার চেহারা নিয়েছে—বিমানের ধ্বংসস্তূপ, ভাঙা ডানা ছড়িয়ে চারদিকে। এ সবের মধ্যে কোনো জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর আশা করা অলৌকিক। অবতরণে যত না মানুষ মরেছে, অনেক বেশী মৃত্যুর দাবিদার বিমান-বিধ্বংসী গোলা। গ্লাইডার প্রবাহের সঙ্গে নেমেছে ষষ্ঠ বাহিনীর মেজর জেনারেল রিচার্ড গেল।

একটানা শত্রুর গোলাবর্ষণের মাঝে নামছে এই ধারণা নিয়ে ছত্রীরা

নেমে এক আশ্চর্য্য গ্রাম্য নিস্তব্ধতার মুখোমুখি হলো। কিন্তু লড়াইয়ের চিহ্ন দেখা গেলো—দূর থেকে ভেসে এলো মেসিনগানের আওয়াজ—র‍্যানভিল-এর দিক থেকে আসছে…

শেরবুর্গ উপদ্বীপেও সেনা নামলো, এবারের দল মার্কিনী। নেতৃত্বে আছেন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল ডন প্র্যাট। ক'দিন আগে সংস্কারের শিকার হয়েছিলেন—খাটে টুপি ছুড়ে ফেলাতে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিলো যে মানুষের। বাহান্নটা গ্লাইডার, চারটে করে সারিতে—প্রত্যেকটির সঙ্গে একটা করে গুণ-টানা ডাকোটা। জীপ থেকে বুলডোজার, সবই আছে।

প্র্যাটের গ্লাইডারের সংখ্যা 'এক'। বেশ বড় করে সংখ্যাটি আঁকা। প্রতীক চিহ্নও গায়ে। মার্কিন পতাকাও শোভা পাচ্ছে। উপদ্বীপের পূর্বদিকেই নামলো ওরা। অবতরণে কিছু গ্লাইডার ক্ষতিগ্রস্তও হলো।

'এক' নম্বর গ্লাইডারটি দ্রুতগতিতে নামার ফলে চূর্ণবিচূর্ণ, ককপিট (চালকের আসন) থেকে ছিটকে পড়েছে পাইলট। দুটো পা'ই জখম হয়েছে তার। জেনারেল প্র্যাট প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছেন—ডি ডে-র প্রথম জেনারেল, যিনি মৃত্যুর শিকার হলেন…

হিয়েসভিল আর তার আশে-পাশের মাঠে নামলো গ্লাইডার বাহিনী। যানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—প্রায় সবগুলোই। চালকেরা নবীন, এর আগে দিনের বেলায় তারা দু'চার বার উড়েছে মাত্র। [গ্লাইডার-চালকের অভাব ছিলো। সেই চালকের আসনে তাই প্রায় ক্ষেত্রেই ছত্রীদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের প্রকৃতপক্ষে অনুশীলনই ছিলো না।]

অবতরণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই আঠারো জন চালকের জীবনহানি হয়েছে। ছত্রীসেনা পূর্ণ একটা গ্লাইডার পাঁচশো পাঁচ রেজিমেন্টের ক্যাপটেন রবার্ট পাইপার-এর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এক বাড়ির ধূমনালী (Chimney) ভেঙে বাড়ির পেছনদিকে গড়িয়ে গেলো।

পুরু ইটের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে নিশ্চল হলো যন্ত্র। কারো মুখ দিয়ে একটা আর্তস্বরও বোরালো না, সব শেষ।

লড়াই চললো এ'ভাবে। চলবে, যতক্ষণ না মুক্ত হচ্ছে তারা।

ডুভে আর মারডারাট-এর লড়াইও শুরু হয়েছে। মুখোমুখি লড়াই। এই দলের ছত্রীদের কাছে যানবাহন ছিলো না, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানও না—সামান্য কয়েকটা বাজুকা সম্বল।

সংযোগের ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন। জানলো না তাদের চারদিকে কি ঘটছে, কোন জায়গা দখল হলো সে সম্পর্কেও অজ্ঞ তারা।

ছোট ছোট দলে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে—লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রয়াস মাত্র।

সেনট মেরে এগলিসের মানুষ তাদের বাড়ির ভাঙা জানলার কাচের ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে।

রেজিমেন্টের সেনারা রাস্তায় নামলো—জনমানবহীন রাস্তায়।

গির্জার ঘন্টাধ্বনি স্তব্ধ। প্রাইভেট জন স্টীলের ছত্রক তখনো ঝুলে রয়েছে। আগুনের দাপটও মাঝে মাঝে বাড়ছে—হাইরোঁর পোড়া বাড়িটাতে···রাতের নৈঃশব্দ ভেদ করে এক-আধটা গুলি ছুটে যাচ্ছে।

এই ধরণের বিক্ষিপ্ত কিন্তু শব্দ ছাড়া সেনট মেরে এগলিসে-তে বিরাজমান এক অস্বস্তিকর নীরবতা।

লেফটেনান্ট-কর্নেল এডওয়ার্ড ক্রাউস-এর আংশকা ছিলো সেনট মেরে এগলিসের দখল নিতে অনেক ঘাম ঝরবে, ঝরবে রক্ত—কিন্তু, না। বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির আওয়াজই শুধু এলো। ক্রাউসের সেনা এর পূর্ণ সুযোগ নিলো। চললো বাড়ি দখল, রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়া—টেলিফোনের তার কাটাও বাদ গেলো না। ছায়া ছায়া শরীরে ছত্রীরা ঝোঁপে, দরজায় দরজায় হানা দিতে লাগলো। শেষে সমবেত হলো সহর কেন্দ্রের প্লেস দ্য এল-এগলিসে।

গির্জার পেছনে চলছে আর এক নাটকের অংশ। একটা গাছের

আড়ালে উইলিয়াম টাকার তাঁর মেসিন-গান দাঁড় করে দাঁড়িয়ে, চাঁদের আলো ঝরা রাতে, সামনে মেলে দিয়েছে দৃষ্টি। অদূরে একটা ছত্রকের দিকে নজর গেলো তার। চোখ ঘুরলো—পাশেই এক জর্মন সেনার লাস পড়ে আছে। আলো-আঁধারিতে নজর চললো তার···মৃতদেহের স্তূপ চারদিকে! টাকার-এর ভাবনা শুরু হলো। ভাবনার মাঝেই তার মনে হলো, সে একা নয়। তার পেছনে কেউ আছে। টাকার তার ভারী মেসিন-গানের মুখ ঘুরিয়ে দিলো···একজোড়া দোদুল্যমান বুট-মোড়া পায়ে চোখ আটকে গেলো তার...দ্রুতপায়ে পিছিয়ে গেলো টাকার ...গাছে এক ছত্রীর মৃতদেহ...চোখ দুটো তার টাকার-এর ওপরই স্থির নিবদ্ধ!

উদ্যানেও ছত্রীদের আগমন বাড়লো, তাদের চোখেও পড়লো এ দৃশ্য।

ক্রাউসের মুখ থেকে দুটো শব্দ শুধু বেরোলো, 'হা ঈশ্বর!' পকেট থেকে মার্কিন পতাকা বের করলো সে, জীর্ণ-পুরনো। এটাই নেপল্‌সে উড়েছিলো একদিন।

ক্রাউসে তার সহযোগীদের আশ্বাস দিয়েছিলো···'সেনট মেরে এগলিসের ঘরে ঘরে উড়বে এই পতাকা—ডি ডের ভোরের আলো ফোটার আগেই—'

কথা রেখেছিলো সে।

টাউন হলের দিকে এগিয়ে গেলো ক্রাউসে। সদরের সামনের দণ্ডে পরিয়ে দিলো পতাকা। কোনো অনুষ্ঠান নেই। উদ্যানের লড়াই শেষ।

'তারকা' আর 'ডোরা'-র (মার্কিন প্রতীক) পতাকা উড়লো ফ্রান্সের প্রথম মুক্ত সহরের আকাশে।

ডি-ডের কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত জায়গাটার ওপর নজর ছিলো না কারুর। 'ইউটা' সৈকতের মাইল তিনেক ভেতরে—নাম ইলেস

সেনট মারকুফ...বন্ধ্যা পাথরের ঢিপি···

সুপ্রিম হেডকোয়ার্টার এখানেই ভারী যুদ্ধসরঞ্জাম বসানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই, চরম মুহূর্তে আক্রমণ হানার প্রাক্কালে মার্কিন চতুর্থ আর চব্বিশতম নম্বরের ঘাঁটি বসলো। ভোরের সঙ্গে সঙ্গে তারা উপদ্বীপে নামলো···ঘড়িতে সাড়ে চারটে তখন।

অভ্যর্থনার জন্যে সেনাদল নেই, বন্দুক আর কামানের কান ফাটানো আওয়াজও অনুপস্থিত...আছে শুধু আকস্মিক মৃত্যুর আশংকা···

মুহূর্তে শুরু হলো বিস্ফোরণ। আর্ত মানুষের চিৎকারে ভরে উঠলো ভোরের আকাশ। মৃত আর মুমূর্ষুদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেফটেনান্ট কর্নেল ডান বার্তা পাঠিয়ে দিলেন, 'কাজ শেষ।'

সাগরের দিক থেকে এটা মিত্রবাহিনীর প্রথম আক্রমণ-লক্ষ্য হিটলারের ইয়োরোপ। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাও নেহাৎই ডি ডে-র পাদটিকা বলা যায়—তিক্ততার, ব্যর্থতার জয়।

ব্রিটিশ এলাকায় সেই সময়ে—সোর্ড সৈকতের তিন মাইল দূরে লেফটেনান্ট কর্নেল টেরেন্স অটওয়ে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সম্মুখীন। দীর্ঘদিনের অনুশীলনে পরিকল্পনানুযায়ী ষোলো আনা কাজই হবে এটা যেমন আশা করা যায় নি, তেমনি, তা বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হবে তাই বা কে জানতো। তবু, তাই ঘটলো। বোমারুদের কাজ তারা করতে পারে নি। গ্লাইডার হয়েছে নিখোঁজ। অটওয়ের সাতশো সহযোগীর মধ্যে মাত্র দেড়শো জন অবশিষ্ট!

শত্রুদের দুশো মানুষ আগলে আছে দুর্গ। তাদের কাবু করার পর্যাপ্ত অস্ত্র নেই—তা সত্ত্বেও তাদের কাজ অব্যাহত। তার-কাটার পালা শেষে, টর্পেডোগুলোকে শত্রুমুখী করা হলো। বিস্ফোরক পাতা মাঠগুলো দিয়ে এগোলো সন্তর্পণে বেয়নেট বাগিয়ে।

অবস্থা সন্তোষজনক নয়, কিন্তু নান্য পন্থাঃ। আক্রমণ করতে হবে। শেষরক্ষা হবে না তবু! কারণ যে তিনটে গ্লাইডার সরাসরি শত্রুসেনার ওপর নেমে আসবে, তারা সংকেতের অপেক্ষায়—মর্টার থেকে

‘তারকা’-গোলা, ছুঁড়ে জানাতে হবে সেই সংকেত। অটওয়ের সঙ্গে মর্টার নেই, নেই গোলা। আছে ‘ভেরী’ পিস্তল, কিন্তু তার কাজ তো শেষকালে, আক্রমণের সাফল্য জানাবার অস্ত্র।

সাহায্যের শেষ আশাটুকুও বুঝি বিলুপ্ত তাঁর।

গ্লাইডার যথাসময়েই আকাশে দেখা দিলো। অবতরণ-সংকেতও পাঠালো দুটি—বাকিটা ফিরে গেছে। মৃদুমন্দ আওয়াজ উঠলো কিন্তু অটওয়ে অসহায়—তাকিয়ে আছেন গ্লাইডার দুটোর দিকে। চাঁদের আলোয় সিলুয়েট হয়ে যেদুটো নামছে—এগোচ্ছে—পেছোচ্ছে—চালকেরা সংকেতের প্রত্যাশা-ব্যাকুল। আর একটু নামতেই জর্মনরা তাদের অগ্নিবর্ষণ সুরু করে দিলো কিন্তু তবু—ওড়ার শেষ নেই তাদের···

অটওয়ে যন্ত্রণাকাতর মুখে দাঁড়িয়ে, চোখে তাঁর জল। শেষ আশাটুকুও গেলো। গ্লাইডারের প্রথমটি দিক পরিবর্তন করলো, চার মাইল দূরে নামলো। অন্যটি উদ্বিগ্ন মানুষগুলোর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো। মনে হলো এখুনি ভেঙে পড়বে সেটা। কাছের এক বনে আছড়ে পড়লো যান। আত্মগোপনকারী কিছু মানুষ তাদের সাহায্যে এগোতে তাদের থামিয়ে দেওয়া হলো। মৃদুস্বর ভেসে এলো, ‘এগিয়ো না—জায়গা ছেড়ে নড়ো না কেউ—’

অটওয়ের আক্রমণ সুরু হলো। কর্ণবিদারী আওয়াজ উঠলো ব্যাঙ্গালোর টর্পেডোর—তারগুলোয় ফাটল ধরলো।

লেফটনান্ট মাইক ডাউলিংয়ের গলা পেলো সবাই—‘এগিয়ে যাও—’

আরো একবার নৈঃশব্দ ভেদ করে শিঙার আহ্বান ভেসে এলো। মিলিত কণ্ঠস্বর আর গোলা—অটওয়ের সেনারা এগোলো—ধোঁয়া আর কাঁটাতারের প্রতিরোধ তুচ্ছ করে। তাদের অভ্যর্থনা জানালো মেসিনগান আর স্মাইজারের অবিরাম গোলা। মৃত্যুবাঁধ ভেঙে তবু এগিয়ে চলেছে তারা, মাটির সঙ্গে মিশে, বিস্ফোরক গর্তে পড়ে, আবার

উঠে...মাইন ফাটছে। প্রাইভেট মাওয়ারের কানে এলো এক আর্তনাদ, 'দাঁড়িয়ে যাও—আর এগিয়ো না, চারিদিকে বিস্ফোরক…'

মাওয়ের চোখ চলে গেলো ডাইনে, আহতবস্থায় পড়ে এক কর্পোরাল, হাতের ইশারায় কাউকে কাছে যেতে নিষেধ করছে। বেচারা! বিস্ফোরণের শিকার হয়েছে সে…

গোলাবারুদের সীমা পেরিয়ে, মানুষের আর্তকণ্ঠ ছাপিয়ে ভেসে এলো শিঙার আমন্ত্রণ, লেফটনান্ট জেফারসন বাজিয়ে চলেছেন। আওয়াজ ক্রমে মিলিয়ে এলো—প্রাইভেট সিড ক্যাপন তাঁকে পড়ে যেতে দেখলো, কিন্তু ঠোঁটে শিঙা—কর্তব্য শেষ হয়নি যে!

ক্যাপন পরিখার দিকে এগোতে হিটলারের দুই সেনানীর মুখোমুখি হলো সে।

ওদের একজন তড়িঘড়ি রেডক্রশের ব্যাগটা মাথার ওপর তুলে ধরলো—আত্মসমর্পণের ভঙিতে, 'রাসকি, রাসকি (Russki)।' কাপন বুঝলো, এরা রুশ স্বেচ্ছাসেবক। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ক্যাপন। পরে আশেপাশের জর্মনদের আত্মসমর্পণ করতে দেখে সে তার দুই বন্দীকে তুলে দিলো কর্তৃপক্ষের হাতে।

চল্লিশটা মানুষ লড়ছে জান দিয়ে। নেতৃত্বে অটওয়ে, সঙ্গে ডাউলিং। পরিখামুক্ত করে এগিয়ে চলেছে…কংক্রীট প্রতিবন্ধক ভেদ করে—রক্তাক্ত, বন্য লড়াই। মাওয়ার, হকিনস্, আর ব্রেনগান হাতে এক সেনা মর্টার আর স্টেনগানের গোলা তুচ্ছ করে এগিয়ে চললো ব্যাটারীর এক প্রান্তে। খোলা দরজা, ঢুকে পড়লো তারা।

স্বল্পপরিসর পথে পড়ে আছে এক জর্মনের প্রাণহীন দেহ। আশেপাশে নেই কেউ। দরজায় সহযোগী দু'জনকে রেখে মাওয়ার এগিয়ে গেলো সেই গলি ধরে! একটা প্রশস্ত ঘরের সামনে পৌঁছলো সে।

বিস্ময়ে হতবাক মাওয়ার—সারা ঘর জুড়ে সুরু গোলাবারুদ স্তূপীকৃত। বেরিয়ে এলো মাওয়ার। সহযোগীদের উদ্দেশ্যে উত্তেজিত গলায়

বললো, 'এটাকে এখুনি উড়িয়ে দিতে হবে—'

কিন্তু সুযোগ এলো না। ওদের কথার মাঝেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ উঠলো। ব্রেন-হাতে সেনাটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হলো। হকিনসের পাকস্থলীতে আঘাত লাগলো। মাওয়ারের মনে হলো, 'পিঠে যেন অজস্র তপ্ত লাল সূচ বিঁধলো। পায়ের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারালো মাওয়ার। পড়ে গেলো সে। সে দেখেছে মরার আগে মানুষ এমনি করেই দুমড়ে, ভেঙে মাটি নেয়...মাওয়ার নিশ্চিত, সে বাঁচবে না। সাহায্যের জন্যে মুখ খুললো...তার মা'কে স্মরণ করলে কিন্তু অস্ফুটে...

নাজীরা আত্মসমর্পণ করছে। ক্যাপন ডাউলিংয়ের বাহিনীর কাছাকাছি হতে দেখলো এক অদ্ভুত দৃশ্য : জর্মনরা আত্মসমর্পণের প্রতিযোগিতা চালিয়েছে...

ডাউলিং অটওয়ের মুখোমুখি হলো, ডান হাতটা তার বুকের বাঁ দিকে ধরা, 'দখল সম্পূর্ণ, স্যার —যেমন নির্দেশ ছিলো। কামানগুলোও নষ্ট করে দিয়েছি—'

পনেরো মিনিটের লড়াই শেষ হলো। অটওয়ে কৃতকার্যতার সংকেত পাঠিয়ে দিলো। ডাউলিং কিন্তু বাঁচে নি, অটওয়ে তার প্রাণহীন দেহটা আবিষ্কার করেছিলো কিছু পরে। মুমূর্ষু অবস্থাতে মানুষটা তার রিপোর্ট দিয়ে গেলো...

মারভিল-এর রক্তাক্ত লড়াই আপাততঃ শেষ। এবার অন্য কাজ। দুশো নাজী সেনার বন্দী মাত্র বাইশ জন, বাকিরা হয় মৃত না হয় মরতে চলেছে। অটওয়ের ক্ষতি তার অর্দ্ধেক মানুষকে হারিয়েছে সে। মারভিল-এ আবার শুরু হবে লড়াই—শেষ লড়াই।

গুরুতর আহতদের ফেলে এগিয়ে যেতে হচ্ছে ওদের, কারণ ওষুধ নেই, উপযুক্ত যানবাহনও নেই তাদের বহন করার। মাওয়ারকে একটা কাঠের তক্তায় শুইয়ে নিতে হলো। হকিনসের আঘাত তাকে

চলৎশক্তিরহিত করেছে। নড়ানো চলবে না তাকে। তবে, প্রাণে বাঁচবে দুজনাই।

মাওয়ারের শেষ কথা মনে পড়ছে, 'ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ছেড়ে যেও না—'

তারপর আর কিছুই মনে পড়ে না মাওয়ারের।

ভোর হয়ে আসছে। যে ভোরের জন্যে লড়ছে আঠারো হাজার সেনা। পাঁচ ঘন্টারও কম সময়ে তারা আইসেনহাওয়ারের প্রত্যাশার বেশী কাজ করেছে। শত্রু সেনাকে বিভ্রান্ত করেছে তারা এই সময়টুকুর মধ্যে, বিকল করেছে সংযোগ ব্যবস্থা। নরম্যাণ্ডির দুই প্রান্ত জুড়ে চালিয়েছে তারা আক্রমণ।

রাত শেষের সঙ্গে সঙ্গে ডাইভস-এর পাঁচ মাথাও হবে বিধ্বস্ত। মারভিল হবে শত্রুমুক্ত। ব্রিটিশ সেনাদের ব্রত উদযাপিত। অন্য প্রান্তে নরম্যাণ্ডির পাঁচটি উপকূলে মার্কিনীরা যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়েও কৃতকার্য। সেনট মেরে এগলিশে লেফটেনান্ট কর্নেল ক্রাউসে-র দখলে। নগরীর উত্তরে লেফটনান্ট কর্নেল ভ্যাণ্ডারভুর্টের বাহিনী শেরবুর্গের প্রধান যোগাযোগের সড়ক ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করেছে আর যে কোনো প্রতি-আক্রমণের মোকাবিলা করতেও প্রস্তুত তারা। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গেভিন আর তাঁর বাহিনী মোতায়েন মারডারাট আর ডুভে'র চারপাশে। 'ইউটা' সৈকতেও বেড়েছে তাদের তৎপরতা। ম্যাক্সওয়েল টেলারের লোক অবশ্য রয়েছে ছড়িয়ে এবং রাত শেষে তাঁর মোট ছ'হাজার ছ'শো সেনার অবশিষ্ট থাকবে এগারো শো মাত্র। তা সত্ত্বেও তারা মার্তিন-দ্য ভারাভিল-এ পৌঁচেছে। কিন্তু শত্রুপক্ষের অস্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে, সরে গেছে সব। মিত্রপক্ষের বিমান-বাহিত সেনা উপমহাদেশে আক্রমণ চালিয়েছে আকাশপথে, প্রশস্ত করেছে সাগর আক্রমণের পথ। অপেক্ষায় রয়েছে তাদের, যাদের নিয়ে ঢুকবে তারা হিটলারের ইয়োরোপের অভ্যন্তরে।

চারটে পঁয়তাল্লিশ। লেফটেনান্ট জর্জ অনার-এর সাবমেরিন ভেসে উঠলো। নরম্যাণ্ডির উপকূল থেকে এক মাইলের মধ্যে জায়গাটা, বিশ মাইল তফাতে তার সাথী সাবমেরিন এক্সবিশ-ও উঠলো। সাতান্ন ফুট দৈর্ঘের দুই জলযান—স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত—ব্রিটিশ-ক্যানাডিয়ো আক্রমণ-এলাকার দুই প্রান্তেঃ সোর্ড, জুনো আর গোল্ড। এখন শুধু একটা কাজ বাকি সাংকেতিক আলোটা মাস্তুলে খাটানো। যোগাযোগের আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি সচল করা—প্রতীক্ষা, ব্রিটিশ জলযান বাহিনীর···

ডেক-এ উঠলো অনার। পেছনে সঙ্গীরা। সারা সৈকতে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো ওরা। দিনের একুশটা ঘণ্টা জলের তলায় কাটাতে হয়েছে তাদের, পোর্টসমাউথ বন্দর ছাড়ার পর থেকে। হিসেব করলে দোসরা জুনের পর থেকে চৌষট্টি ঘন্টারও বেশী সময়। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষার বুঝি শেষ হয় নি—ব্রিটিশ উপকূলে চরম মুহূর্তের লগ্ন সকাল সাতটা থেকে সাতটা তিরিশ মিনিট। দু'ঘন্টারও বেশী সময় চলবে তাদের এই অবস্থান।

এই সকালটার জন্যেই তো চলেছে ওদের প্রতীক্ষা। এদিকে রোমেল আর রাণ্ডস্টেডের দপ্তরে পৌঁছে গেলো অ-শুভ বার্তা—উপকূলে 'আক্রমণ' এলাকা জুড়ে জলযান উপস্থিতির বার্তা। গত এক ঘন্টায় ক্র্যাঙ্কের দপ্তরেও আসছে বার্তা। অবশেষে, ভোর পাঁচটার কিছু আগে সপ্তম বাহিনীর নাছোড়বান্দা অধিনায়ক মেজর-জেনারেল পেমসেল, রোমেলের চিফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল স্পাইডেলকে ধরলেন টেলিফোনে, 'ভিরে আর অর্নের মুখে জাহাজ ভিড়ছে,—মনে হচ্ছে নরম্যাণ্ডিতে আক্রমণ আসন্ন। প্যারি উপকণ্ঠে ফন রাণ্ডস্টেডও তাই ভেবেছেন, তবে—তার মতে—আক্রমণ বিচ্ছিন্নভাবে হবে।'

তাই বলে নিশ্চিন্ত বসে নেই তিনি—প্যাঞ্জার বাহিনী দুটিকে (দ্বাদশ এসএস ও প্যাঞ্জার লেহ্‌র (Panzer Lehr) কে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। নীতিগতভাবে, এই দুটি বাহিনী ফুয়েরারের (ওকেডব্লিউ-য়ের) অধীনে। কিন্তু রূণ্ডস্টেড অবস্থার সুযোগ নিলেন, তাঁর ধারণা ফুয়েরার তাঁর আদেশের বিরোধীতা করবেন না। এখন যেহেতু নরম্যাণ্ডির উপকূল আক্রমনের নিশানা, রূণ্ডস্টেড ওকেডব্লিউয়ের কাছে তাঁর নির্দেশের সরকারী আবেদনও রাখলেন। তাঁর টেলিটাইপ বার্তার বয়ান হলো: 'ওবিওয়েস্ট (তাঁর দপ্তর) এ' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে, পরিস্থিতি যদি বড় ধরণের আক্রমণের রূপ নেয় তাহলে তার যোগ্য মোকাবিলা করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এ' জন্যে অবস্থানকারী অতিরিক্ত বাহিনীর সাহায্য চাই···।' এসএস আর প্যাঞ্জার লেহ্‌র বাহিনী দুটিকে যথাসম্ভব দ্রুত পাঠালে তাদের নিয়োজিত করা যেতে পারে। অতএব অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে যেন ওই বাহিনী দুটিকে সত্বর ছেড়ে দেওয়া হয়।'

ভাসা ভাসা বার্তা, শুধু জ্ঞাত করার উদ্দেশেই প্রেরিত যেন।

দক্ষিণ ব্যাভেরিয়ায় হিটলারের সদরে বার্তা পৌঁছলো কর্নেল জেনারেল আলফ্রেড জড্‌ল্-এর টেবিলে। জড্‌ল্ ঘুমিয়ে তখন। তাঁর সহযোগীরা তাঁর ঘুম ভাঙানোর পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বের ব্যাপার বলে মনে করলেন না এটাকে। তিনমাইল দূরে পাহাড়ের কোলে বিশ্রামাগারে হিটলারও নিদ্রামগ্ন, সঙ্গে তাঁর ইভা ব্রাউন। রাত চারটেয় শুতে গেছেন ওষুধের বড়ি খেয়ে। এই ওষুধপর্ব তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডঃ মরেলের ব্যাবস্থাপত্রানুযায়ী। [হিটলার ইদানীং ঘুমের ওষুধ ছাড়া চলতে পারতেন না]

জড্‌ল্-এর দপ্তর থেকে ফোন পেলেন হিটলারের নৌ-সহযোগী—অ্যাডমিরাল কার্ল জেসকো ফন পাটকেমার। ফ্রান্সে অবতরণের ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছে কি না।

না। হিটলারকে সে রাতে কিছুই জানানো হয় নি। কারণ, পাটকেমারের মতে—'রাতের ওই প্রহরে ফুয়েরারকে জাগালে তিনি তাঁর অবিরাম 'স্নায়ুপীড়নকারী' দৃশ্যের অবতারণা করতেন। এবং পরিণামে প্রতিবারের মতই এক ভয়াবহ সিদ্ধান্তের জন্ম হতো।

পাট্টকমার বাতি নিভিয়ে বিছানায় ফিরে গেলেন।

ফ্রান্সে ওবিওয়েস্ট আর গ্রুপ বি র সদরেও চলেছে প্রতীক্ষা। তারাও তাদের বাহিনীগুলোকে সতর্ক করেছে। প্যাঞ্জারদেরও সজাগ করা হয়েছে। অবস্থার পরবর্তী পর্যায় নির্ভর করছে মিত্রপক্ষের গতিবিধির ওপর। আক্রমণের চরিত্র সম্পর্কে কারু কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তাদের নৌবহরের আয়তন জানা নেই—তাই নরম্যাণ্ডি আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হলেও, কোন দিক থেকে শুরু হবে আক্রমণ—জানে না কেউ।

জর্মন সমরনায়কদের যা করনীয়, করেছেন তাঁরা। বাকি দায়িত্ব উপকূল পাহারায় নিযুক্ত 'ওয়েরমার্শ' দলের। রাইখের প্রতিরক্ষায় অপেক্ষমান মানুষগুলোর দৃষ্টি সমুদ্র পানে—ভাবনা, এবার বুঝি শুরু সত্যিকারের আক্রমণের…

রাত একটা থেকে বসে মেজর ওয়ার্নার প্লাসকাট, তাঁর বাঙ্কারে। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আসবে নির্দেশ…প্রতিমুহূর্তে প্রতীক্ষা চলছে তাঁর। ঠাণ্ডায় কাঁপছেন—ক্লান্ত, ক্রোধে দিশেহারা প্লাসকাট। নিঃসঙ্গ মানুষ—ভাবনায় আত্মস্থ। সারাটা রাতে একবারের জন্যেও ফোন সরব হয়নি—নিঃসন্দেহে এটা শুভ সংকেত। কিন্তু ছত্রীদের ব্যাপরটা? সারিবদ্ধ বিমানগুলো? প্লাসকাট কিছুতেই এই নিরবচ্ছিন্ন অস্বস্তির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছেন না।

আর একবার—চোখে দূরবীণ তুললেন প্লাসকাট; দৃষ্টি…দিগন্তে… বিস্তৃত হলো তাঁর চোখ। একই দৃশ্য—সৈকত কুয়াশায় ঘেরা… চাঁদের আলোয় স্নান করা আলো-আঁধারী পরিবেশ…শান্ত, শুভ্র, নিরুত্তাল জলরাশি—সবই অপরিবর্তিত। সবই শান্তিময়…

পেছনের বাঙ্কারে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় শায়িত হ্যারাস, তাঁর প্রিয় কুকুর। অদূরে নিম্নস্বরে আলাপরত ক্যাপটেন লুড্‌জ উইলকেনিং আর লেফটেনান্ট ফিট্‌জ থীন। প্লাসকাট তাদের দিকে ফিরলেন, 'না, কিছুই চোখে পড়ছে না—আমি এবার উঠবো—'

ওঠবার আগে আর একবার, শেষবারের মত চোখে দুরবীণ লাগালেন প্লাসকাট। একই ভঙ্গিতে শুরু হলো পর্যবেক্ষণ। ক্রমে উপদ্বীপের কেন্দ্রে দৃষ্টি প্রসারিত হলো দূরবীণ...নিশ্চল হলো। উত্তেজনা-কঠোর দৃষ্টি প্লাসকাটের—সামনে তাকিয়ে আছেন...

...কুয়াশা ভেদ করে দিগন্তে দেখা দিয়েছে সারিবদ্ধ হাজাজ—নানা আকৃতির—নানা বর্ণের—যেন অনেক সময় ধরে রয়েছে সেগুলো সেখানে—অদৃশ্য মন্ত্রবলে ফুঁড়ে উঠছে ভুতুড়ে নৌবহর! হতবাক প্লাসকাট, তাকিয়ে আছেন অবিশ্বাসী চোখে—বিশ্বাস টলে উঠলো তাঁর—নিঃসন্দেহ হলেন তিনি জর্মনী ধ্বংস হতে চলেছে...

উইলকেনিং আর থীনের দিকে ঘুরলেন প্লাসকাট, অদ্ভুত, নির্লিপ্ত, শান্ত গলা তাঁর, 'আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, দেখো তোমরা—দূরবীণ নামিয়ে দিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। তিনশো বাহান্ন নম্বরের সদরে মেজর ব্লককে ডাকলেন, 'ব্লক, আক্রমণ শুরু হয়েছে, হাজার দশেক জলযান উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে—'

কথাগুলো নিজের কানেই অবিশ্বাস্য শোনালো প্লাসকাটের।

'আরে প্লাসকাট—কি বলছো তুমি! ব্রিটিশ আর মার্কিনীদের মিলিত নৌবহরেও অতো জাহাজ নেই—ওদের কেন, কারুরই নেই!'

ব্লকের অবিশ্বাসে প্লাসকাটের ঘোর কাটলো না, 'আমার কথা যদি বিশ্বাস না করো তো—নিজের চোখেই দ্যাখো—এ' দৃশ্য আজগুবী—অবিশ্বাস্য!'

সামান্য নিস্তব্ধতার পর ব্লকের গলা ভেসে এলো, 'কোনদিকে এগোচ্ছে জাহাজগুলো?' প্লাসকাট ফোন হাতে আর একবার বাইরে তাকালেন, 'সোজা আমার দিকেই!'

দিন

এ’ এক নতুন সকাল। এই সকালের ধূসর আলোয় নরম্যাণ্ডির পাঁচটি আক্রমণ এলাকায় বিস্তৃত রাজকীয় নৌবহর—সারা সাগরময় জলযান, যুদ্ধপ্রতীক উড়ছে বাতাসে—শেরবুর্গের ‘ইউটা’ থেকে ‘অনে’’-র মুখে সোর্ড সৈকত পর্য্যন্ত তার ব্যাপ্তি। সর্বত্রই মানুষের মাথা। এরাই আক্রমণের অগ্রগামী দল। শব্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তৎপরতা—ইঞ্জিনের ঘরঘরানি—টুকরো কথা ভেসে আসছে :
—‘সারি ঠিক রেখো—’
ডেকে ডেকে দাঁড়িয়ে রেলিং ধরে মানুষ—নির্দেশ চলছে অবিরাম—‘তীরে নামতে সাহায্য করো সহযোগীদের···’ ‘যুদ্ধ করো...’ ‘জাহাজ বাঁচাতে যুদ্ধ চালাও। তারপরও শক্তি অবশিষ্ট থাকলে নিজেদের বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাও···’ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর···‘এগিয়ে যাও চতুর্থ ডিভিশান...ওদের কবরের ব্যবস্থা করো···’ ‘ডানকার্কের কথা ভুলো না—কভেনট্রির কথা ভাবো—ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন—’
‘নুস মোরোন্স সুর লে সেবল দ্য নতর ফ্রান্স শেরি, মে নুস-রিতুরনেরন্স পাস—[আমরা আমাদের প্রিয় ‘ফ্রান্সের মাটিতেই মরবো, কিন্তু ফিরবো না।]

এবার বিদায়ের পালা। একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, জাহাজে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফলে জন্ম নিয়েছে যে সৌহার্দ্যের—তার ছেদ ঘটতে চলেছে। সার্জেন্ট রয় স্টিভেন্স ভিড় ঠেলে এগোলো তার যমজ ভাইয়ের খোঁজে।

‘ওকে পেলাম শেষ পর্যন্ত—হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। আমি বললাম, না, এখন না,—এখনই নয়, আমরা ফ্রান্সের যেখানে হাত মেলাবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি—সেইখানেই দেখা হবে—কিন্তু আমি আর ভাইয়ের দেখা পাই নি।’

শব্দগুচ্ছের (phrases) লড়াই চললো, কবিতা আবৃত্তির পালাও, উত্তেজনা বেড়ে চলেছে।

অবতরণ শুরু হলো। সেনারা তাদের সাজের ভারে প্রায় অচল! কচ্ছপগতিতে নামছে সব।

তার ওপর রয়েছে ঢেউয়ের দাপট। পুতুল নাচ নাচতে হয়েছে সেনাদের। ছোট ছোট বোটও নামলো তরুণ নাবিকের দল। দলনেতার শেষ নির্দেশ কানে নিয়ে, ‘শোনো, আমাদের দেখামাত্রই শত্রুপক্ষ গুলি চালাবে। যদি বেঁচে যাও তো গেলে—নইলে এ’ জায়গা মরার পক্ষে আদর্শ জায়গা, নাও চলো—’

বোটগুলো থেকে একটা সম্মিলিত চিৎকার উঠলো, একটা বোট উল্টে গেছে—মানুষগুলো জলে পড়ে গেছে!

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলো। প্রথম দলটি উপকূলের দিকে এগিয়ে চলেছে। তিন হাজার মানুষ—এক, উনত্রিশ আর চার নম্বরের লড়াকু বাহিনী। পদাতিক আর নৌসেনা মিলিয়ে বাহিনী। সঙ্গে ট্যাঙ্ক আর রেঞ্জার দল। প্রতিটি দলের জন্যে নির্দিষ্ট—অবতরণ এলাকা। ‘ওমাহা’-র একাংশের ওপর আক্রমণ চালাবেন এক নম্বর বাহিনীর ষষ্ঠদশ রেজিমেন্টের মেজর-জেনারেল ক্ল্যারেন্স হিউবনার। উনত্রিশের একাদশ রেজিমেন্ট অন্য অংশে, নেতৃত্বে চার্লস গেরহার্ডট্। সাংকেতিক নামে ভাগ করা দলে আক্রমণ সূচিত হলো।

ঘড়িরকাঁটা ধরে অবতরণক্ষণ ঠিক হয়েছে, ‘ইউটা’ আর ‘ওমাহা’-তে নামবে তারা। চরম মুহূর্তের পাঁচ মিনিট আগে অর্থাৎ ছ’টা পঁচিশে বত্রিশটি ট্যাঙ্ক এগিয়ে যাবে সাংকেতিক নামধারী সৈকতের দিকে—ডগ হোয়াইট আর ডগ গ্রীণে। আটটি এলসিটি আরও

ট্যাঙ্ক বহন করে আনবে—ইজি গ্রীণ আর ডগ রেড-এ। এর এক মিনিট পরে ঝাঁক বেঁধে এগোবে নৌ-সেনরা তীরের দিকে। সব দিক থেকে একই সঙ্গে। এর পরে কাজ শুরু তাদের, জলের গভীরে কাজ করবে যারা। বিস্ফোরক আর প্রতিবন্ধক মুক্ত করার কাজ। মাত্র সাতাশ মিনিটে এই দুঃসাধ্য কাজটি উদ্ধার করতে হবে। সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে। দু'মিনিট অন্তর শুরু হবে পাঁচটি 'আক্রমণ ঢেউয়ের'। দুটি উপকূলে অবতরণের মূল পরিকল্পনা এমনভাবে রচিত, যে—মাত্র দেড় ঘন্টার সময়ে ভারী সরঞ্জামও নামানো যায়। ওমাহাতে। বাকি নামবে বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে।

আক্রমণকারী প্রথম দশটির চোখে এখনো নরম্যাণ্ডির কুয়াশাচ্ছন্ন তীরভূমি অস্পষ্ট। এখনো ন' মাইল পথ। সংঘর্ষও শুরু হয়েছে ছোটখাটো। কিন্তু ফলাফল শূণ্যের কোঠায়, কারণ—জাহাজগুলো তীর থেকে অদৃষ্ট। সমুদ্রব্যাধিই এখন জলের মানুষগুলোর প্রধান শত্রু।

মানুষ আর অস্ত্রের ভারে পঙ্গু জাহাজ। তার ওপর চলেছে ঢেউয়ের দাপট···

তিরিশ মাইল ফারাকে লেফটেনান্ট কমাণ্ডার হেনরিশ হফম্যান তার পঞ্চম ফ্লোটিলার ই-বোটে বসে এক অদ্ভুত অবাস্তব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণের মাঝেই উড়ে গেলো বিমান। হফম্যান নিঃসন্দেহ হলেন...তাঁর সঙ্গী দুটি বোট নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি কুয়াশাঘেরা দিগন্তের দিকে। মুখোমুখি হলেন শৃঙ্খলিত সারিবদ্ধ জাহাজ শ্রেণীর—মিত্রপক্ষের বিশাল বহরের। যে দিকেই চোখ যায়—শুধু যুদ্ধ জাহাজ—ক্রুজার আর ডেস্ট্রয়ার···

'আমার মনে হলো আমি একটা দাঁড়টানা নৌকোয় বসে আছি—' হফম্যান পরে বলেছেন স্মৃতিচারণে।

পর মুহূর্তেই শুরু হয়ে গেলো গোলাবর্ষণ। তাঁর এবং আশে পাশের

যানগুলোর ওপর।

হফম্যান, সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও, নির্দ্বিধায় আক্রমণের আদেশ জারী করেন। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতরেই ডি-ডে-র, একমাত্র নৌ-আক্রমণকারী জর্মন দল: আঠারোটি টর্পেডো বোট জল কেটে এগিয়ে চললো—মিত্রপক্ষের বহর তাদের লক্ষ্য···

জলের লড়াই শুরু এবার। রাজকীয় নৌবহরের নরওয়েজীয় ডেস্ট্রয়ার স্ভেনার-এর লেফটেনান্ট ডেসমণ্ড লয়েড টর্পেডোগুলোর তীব্রগতিতে উদ্বিগ্ন।

ওয়ার্সপাইট, র‍্যামিলিস আর লার্গস-এর অফিসারদের চোখেও চিন্তার ছায়া নামলো! লার্গস পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করলো। টর্পেডো দুটি ওয়ার্সপাইট আর র‍্যামিলিস-এর মাঝখান দিয়ে ফুঁড়ে বেরেলো!

স্ভেনার সরে যাবার সুযোগও পেলো না। টর্পেডোর গতি অব্যাহত। বন্দরে ভেড়ার চেষ্টা করলো স্ভেনার। লয়েডের মনে হলো, হয়তো এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু না। বয়লাররুমে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো—স্ভেনার জল থেকে শূণ্যে উঠে গেলো। কেঁপে উঠলো বিরাটকায় জলযান—দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলো...

ইংরিজি 'ডি' অক্ষরের প্রতীক হয়ে ভেসে রইলো খানিকক্ষণ যানটি। তিরিশটি মানুষ জলমগ্ন হলো। লয়েড বিশ মিনিট সাঁতার দিয়ে চললেন, সঙ্গে পা'য়ে চোট একজন নাবিক। শেষে সুইফট ডেস্ট্রয়ার ওদের তুলে নেয়।

হফম্যানের কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বের ব্যাপার—সংকেত পাঠানো। লে হাভর-এ বার্তা গেলো কিন্তু হফম্যান জানে না—রেডিওটি তার অকেজো হয়ে আছে···কিছু আগের এক লড়াইয়ের ফলে...

ওদিকে 'অগাস্টা' ফ্ল্যাগশিপের লেফটেনান্ট জেনারেল ওমার ব্রাডলে দূরবীন তুলে নিলেন চোখে। মার্কিন প্রথম বাহিনীর লোক নিয়ে 'অগাস্টা' এগোচ্ছে। কানে তুলো গুঁজে দিয়েছে সবাই। দুশ্চিন্তার

কারণ ঘটেছে, ব্র্যাডলের অনুমান : জর্মন সাতশো যোলো নম্বর বাহিনী উপকূলে মোতায়েন, ওমাহা সৈকতের প্রায় সমস্ত এলাকা জুড়ে এবং ইংল্যাণ্ডের মাটি ছাড়ার মুহূর্তে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের সূত্রে আর একটা খবরও পৌঁচেছে তাঁর কাছে—আক্রমণ এলাকায় আরও একটা বাহিনী পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বড় দেরীতে পৌঁচেছে খবর প্রথম উনত্রিশ নম্বর এগিয়ে চলেছে সাগরে—সৈকতের দিকে, জানে না—তাদের মুখোমুখি হতে হবে শত্রুপক্ষের তিনশো বাহান্নর, যুদ্ধবাজ বাহিনী বলে খ্যাতিমান। [মিত্রপক্ষীয় গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা, তাদের অনুশীলনে পাঠানো হয়েছিলো সৈকতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা দু' মাসেরও ওপর সময় মোতায়েন সৈকতে। প্লাসকাট, মার্চ মাস থেকেই সদলবলে মজুত সেখানে। কিন্তু চৌঠা জুন দিনটি পর্যন্ত মিত্রপক্ষের গোয়েন্দা দপ্তর ওই বাহিনীর অবস্থান বিশ মাইল দূরে সেনট লো-তে ধরে নিয়েছিলো।]

ব্র্যাডলের প্রার্থনা : নৌ-বোমাবর্ষণ শুরু হোক, কাজ সহজ হবে।

কয়েক মাইল দূরে কন্তর-অ্যাডমিরাল জর্জার ভাবনা অন্য—ফরাসী' হালকা ক্রুজার মঁৎকামের ডেকে তাঁর সহকর্মীদের ডাকলেন তিনি, 'মাতৃভূমির ওপর গোলাবর্ষণের ব্যাপারটা যন্ত্রনাদায়ক, কিন্তু আজ সেই কাজ আপনাদের করতে হবে—'

'ওমাহা'র চার মাইল দূরে মার্কিন নৌযান কারমিকের ছবি কিন্তু অন্যরকম।

কমাণ্ডার রবার্ট বিয়ার তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই পার্টি (সম্মেলন) আপনাদের জীবনের বৃহত্তম পার্টি, কাজেই—আসুন, আমরা তার মোকাবিলার আগে নাচের আসরে যাই—'

সময় ঠিক সাড়ে পাঁচটা। বিশ মিনিট ধরে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলো বোমাবর্ষণ করে চলেছে। এবার মার্কিনীদের পালা। সারা আকাশে বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। নরম্যাণ্ডির মাটি কেঁপে উঠছে

মুহুর্মুহু।

সোর্ড, জুনো আর গোল্ডের উপকূলের অদূরে ওয়ারস্পাইট আর র‍্যামিলিস ইস্পাতসৃষ্টি করে চলেছে—লক্ষ্য লে হাভর-এর জর্মন প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। নিশানা অর্নে'র মুখ। পিলবক্স আর বাঙ্কারের ওপর গোলা পড়লো এবার।

আশ্চর্য দক্ষতায় এইচ-এম-এস 'অ্যাজাক্স' চার ইঞ্চি কামানের শত্রুপক্ষের ব্যাটারী বিপর্যস্ত করে দিলো।

'আরকানসাস' আর 'টেকসাস' থেকে ওমাহা-র বাইরে পয়েন্ত-দু-হক-এর ওপর গোলা চললো। রেঞ্জারদের পথ প্রশস্ত হলো, তাদের লক্ষ্য একশো ফুট উচ্চতার খাড়া পাহাড় চূড়া।

ইউটা-র সৈকতে শুরু করলো যুদ্ধ জাহাজ 'নেভাদা', সঙ্গে ক্রুজার টাসকালুসা', কুইন্সি আর ব্ল্যাক প্রিন্স। অবিরাম চললো গোলা--বড় জাহাজগুলো পাঁচ/ছ' মাইল দূর থেকে আক্রমণ রচনা করছে। ছোট ডেস্ট্রয়ারগুলো আরও কাছে ভিড়লো এবার, উঠলো এক অশ্রুতপূর্ব আওয়াজ—একটা প্রকাণ্ড মৌমাছির গুনগুনানির সঙ্গে তার তুলনা চলে কেবল। ক্রমে স্পষ্টতর হলো আওয়াজ—বোমারু আর ফাইটার দেখা দিলো আকাশে···সারি সারি...ঐতিহাসিক নৌবহরের ওপর দিয়ে উড়ে গেলো সেগুলো...নিখুঁত ভঙ্গিতে। ন' হাজার আকাশ যান।

স্পিট ফায়ার, থাণ্ডারবোলট আর মাস্টাং-এর ঝাঁক। বিমান বিধ্বংসী পাল্লার ওপর দিয়ে উড়ে চললো সেগুলো, অবহেলায়। নবম বিমান-বাহিনীর মিডিয়াম বোমারুগুলোর সঙ্গে রয়েছে মেঘের আড়ালে রাজকীয় বিমান বাহিনী আর অষ্টম বাহিনীর ল্যাঙ্কাষ্টার, ফোটরেস্ আর লিবারেটারের মিছিল। মনে হলো এক আকাশে বুঝি তাদের জায়গা হবে না। নীচের মানুষগুলো চোখ তুললো আকাশে, আর্দ্র দৃষ্টিতে—ভাবাবেগে, উচ্ছ্বাসে ভরপুর তাদের চোখমুখ।

এবার সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবলো তারা···

নিজেদের মানুষদের বাঁচাতে, কুয়াশার জাল ভেদ করে বোমারুগুলো 'ওমাহা'র অনেক ভেতরে ঢুকে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করলো—তেরো হাজার বোমা পড়লো।

শেষের বিস্ফোরণ ঘটলো খুবই কাছে—ওয়ার্নার প্লাসকাটের মনে হলো বাঙ্কার বুঝি বা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। আবারও ঘটলো বিস্ফোরণ—এবার পাহাড়ের গায়ে। গুপ্ত স্থানের প্রায় ওপরেই। প্লাসকাট ছিটকে পড়লেন, হতভম্ব। চারিদিকে ধুলোবালি আর আগুনের টুকরো ছড়িয়ে পড়লো। প্লাসকাট অর্দ্ধচেতন অবস্থায় মধ্যেও তাঁর সঙ্গীদের আর্তনাদ শুনতে পেলেন। এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠলো···

তিনশো বাহান্নর সদর থেকে ডাক এসেছে। প্লাসকাট কোনোরকমে রিসিভার তুলতে পারলেন। অপরিচিত গলা ভেসে এলো অন্য প্রান্ত থেকে, 'অবস্থা কি রকম?'

প্লাসকাট ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'বোমা পড়ছে আমাদের ওপর...প্রচণ্ড বর্ষণ চলেছে···'

আবারও বোমার শব্দ এলো, এবার প্লাসকাটের পেছন দিক থেকে। পাহাড়ের চূড়োয়ও পড়লো বোমা—নেমে এলো মাটি আর ইঁটের স্তূপ। এঁর মধ্যেই বেজে উঠলো ফোন। কিন্তু প্লাসকাট আর সেটা খুঁজে পেলেন না এবার। বেজেই চললো যন্ত্র। প্লাসকাট নড়তে পারছেন না—সারা শরীর ভরে তাঁর সাদা গুড়ো। পোষাকও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। মুহূর্তের জন্যে বুঝি বা থামলো বর্ষণ...

ধুলোর আস্তরণ ভেদ করে প্লাসকাট দেখতে পেলেন তাঁর দুই সঙ্গী: উইলকেনিং আর থীনকে। উইলকেনিংকে গলা তুলে বললেন প্লাসকাট, 'সময় থাকতে নিজের জায়গায় ফিরে যাবার চেষ্টা করো—'

বিরস মুখে উইলকেনিং তাকালেন প্লাসকাটের দিকে, ফিরে চললেন নিজের বাঙ্কারে। প্লাসকাট এবার প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত তাঁর বাহিনীর

সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। তাঁর একুশটি কামানের কোনোটিতে আঁচড় পড়ে নি। প্লাসকাট এর রহস্য বুঝলেন না। শুধু তাই নয়, তাঁর সেনাদলও অক্ষত! তবে কি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে প্রতিরক্ষা আবাসস্থল বলে ভুল করলো শত্রুরা? হবে। তাঁর বাঙ্কারে আক্রমণ তো সেই ইঙ্গিতই দেয়।

ফোন বেজে উঠলো, শেষবার। আগের কণ্ঠস্বর আবার সপ্রশ্ন, 'ঠিক কোথায় পড়ছে বোমাগুলো?'

'দোহাই বাবা, ওগুলো সর্বত্রই পড়ছে। আমাকে কি বেরিয়ে স্কেল দিয়ে মাপতে হবে জায়গাগুলো।' ফোন নামিয়ে দিয়ে প্লাসকাট চারদিকে তাকালেন।

না কেউ আঘাত পায় নি। উইলকেনিং ফিরে গেছে তার জায়গায়। গেছে থীনও। হ্যারাস নেই। এগিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে দিলেন প্লাসকাট। আরো বেশী জলযানের সমাবেশ ঘটেছে। রেজিমেন্টাল সদরের নম্বর চাইলেন প্লাসকাট। কর্নেল ওকার লাইনে এলে তাকে জানালেন, 'আমার কামানগুলো এখনো অক্ষত আছে।'

'ভালো। আপনি তাহলে এবার আপনার সদরে ফিরে যান।'

প্লাসকাট এবার তাঁর কামান-বিশারদদের ডেকে নির্দেশ দিলেন, 'আমি ফিরে যাচ্ছি। মনে রাখবেন, শত্রুসেনা জলের ধারে না পৌঁছনো পর্যন্ত, কোনো কামান থেকে গোলা বেরোবে না—'

শেষ পর্যন্ত মার্কিন বাহিনীর মোকাবিলায় তৈরী রইলো প্লাসকাটের চারটে ব্যাটারী।

'সর্বাধিনায়কের এক জরুরী নির্দেশ আপনাদের কাছে রাখছি ঃ আপনাদের অনেকেরই জীবন নির্ভর করছে, আপনাদের গতিবেগ ও অখণ্ডতার ওপর। এই নির্দেশ উপকূলের পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের জন্যে...'

ভিয়েরভিলের বাড়িতে জানলায় দাঁড়িয়ে মাইকেল হার্ডলে 'ওমাহা' সৈকতে পশ্চিম সীমায় আক্রমণ প্রহরের দৃশ্য দেখছে। কামানের আওয়াজ চলছে অবিরত। গোটা পরিবারটা—হার্ডেলের মা, ভাই, ভাগ্নী আর বাড়ির ঝি, সবাই বাইরের ঘরে মিলেছে। তারা একমত—ভিয়েরভিল-ই আক্রমণের লক্ষ্যস্থল···বিবিসি-র বার্তা, একঘন্টা আগে যা প্রচারিত হয়েছে, আর একবার শোনা গেলো তা : 'এখনই সহর ছেড়ে সরে যান। যাবার আগে প্রতিবেশীদের, যাঁরা শোনেনি এ' বার্তা, জানিয়ে যান—যে সব রাস্তায় লোক চলাচল বেশী সে সব রাস্তা এড়িয়ে যান...হেঁটে যান, সঙ্গে এমন কিছু নেবেন না, যা নিয়ে চলতে অসুবিধে হয়...খোলা জায়গায় চলে যান অবিলম্বে... একসঙ্গে বেশী মানুষ থাকবেন না...ফৌজী সমাবেশ ঘটতে পারে···'

হার্ডেলের হঠাৎ সেই অশ্বারোহী সেনাটির কথা মনে পড়লো। সে কি আগের মত কফি নিয়ে এই পথ ধরে যাবে? ঘড়ি দেখলো সে। সময় হয়ে গেছে। আসছে সে। ঘোড়ায় চড়ে, কফির পাত্র সঙ্গে। শান্তচিত্তে মোড় পেরোলো সে··

নৌবহর চোখে পড়লো তার···কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল বসে রইলো সে ঘোড়ায়। তারপর হঠাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লো, হোঁচট খেলো, আবার উঠলো। নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে দৌড়ে গেলো সে এবার। ঘোড়াটি ধীর পায়ে গ্রামের দিকে চলতে শুরু করলো। সময় তখন ছ'টা পনেরো।

আর পনেরো মিনিট। চরম মুহূর্তের প্রস্তুতিমগ্ন তিন হাজার মার্কিনী সেনা। ওমাহা আর ইউটা সৈকতের এক মাইলের মধ্যে এসে গেছে তারা।

আওয়াজ যত বাড়ছে, মানুষ ততো সোচ্চার হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য অতলান্তিক প্রাচীর নিস্তব্ধ। জনমানবের সাড়া নেই···

মিত্রপক্ষের সেনারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো—অবতরণ তাহলে নিরুপদ্রবেই হবে।

তবে, নিশ্চিন্তির প্রলেপ নেই তাদের চোখেমুখে। সমুদ্রব্যাধির শিকার যে সবাই তারা!

অবতরণ-নৌকোগুলোতে জল উঠতে আরম্ভ করলো। জল ছাঁকতে হলো। তবু, কিছু নৌকো ডুবলো। সাহায্যকারী-নৌকো কিছু লোককে উদ্ধার করলো। বাকিরা জলে ভাসলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সলিল সমাধি লাভ করলো কিছু, তাদের পিঠের বোঝা-ই হলো তাদের মৃত্যুর কারণ।

'ইউটা'র সৈকতের দিকে এগোলো মার্কিনীরা, নিমজ্জমান মানুষের আর্তনাদ কানে নিয়ে। উপকূলরক্ষী ফ্রানসিস রিলের চোখে সমস্ত ঘটনাটা ভাসছে; কিন্তু সে তাদের উদ্ধারের কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারে নি। কারণ, নির্দেশ ছিলো—ঘড়ি ধরে শুধু সেনাবতরণের ব্যবস্থা করবে, হতাহতের সংখ্যা যাই হোক।

লাসগলার পাশ দিয়ে এগোলো বহর। এ'দৃশ্যে এক জনের প্রতিক্রিয়া শোনা গেলো, 'শালাদের ভাগ্যি ভালো—আর সমুদ্র-ব্যামোয় ভুগতে হবে না ওদের!

আরো বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার নজীর আছে। করপোরাল লী ক্যাসন যখন নিজের অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরকে দোষারোপ করতে শুরু করে দিয়েছে, হিটলার আর মুসোলিনীকে এ পৃথিবীতে আনার অপরাধে, তার সঙ্গীরা বিস্মিত—কারণ বিশ বছরের এই তরুণটিকে এই প্রথম তারা কাউকে অভিশাপ দিতে শুনলো। নৌকাগুলোতে অস্ত্র-

পরীক্ষার হিড়িক চললো। গুলির ব্যাপারে অতি-সচেতন হয়ে পড়লো তারা। ইউজিন ক্যাফে তাঁর রাইফেলের জন্যে গুলি চেয়ে পেলেন না, কারো কাছ থেকেই। ক্যাফে-র অবতরণ সময় অবশ্য নির্দ্ধারিত বেলা ন'টা, কিন্তু যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আট জনের কাছ থেকে একটা ক'রে গুলি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তিনি।

ওমাহার জলেও ঘটলো বিপর্যয়। আক্রমণকারী সেনাদের সাহায্যে নিয়োজিক উভচর যানগুলোর প্রায় অর্দ্ধেকই ডুবে গেলো গোড়াতেই। পরিকল্পনানুযায়ী এদের মধ্যে চৌষট্টি যানের কাজ শুরু হবে তীর থেকে দু'তিন মাইলের দূরত্বে। অবতরণ বজরাগুলো বয়ে চলেছে তাদের তীরাভিমুখে। তারপরই ঘটলো বিয়োগান্ত নাটকের দৃশ্যটি; ঢেউয়ের দাপটে ছিঁড়লো ক্যানভাস, যন্ত্রাংশ বিগড়ালো...ইঞ্জিনঘর জলে জলময়...সাতাশটি ট্যাঙ্ক তলিয়ে গেলো...

কিছু মানুষ বাঁচলো, বাকিরা শহীদ হলো।

দুটি বিধ্বস্ত ট্যাঙ্ক এগিয়ে চললো কোনোরকমে তীর পানে। বত্রিশটি ট্যাঙ্ক শেষ পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছতে পারলো, কিন্তু তলিয়ে যাওয়া ট্যাঙ্কগুলোর অভাবে সেদিন অনেক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। জলে জীবিত আর মৃতের সহাবস্থান চলেছে। মৃতদেহগুলো জোয়ারে ভেসে চলেছে তীরের দিকে। জীবিতদের সঙ্গে মিলন আকাঙ্ক্ষায় ভাসছে তারা। জীবিতদেরও চলেছে লড়াই—জলদানবের সঙ্গে। সাহায্যের আকুতি তাদের কণ্ঠে।

অন্যান্যদের সঙ্গে সার্জেন্ট রেজিস ম্যাকক্লোস্কীও চলেছে, মনে তার ভাবনা, 'আমরা তো বাঁচাতে আসি নি, মারতে এসেছি।'

বমি করে ফেললো সে।

'ওমাহা' যত নিকটবর্ত্তী, গোলার ঐক্যতান তত বেশী। তীর থেকে হাজার গজের মধ্যে অবস্থানকারী অবতরণ-যানগুলো থেকে শুরু করেছে বর্ষণ। ওদের মাথার ওপর দিয়ে হাজারো প্রজ্জ্বলিত রকেট উড়ে চলেছে। জর্মনদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত—

ভাবে তারা। সারা সৈকত জুড়ে এখনো ধোঁয়াশা...তবু, জর্মন কামান আশ্চর্য নীরব। জনমানবহীন সৈকত...আরো কাছে এগোলো অবতরণ-বাহিনী...পাঁচশো গজ···না, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই···

ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে এগোচ্ছে বাহিনী...মরণপণ লড়াইয়ের ব্রত নিয়ে···লক্ষ্য তাদের সৈকতের অভ্যন্তরভাগ।

প্রথম দলটি তীরের চারশো গজের পাল্লায় পৌছোতে জর্মন কামান গর্জে উঠলো...সমস্ত শব্দ আর শোরগোল ছাপিয়ে একটা আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে উঠলো...ধাতব অঙ্গে গুলিবিদ্ধ হওয়ার আওয়াজ। সারা সৈকত জেগে উঠেছে—চার মাইল দীর্ঘ উপকূলের প্রতিটি কোণ থেকে অস্ত্রের ঝঙ্কার উঠলো...চরম মুহূর্তের শুরু...

ফৌজী মানুষগুলোকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সেদিন কোন প্রতীক ওড়ে নি, বাজে নি কোনো শিঙা বা বিউগল্। কিন্তু আজও আছে ইতিহাসের পাতা জুড়ে এ কাহিনী।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে এরা দীর্ঘকাল কাটিয়েছে, দেখেছে ভ্যালি ফর্জ, স্টোনি ক্রীক, অ্যান্টিয়েটাম, গোটিসবার্গের আকাশ, উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি আর সালেরনোর উপকূলও পেরিয়েছে—আজ তাদের সামনে আর এক উপকূল, শেষ অভিযান···ওমাহা'র 'রক্তাক্ত' উপকূল!

আধখানা চাঁদের আকারে গড়া উপকূলের দুই প্রান্তসীমার পাহাড় চূড়ো থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে এলো···'ডগ গ্রীন থেকে ফক্স গ্রীনে। ভিয়েরভিল- আর কোলেভিল-এর দিকের প্রস্থান-পথ দুটি জর্মনরা আগলে রেখেছে, সর্বশক্তি দিয়ে।

জলে-ভাসা যানগুলোর গতি স্তিমিত হলো। প্রচণ্ড বর্ষণের মুখোমুখি কিছু নৌকো লক্ষ্যভ্রষ্টও হলো। ভেসে চললো, অন্যত্র নিরাপদ কোনো ভূমির দিকে।

'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কিবা ভয়—' মনোভাব নিয়ে যারা

এগোলো, তাদের বরাতে জুটলো বুলেট। জলে পড়ে তারা বাঁচবার প্রয়াস চালালো কিন্তু ভাগ্যহত মানুষ তারা—মেসিনগানের গুলি বড় নির্মম। উনত্রিশ নম্বরের তিরিশটা মানুষ উড়ে গেলো গোলার প্রথম বর্ষণেই। তাদের কিশোর নেতা, সেকেণ্ড লেফটেনান্ট এডওয়ার্ড গিয়ারিং দলের আরও ক'জন জলের ওপর মাথা তুললো কিন্তু অসহায় তারা, সবই তো গেছে তাদের।

গিয়ারিং আর তাদের সঙ্গীদের পরীক্ষার এই তো শুরু। ঘণ্টা তিনেক পরে তারা সৈকতে নামবে—না ভুল বললাম, গিয়ারিং একাই নামবে, কারণ তার ফৌজের অন্যান্য সকলেই যে শেষ হয়ে গেছে, না হয় হয়েছে নিখোঁজ।

নৌবহর তীরবর্তী হতে জর্মন তৎপরতা বাড়লো। সমুদ্র-ব্যাধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘকালীন জল-অবস্থানের যন্ত্রণা। সবশেষে বাঁচার লড়াই, সেও জলেই। প্রাইভেট ডেভিড সিলভার অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চকর—চারপাশে বুলেট বৃষ্টির মধ্যে সে নিরুপায়, তার রাইফেল বালিতে ভর্তি হয়ে গেছে। জলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো সে, এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার পিঠের বোঝা নেমে এলো গুলির আঘাতে। সিল্‌ভা থামলো, সৈকতের 'প্রাচীরে'র আড়ালে কোনোরকমে আশ্রয় নিলো।

মৃতদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপটেন শেরম্যান বারোজ। বারোজ-এর এক সহযোগী চার্লস কথোন, বারোজ-এর লাস সমুদ্রে ভাসতে দেখে ভাবলো—লোকটা তার প্রিয় কবিতা 'দ্য সুটিং অফ ড্যান্‌ ম্যাকগ্রিউ' আবৃত্তি করে যেতে পেরেছে কি, তার পরিকল্পনা মত। কে জানে!

আর এক সঙ্গী ক্যাপটেন ক্যারল স্মিথও বারোজ-এর লাস পেরিয়ে যেতে যেতে ভেবেছেন, বারোজ মাথার যন্ত্রণায় আর কষ্ট পাবে না, কারণ তার মাথা ভেদ করেই চলে গেছে গুলি।

ডগ গ্রীণ-এর গণহত্যার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের একটা

কোম্পানী নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলো, কিন্তু এক তরফা হয়নি সমস্ত ব্যাপারটা। রেঞ্জারদের নেলসন নয়েস—বাজুকার ভারে নুয়ে পড়েছে। শ'খানেক গজ এগিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো সে। তার বাঁ পায়ে মেসিনগানের গুলি লেগেছে। মাটিতে শুয়ে ওপর দিকে চোখ তুললেই নয়েস, চূড়ো থেকে দুটি জর্মন সেনা ঝুঁকে তাকেই দেখছে। এরাই গুলি করেছিলো তাকে। আস্তে কনুইয়ের ওপর ভর করে উঠলো নয়েস—তার টমি-গান তাক করলো চূড়োর দিকে, দুজনকেই গুলি করে নামালো সে···

প্রায় একই সময়েই কোম্পানী কম্যাণ্ডার ক্যাপটেন র‍্যালফ্ গোরানসন পাহাড়ের নীচে পৌঁছলেন। তাঁর অবশিষ্ট সত্তরটি মানুষের সংখ্যা দিনের শেষে নেমে যাবে বারোতে।

তাই বলছি, ওমাহার মানুষগুলোর দুর্ভাগ্যের যেন শেষ নেই।

অবতরণ এলাকা ভুল করায় যে ভুল হয়েছে, তার ফলে জটিলতা বেড়েছে। যাদের যেসব লক্ষ্যস্থলে নেমে সেগুলো দখল করার কথা, তারা তার ধারে-কাছেও পৌছতে পারে নি। ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তারা। একাধারে জর্মনদের গুলিবৃষ্টি, অন্যদিকে অপরিচিত পরিবেশ। ওপরওলা নেই, নেই সংযোগ-ব্যবস্থা। হতাশা জর্জরিত মানুষগুলো তবু কাজ করে চলেছে কিন্তু এ লড়াই তো হারের।

সকাল সাতটায় নামলো দ্বিতীয় দলটি। ওমাহা এখন কসাইয়ের রূপ নিয়েছে। গুলি তুচ্ছ করে তীরে উঠলো সেনারা। বিপর্যস্ত সৈকতে নামতে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে তাদের। সমস্ত তীরভূমি জুড়ে মার্কিনীদের মৃতদেহগুলো ঢেউয়ের আঘাতে একে অন্যের শরীরে আছড়ে পড়ছে। শুধু মানুষ কেন, সারা তল্লাট জুড়েই তো হরেক সরঞ্জামের মেলা: ভারী যন্ত্রপাতি, গোলা বারুদের বাক্স, চূর্ণবিচূর্ণ বেতার, সামরিক ফোন, গ্যাস মুখোশ, শিরস্ত্রাণ, কি নেই। সব ছড়িয়ে উপকূলের মাটিতে, বালুকাবেলায়...

বেওয়ারিশ জ্বলন্ত ট্যাঙ্কগুলো থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে, একপাশে হেলে পড়া বুলডোজার ··যুদ্ধের নানা ভয়াবহ অস্ত্রের মিছিলের মাঝে একটা ভাঙা গীটারও পড়ে···

আহত মানুষগুলো তাদের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে উদাসীন, নির্লিপ্ত, শান্ত চোখে চলেছে তাদের পর্যবেক্ষণ। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার্স' স্পেশাল ব্রিগেডের স্টাফ সার্জেন্ট মেডিক্যাল আর্দালি অ্যালফ্রেড আইজেনবার্গের মনে পড়ে, 'মানুষগুলো যেন হঠাৎ অত্যন্ত বিনয়ী হয়ে উঠলো।' সৈকতে নেমে তার প্রথম কয়েকটা মিনিট কেটে গেলো সিদ্ধান্ত নিতে—কোথায় এবং কাকে নিয়ে কাজ শুরু করবে সে। ডগ রেড-এর বালিয়াড়ীতে এক তরুণ সেনা পড়ে আছে, তাঁর হাঁটু থেকে কুঁচকি পর্যন্ত এক গভীর ক্ষত·· যেন কোনো শল্য চিকিৎসকের হাতে নিপুণ অস্ত্রোপচারের স্বাক্ষর। আইজেনবার্গ তার কাছে যেতে সে বললো, 'আমার সঙ্গে যতগুলো সালফার বড়ি ছিলো খেয়ে ফেলেছি। সালফার পাউডারও ছড়িয়ে দিয়েছি ক্ষতস্থানে, ভালো হয়ে যাবো, কি বলো?'

উনিশ বছরের কিশোর আইজেনবার্গ এই পরিস্থিতিতে কি বলা উচিত ভেবে পেলো না। মরফিনের একটা ইনজেক্শন ফুঁড়ে দিয়ে উত্তরে বললো, 'নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে তুমি—'

আইজেনবার্গ তরুণটির হাঁটুটা টেনে নিয়ে সযত্নে একে একে ক'টা সেফটি পিন এঁটে দিলো। এর বেশী কিছু ভাবতে পারে নি সে মুহূর্তে সে।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই পৌছলো তৃতীয় দলটি। থমকে গেলো তারা। তাদের চতুর্থ দলটিরও অনুরূপ অবস্থা হলো। দেখলো বালিয়াড়ীতে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে, গায়ে গা লাগিয়ে পড়ে আছে সেগুলো। মৃত্যুতেও তারা অবিচ্ছিন্ন। নতুন মানুষগুলো তাদের শরীরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে, বোমাবর্ষণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে। চারিদিকে এই মৃতের মেলায় তারা শক্তিহীন, পক্ষাঘাত পুষ্ট যেন।

টেকনিক্যাল সার্জেন্ট উইলিয়াম ম্যাকক্লিন্টক-এর নজরে পড়লো এক অদ্ভুত দৃশ্য : জলের ধারে বসে এক সেনা অন্যমনে টিল ছুঁড়ে চলেছে জলে, চারপাশের দুনিয়া সম্পর্কে নির্লিপ্ত সে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে...এখানে ওখানে যে ক'জন মানুষ আছে, তারাও কিছু পরে থাকবে না। কারণ, তারা জেনেছে সৈকতে অবস্থিতি মানে মৃত্যু। তাই তারা সরে যাচ্ছে...

দশ মাইল দূরত্বের সৈকত ইউটা-তেও সেনাদল নামলো। চতুর্থ ডিভিশানে গড়া দলটি বিনা বাধায় নামলো। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা ব্যবহৃত গোলাবারুদ, মেসিনগান—আর রাইফেলের গুলি...তবে, ত্রাস-সঞ্চারকারী দৃশ্য নয় নিশ্চয়ই। অবতরণের ব্যাপারটা নেহাৎই গতানুগতিক মনে হয়েছে, মানে, আর এক দফা অনুশীলন আর কি। অন্যদের কাছে অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স-এর কিছু, কারণ ইংল্যাণ্ডের শ্ল্যাপ্‌টন স্যাণ্ডস্‌-এর অনুশীলনের দিনগুলো'র চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রমের ছিলো। শান্ত সৈকত। প্রতিবন্ধকহীন। ধ্বংসকারী দল এগিয়ে গেলো। প্রতিরক্ষার এক পঞ্চদশগজী ব্যূহ ভেদ করে ফেলেছে তারা—প্রাচীরের অংশে ফাটল ধরানোর কাজও শেষ...আর একটা ঘণ্টা, উপকূলের অংশটুকু তাদের দখলে আসবে।

সাফল্যের মূলে একটা বড় ভূমিকা ছিলো উভচর ট্যাঙ্কগুলোর। এইগুলোর প্রাক-আক্রমণ গোলাবর্ষণ জর্মনদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে। তবু, অনেক রক্ত দিতে হয়েছে মিত্রপক্ষের যুবশক্তিকে। সৈকতে অবতরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের।

বালিয়াড়ীতে পায়চারী করে চলেছেন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল সাতান্ন বছর বয়সের থিয়োডর রুজভেলট। সেনাদলের প্রথম দলটির সঙ্গে অবতরণকারী প্রথম জেনারেল। যুদ্ধক্ষেত্রে আসার জন্যে তাঁর আবেদন প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হয়, কিন্তু রুজভেলট চতুর্থ বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসার রেমণ্ড বার্টনকে হাতে লেখা এক চিঠিতে

জানালেন, 'আমি তাদের সঙ্গে আছি জানলে ছেলেরা (সেনারা) উৎসাহিত হবে—'

অনিচ্ছায় রাজী হলেন বার্টন, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তাঁর মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বলেছেন, 'আমি যখন টেডকে (রুজভেল্ট) বিদায় জানাই ওকে কোনোদিন জীবিত দেখতে পাবো ভাবি নি—'

কিন্তু, দৃঢ়চেতা মানুষ রুজভেলট জীবিত ফিরেছিলেন।

তৃতীয় দলটি সৈকতের মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই জর্মনরা গুলিবর্ষণ শুরু করে দিলো। অনেক পরে ধোঁয়া ভেদ করে এক কৃষ্ণকায় মানুষ বেরিয়ে এলো, মাথায় নেই তার শিরস্ত্রাণ, যুদ্ধসরঞ্জামও নেই সঙ্গে। চোখ দুটো তার অস্বাভাবিক—সোজা হেঁটে এলো সে সৈকত বরাবর।

রুজভেলট তাকে দেখে, আর্দালিকে একটা হাঁক দিয়ে দ্রুতপায়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন, কাঁধে হাত রাখলেন, 'ছেলে, আমার মনে হয় তোমাকে ফিরে যেতে হবে—'

রুজভেলট জানতেন ইউটা-র উপকূলে তাঁদের অবতরণ সঠিক হয় নি, তবু শাপে বর হলো—হতাহতের সংখ্যা নগণ্য দাঁড়ালো।

রুজভেলটকে কিন্তু অবিলম্বে এক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখন থেকে কয়েক মিনিট অন্তর আক্রমণকারী দলের অবতরণ চলবে! তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—অবতরণকারীদের এখানেই নামতে দেওয়া হবে কিনা, না, ইউটার মূল সৈকতের দিকে পাঠানো হবে তাদের।

কিন্তু বেরোবার রাস্তা প্যাকা করতে না পারলে, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হবে। ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডারদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন রুজভেলট। দ্রুত কাজ সারতে হবে, আক্রমণের প্রথম ধাক্কা ওরা সামলে ওঠার আগেই। প্রতিরোধ নেই তেমন। প্রথম ইঞ্জিনিয়ার স্পেশাল ব্রিগেডের কর্নেল

ইউজিন ক্যাফে-র দিকে ফিরলেন তিনি, 'আমি এদের নিয়ে এগোচ্ছি, তুমি নৌবহরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের আনাবার ব্যবস্থা করো—আমরা এখান থেকেই যুদ্ধ শুরু করবো।'

আর একদিকে ইউটার উপকূল ছাড়িয়ে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ 'করি' তার গোলা দ্রুত নিঃশেষ করে চলেছে। লেফটেনান্ট কমাণ্ডার হফম্যান, নোঙর করার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করে দিয়েছেন গোলাবর্ষণ। শত্রুপক্ষের একটা ব্যাটারী অন্ততঃ আর তাদের বিরক্ত করবে না—একশো দশ রাউণ্ড গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে গোটা বাহিনীটাকে। জর্মনরা কিন্তু গুলি বিনিময় করে চলেছে—একমাত্র 'করি' নৌযানটিই তাদের কাছে দৃশ্যমান। 'ধোঁয়া-উদ্গিরণ-কারী' বিমানগুলোকে কাজে লাগানো হয়েছে, তীরে অবতরণকারী যানগুলোর রক্ষাকবচ করে।

সেন্ট মারকুফ-এর অদূরের এক গ্রামে অবস্থানকারী একটা ব্যাটারী কিন্তু দৃশ্যমান ডেস্ট্রয়ারটির বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে চলেছে। হফম্যান পিছিয়ে যাবেন ঠিক করলেন, কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। 'করি' র অবস্থান অগভীর জলে, কাজেই লুকোচুরি খেলতে হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর শেষে তাদের সব কটি কামানের মুখ ঘুরলো সৈকতাভিমুখে, অবিশ্রাম গোলা পড়ে চললো।

তাদের সঙ্গে হাত মেলালো মার্কিন ডেস্ট্রয়ার 'ফিচ'। শুরু করলো আক্রমণ। কিন্তু নাজীদের হাত জমে গেছে, হফম্যানকে রণে ভঙ্গ দিতে হলো। প্রবাল প্রাচীর থেকে অনেক ফারাকে এসে নির্দেশ জারী করলো হফম্যান, 'ডাইনে ঘোরাও! পুরো স্পীড!' লাফিয়ে এগোলো জলযান। পেছনে তাকালেন হফম্যান—বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু সামনের বিপদ কাটে নি···আটাশ 'নট'-এর গতিতে 'করি' সোজাসুজি একটা জলমগ্ন বিস্ফোরকে (submerged mine) আঘাত করলো।

একটা কর্ণবিদারী আওয়াজ—জল থেকে লাফিয়ে একপাশে ছিটকে

পড়লো 'করি'; ভূমিকম্পের শিকার যেন। বেতার-ঘরে বেনী গ্রিসান কেবিনের জানলা (portholo) দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলো, তার মনে হলো 'সিমেন্ট বালি' মেশানো যন্ত্রে (concrete-mixer) ফেলে দেওয়া হয়েছে তাকে। পরমুহূর্তে একটা ঝাঁকুনিতে ছাদে মাথা ঠেকলো তার, মাটিতে পড়ে হাঁটুও ভাঙলো।

বিস্ফোরকের আঘাতে 'করি' দ্বিধাবিভক্ত। মূল ডেকের একাংশে ফাটল ধরেছে। ইঞ্জিন-ঘর জলে জলময়। যান্ত্রিক শক্তি ছাড়াই 'করি' উন্মত্ত বেগে এগোলো। হফম্যান তাঁর কামানগুলো পরীক্ষা করলেন—সেগুলো নিস্ক্রিয় নয়। চালকেরা তৎপর হয়ে উঠলো মুহূর্তে।

ছিন্ন সাজে হাজার গজ এগোলো 'করি'—একেবারে নিশ্চল হবার আগে। জর্মনরাও শুরু করলো তাদের শেষ বর্ষণ। হফম্যান এবার নির্দেশ দিলেন, 'জাহাজ ছাড়ো—'

মানুষগুলো তাদের প্রিয় জাহাজ ছাড়বার মুহূর্তে আরও ন'টি গোলা পড়লো···অস্ত্রশস্ত্র জ্বলে গেলো—

হফম্যান শেষবারের মত দেখে নিলেন 'করি'-র চারদিক। একটা ভেলায় আস্তে নেমে গেলেন। 'করি' ধীরে নেমে গেলো জলের গভীরে, মাস্তুলটি শুধু তার দেখা যাচ্ছে!

ডি ডে-র সকালে মিত্রপক্ষের একমাত্র 'বড়' ক্ষতি।

হফম্যানের দুশো চুরানব্বই জন মানুষের তেরো জন প্রাণ হারিয়েছে এর মধ্যেই বা নিখোঁজ হয়েছে। আঘাত পেয়েছে পঁয়ত্রিশ জন।

হফম্যান ভেবেছিলেন তিনিই শেষ মানুষ যিনি 'করি' ছেড়েছেন কিন্তু না। তাঁর পরে আর একটা মানুষ 'করি' ছেড়েছিলো—আজও কেউ তার পরিচয় জানে না। ভাসমান ভেলাগুলো থেকে মানুষ সবিস্ময়ে দেখলো একটি নৌসেনাকে মাস্তুলের দিকে এগোতে। গুলি-বিধ্বস্ত পতাকাটি সযত্নে তুলে দিলো দণ্ডে অখ্যাত মানুষটা, চারপাশের গোলা বৃষ্টি উপেক্ষা করে—নেমে সাঁতার দিয়ে অদৃশ্য

হয়ে গেলো। পতাকাটি দণ্ডে এক মুহূর্ত জড়িয়ে রইলো, ক্রমে বিস্তৃত হয়ে হাওয়ায় উড়লো—

ইউটা আর ওমাহা জুড়ে চলেছে আক্রমণ। লক্ষ্য পয়েন্ত-দু-হক-এর চূড়ো! কিন্তু তৃতীয় দলটির অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে লেফটনান্ট কর্নেল জেমস্ রাডার-এর তিনটি রেঞ্জার কোম্পানীর ওপর গুলি চললো। তীরে অদূরে ভাসমান ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার 'ট্যালিবন্ট' আর তার সঙ্গে মার্কিন ডেস্ট্রয়ার 'স্যাটারলি'ও তাদের সাহায্যে এগোলো। চরম মুহূর্তে রাডার-এর রেঞ্জারটা পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হবার কথা কিন্তু পথপ্রদর্শক নৌকো তাদের ভুলপথে চালিত করলো—নিয়ে গেলো পয়েন্ত দ্য লা পেরসিতে। রাডার ভুল বুঝতে পারলেন কিন্তু ফিরে কাজ শুরু করতে সমস্ত পরিকল্পনা ওলটপালট হয়ে গেলো। তাঁর পাঁচশো মানুষ হারালেন রাডার, ৫ম বাহিনীর লেফটনান্ট কর্নেল ম্যাক্স স্নাইডারের সাহায্যও গেলো। পরিকল্পনা: রাডার কাঁপানো সংকেত জানাবেন আগুন জ্বেলে, তাঁর সঙ্গীরা পাহাড়ে ওঠার মুহূর্তে। স্নাইডার সকাল সাতটার মধ্যে এই সংকেত না পেলে জানবেন রাডার ব্যর্থ হয়েছেন। ওমাহার পথে চার মাইল এগিয়ে যাবেন, সেখানে উনত্রিশ নম্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে রেঞ্জাররা এগোবে পশ্চিমমুখে—পয়েন্তের দিকে।

কিন্তু সাতটা দশ হ'য়ে গেলো স্নাইডারের ঘড়িতে—সংকেত এলো না। স্নাইডার ওমাহার দিকে এগোলেন।

একটা ভয়াবহ দৃশ্য—রকেটের সঙ্গে কেঁপে উঠলো দিকবিদিক। চূড়ো থেকে গুলির সঙ্গে নেমে এলো মাটির বড় বড় চাঁই। হাত বোমা ছুটে এলো—স্নাইজারের শব্দ উঠলো। রেঞ্জারের দল কোনোরকমে মাথা বাঁচিয়ে চললো, চলতে থাকলো নৌকো থেকে মাল নামানোও। দু'টি সম্প্রসারণযোগ্য সিঁড়ি দিয়ে চূড়োর কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা চললো—টমি আর ব্রাউনিং থেকেও আগুন

ঝরলো এবার—

নরম্যাণ্ডির উপকূলে লড়াইয়ের শেষ পর্ব শুরু হলো। পূব দিক থেকে এগোলো ব্রিটিশ দ্বিতীয় আর্মি, লেফটেনাণ্ট জেনারেল ডেম্পসীর নেতৃত্বে। চারটি বছর অপেক্ষা করেছে তারা এই দিনটির জন্যে। তিক্ত স্মৃতির বদলা নেওয়ার অপেক্ষায়। ম্যুনিখ আর ডানকার্কের তিক্ত স্মৃতির—

পশ্চাদপসরণের অধ্যায় একের পর এক। বিপর্যয়কারী অসংখ্য বোমার মেলা। সেই দুর্দিনে ক্যানাডিয়োরাও মার খেয়েছে দিয়েপের লড়াইয়ে। এ ছাড়া বাড়ি ফেরার জন্যেও উন্মুখ ফরাসী-সেনা, হিংস্র ; প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে তারা।

এক বিচিত্র উল্লাসের আলোড়নে আকাশ বাতাস মুখরিত। গানে আবৃত্তিতে একঘেয়েমি কাটাতে সচেষ্ট সবাই। ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছে। অর্নে'র মুখ আউইস্ট্রেহাম্ থেকে শুরু করে পশ্চিমে লে হ্যামেল গ্রাম—সোর্ড, জুনো আর গোল্ড-এর মিলিত তটরেখার বিশ মাইল এলাকায় ব্রিটিশরা নামলো। সারা সৈকতের বাতাস ভারী হয়ে উঠলো—

কিন্তু দুশ্চিন্তা গোপন প্রতিবন্ধক-এর ব্যাপারগুলোর জন্যেই বেশী, প্রতি-হামলার চেয়ে সেগুলোই বেশী ভাবাচ্ছে। বিধবংসী-বাহিনীর হাতে মাত্র কুড়ি মিনিট সময়। তারপরই শুরু হবে মূল দলের অবতরণ। কিন্তু বাধা দুস্তর—নরম্যাণ্ডির সামগ্রিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সবচেয়ে জোরালো, প্রতিপদেই মারাত্মক ব্যাঘাত। থামলে চলবে না। সুসংবদ্ধভাবে এগিয়ে চলাই কাজ। বাধা অপসারণের কাজ—

শত্রুপক্ষ নিশ্চেষ্ট নেই আর—বিপর্যয়কারী আক্রমণ চালিয়েছে তারা। চারটে নৌকো প্রথম কিস্তিতেই নিখোঁজ ; এগারোটি ক্ষতিগ্রস্ত। একটা জাহাজের দিকে ফিরে চললো। রেজিমেনটের সার্জেন্ট ডোনাল্ড গাড'নার দলবলসহ তীরের পঞ্চাশ গজের মধ্যে

পৌঁছবার আগেই জলে পড়লেন। সঙ্গের সব কিছুই গেলো।

সাতার দিয়ে চললো মানুষ, মেসিনগানের অবিশ্রান্ত গুলি মাথায় নিয়ে। জলের মধ্যেই গার্ডনারের কানে এলো, কেউ বলছে, 'আমরা বোধহয় অনধিকার প্রবেশ করেছি, এটা তো প্রাইভেট ব্যাপার মনে হচ্ছে—'

অনেকে কৌতুক অনুভব করলো এ'তে। কৌতুকের কাহিনী সেদিনের আরও আছে। নিমজ্জমান মানুষগুলোকে তুলে নেওয়া হচ্ছিলো বিভিন্ন নৌযানে—লেফটেনান্ট মাইকেল অল্ডওয়ার্থ এ দৃশ্যের মন্তব্য করলেন, 'বণ্ড ষ্ট্রীটে ট্যাক্সি ডাকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো যেন অনেকটা—'

অনেকে নিরাপদ জায়গায় নামলো। কিন্তু ফিরে যেতে হবে শুনে কম্যাণ্ডো বিক্ষুব্ধ হলো। আহত মেজর স্ট্যাকপুল এলসিটির মন্তব্য শুনে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ননসেন্স্। তোমরা সব ক্ষেপে গেছো—'

জলে ঝাঁপ দিলেন মেজর, তীরের দিকে সাঁতরে চললেন—চোট লাগা উরু নিয়ে।

কিন্তু 'প্রতিবন্ধক' ব্যবস্থা জোরদার নাজীদের। লে হ্যামেল গ্রামটি জর্মনদের শক্ত ঘাঁটি। একের পর এক পড়লো মানুষ। আট ঘনটা চলবে এই রক্তক্ষয়ী লড়াই—লে হ্যামেল-এর পতন হবে হ্যাম্পশায়ারের সেনাদের হাতে। ডি-ডের শেষে তাদের হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াবে ছশো।

ডরসেট রেজিমেনট নামলো এবার উপকূলে। তারা তাদের কাজ সারলো চল্লিশ মিনিটে। পরের দল গ্রীন হাওয়ার্ডস্‌ও নামলো, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এক ঘন্টার মধ্যে তারাও তাদের ডি ডে-র কাজ শেষ করলো।

কাজ করে চলেছে সার্জেনট মেজর স্ট্যানলি হলিসও। এ পর্যন্ত তার হাতে নব্বইটি জর্মন সেনা প্রাণ দিয়েছে। একাই একটা পিলবক্স দখল করে ফেললো সে। ভয়শূন্য হলিস হাতবোমা আর

স্টেনগান দিয়ে আরও দুজন জর্মনকে খতম করলো। ডি-ডের শেষে তার হাতে আরও দশটি জর্মন সেনা শেষ হয়ে যাবে—

'জুনো' সৈকতেও লড়াই চলেছে ক্যানাডিয়ো বাহিনীর সঙ্গে নাজী সেনার। পিলবক্সে, পরিখায়, সুসজ্জিত বাড়িতে, রাস্তায় রাস্তায়—ঘনটা দুয়েকের মধ্যেই কুরসিউ—যেখানে লড়াই চলেছে, দখল হয়ে গেলো।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো মিত্রপক্ষের জওয়ানরা। ওদের সার্জেন্ট এডওয়ার্ড অ্যাশওয়ার্থের বড় শখ, জর্মন শিরস্ত্রাণ একটা স্মরণিকা হিসেবে নিয়ে যাবে। সুযোগও এসে গেলো, ছটি জর্মন সেনাকে ধরে বালিয়াড়ীর পেছনে নিয়ে যেতে দেখলো সে। অ্যাশওয়ার্থ দৌড়ে গেলো—একজনের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো সে। লোকটার কণ্ঠনালী কেটে দেওয়া হয়েছে।

হ্যাঁ। সব কজনেরই কণ্ঠনালী কাটা। অ্যাশওয়ার্থ ফিরলো, পাখীর ভয় নিয়ে—টিনের টুপি সংগ্রহ করতে পারে নি সে সেদিন।

সার্জেন্ট ডি লেসির হাতেও বারো জন নাজী ধরা পড়েছে, সাগ্রহে আত্মসমর্পণ করেছে তারা। ডি লেসি তাদের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিলো, মনে পড়লো তার—এক ভাইকে হারিয়েছে সে উত্তর আফ্রিকাতে।

'দেখো, দেখো, হতভাগাদের দেখো একবার।' একটু থেমে আবার বললো, 'অ্যাই, ওদের এখান থেকে হটাও তো!'

রাগ কমে আসতে ক্যান্টিনে এক কাপ চা তৈরী করলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক নবীন অফিসার ঢুকলো, 'দেখো সার্জেন্ট এখন চা করার সময় না কিন্তু!'

ডি লেসি তার একুশ বছরের সামরিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত নির্লিপ্ততায় জবাব দিলো, 'স্যার, এখন তো আমরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছি না—সত্যিকার যুদ্ধ চলছে। আপনি মিনিট পাঁচেক ঘুরে এলে এক কাপ ভালো চা খেতে পাবেন—'

অফিসারটি পরে এসেছিলো। [জুনো সৈকতে সাংবাদিকদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো লণ্ডনের সঙ্গে। ইউনাইটেড প্রেসের রোনাল্ড ক্লার্ক এলো ছ'টা পায়রা নিয়ে, ছোট ছোট বার্তা তৈরী করে পায়রার পায়ে বেঁধে দেওয়া হলো। পায়রাগুলোর সবগুলোই সবাই ঠিক রাস্তায় ওড়ে নি, কিছু ফিরে এসেছে। কিছু নিখোঁজ হয়। চারটে পায়রা অবশ্য লণ্ডনে পৌছেছিলো।]

জুনো-তে ক্যানাডীয়োরাই বেশী মার খেয়েছে। অশান্ত সমুদ্র তাদের অবতরণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। পূব দিকে বাধা অনেক। তাছাড়া নৌ ও বিমান ধ্বংসকারী বোমারুগুলো উপকূলীয় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা বানচাল করতে পারে নি। কোনো কোনো এলাকায় ট্যাঙ্ক ছাড়াই সৈকতে নামতে হয়েছে সেনাদলকে।

ট্যাঙ্কের সহযোগিতায় যারা নেমেছে, তারা এগিয়ে গেলো, মৃত ও মুমূর্ষুদের মাড়িয়ে! কমাণ্ডার ক্যাপটেন ড্যানিয়েল ফ্লাণ্ডার ছুটে এলেন, তীক্ষ্ণ হুঙ্কার ছাড়লেন, 'আরে, ওরা যে আমাদেরই লোক!' একটা কাঠ তুলে মারলেন সেটা সর্বশক্তি দিয়ে ট্যাঙ্কের গায়ে। না। ভেতরের মানুষগুলো সে আওয়াজ শুনতে পেলো না! আপন গতিতে এগোলো ট্যাঙ্ক। ক্রোধোন্মত্ত ফ্লাণ্ডার গ্রেনেড ছুঁড়লেন, এবার চমকিত মানুষগুলো ঢাকনি খুললো—ব্যাপারটা ধরা পড়লো! আধ ঘণ্টায় শেষ হলো বারনিয়েরস্ সেন্ট অবিন-এর লড়াই। ভেতরের দিকে এগোলো বাহিনী। চললো দখলের পালা। সৈকত বরাবর পূব দিকেও এগোলো তারা। সামনে আর এক দায়, জুনো আর সোর্ড-এর ফারাক সাত মাইল! একচল্লিশ নম্বরের সঙ্গে মিলিত হবে তারা সৈকত দুটির মাঝামাঝির একটা জায়গায়। পরিকল্পনা তাই—কিন্তু কমাণ্ডোগুলো ফ্যাঁসাদে পড়লো। আটচল্লিশ নম্বর আটকা পড়লো জুনোর পূবে মাইল খানেক দূরে লাংরূনে।

প্রবেশ নিষেধ।

প্রতিটি বাড়িই সেখানে শক্ত ঘাঁটি—মাইন, তার কাঁটা আর পাকা দেওয়ালে—উচ্চতায়, কোথাও ছ' ফুট, চওড়ায় পাঁচ ফুট কোথাও। ভারী গুলিবৃষ্টিতে অভ্যর্থিত আক্রমণকারীরা। আটচল্লিশ নম্বর থমকে দাঁড়ালো—ট্যাঙ্ক নেই, নেই কামান তাদের।

সোর্ড-এ একচল্লিশ নম্বর পশ্চিমে ঘুরে লায়ন-সুর-মের-এর দিকে চললো। ফরাসীদের কাছে খবর: জর্মনরা সরে গেছে অন্যদিকে। সহরের প্রান্তে না পৌঁছনো পর্যন্ত খবর পাকা মনে হলো কিন্তু উপকণ্ঠে পৌঁছতেই অভ্যর্থনা শুরু হলো। আটচল্লিশ আর একচল্লিশের অবস্থা তখন এক।

সোর্ড সৈকতে বিপদজ্জনক জায়গাগুলোর অন্যতম—লায়ন সুর-মের। এখানেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তোড়জোড় বেশী। হতাহতের খতিয়ানও এইখানেই বেশী হবার কথা। এক নম্বর দক্ষিণ ল্যাঙ্কশায়ার রেজিমেন্ট-এর প্রাইভেট জুন গেল পরে জেনেছে···অবতরণকারী প্রথম দলটি সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কমাণ্ডোদের কাছে আরো ঘোরালো করে তোলা হলো ব্যাপারটা—তাদের বলা হলো, 'যাই ঘটুক না কেন, সৈকতে পৌঁছতে হবে তোমাদের...স্থানত্যাগ চলবে না, ফেরাও চলবে না—'

হুঁশিয়ারী ছিলো...শতকরা চল্লিশটি মানুষও নাকি অক্ষত নামবে না তীরে। সংখ্যা বেশীও হতে পারে। প্রাইভেট ক্রিস্টোফার স্মিথ এ' কথা বিশ্বাস করেছিলো, কারণ—ইংল্যাণ্ড ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে গসপোর্ট সৈকতে ক্যানভাসের পর্দা টাঙানো দেখেছে সে—জেনেছিলো লড়াইক্ষেত্র থেকে 'ফেরৎ' মড়া বাছাইয়ের জন্যে নাকি এই ব্যবস্থা। তাহলে কি আশংকাই সত্যি হলো? না হলে কয়েকটি এলাকায় নামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হতে হবে কেন। কেউ জানে না সেদিন কত মানুষ প্রাণ দিয়েছে, তবে ল্যাঙ্কশায়ার-এর দুশো মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়েছে প্রথম কয়েক মিনিটেই। খাকি পোষাকে তাদের 'দোমড়ানো' শরীরগুলো

পরবর্তী দলগুলোর মনে আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে···

রক্তক্ষয়ী যদিও, সোর্ড-এর লড়াই ক্ষণস্থায়ী হয়েছে। [এ' নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। ইস্ট ইয়র্কের তরুণদের মতে—ব্যাপারটা অনুশীলনের চেয়ে শক্ত কিছু মনে হয় নি তাদের। চতুর্থ কম্যাণ্ডের থেকে দাবী করেছে, তারা চরম মুহূর্তের তিরিশ মিনিট পরে গেলেও ইস্ট ইয়র্কের ছেলেদের জলের ধারেই দেখেছে! অষ্টম ব্রিগেডের নায়ক ব্রিগেডিয়ার ক্যাস-এর বক্তব্য—কমাণ্ডোরা নামার আগেই ইস্ট ইয়র্ক সৈকত ছেড়ে গেছে।

যাই হোক, প্রাথমিক কিছু ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া উপকূলের অবস্থা প্রায় স্বাভাবিকই ছিলো সেই সকালে। পরবর্তী দলগুলোর ওপর কিন্তু মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তারা বিশ্বাস করেছে এখানে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলেছে।

ফরাসীরা আক্রমণকারী সেনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে সর্বত্র। পারিপার্শ্বিক বিপদের সমস্ত অবস্থাকে তুচ্ছ করেছে। এর মধ্যেই রাজকীয় পোষাকে, মাথায় ঝকঝকে পেতলের শিরস্ত্রাণ একজনকেও সৈকতের দিকে আসতে দেখা গেছে। ভদ্রলোক কোলেভিল-এর অর্নের (মাইলখানেক ভিতরে এক গ্রাম) পৌরপিতা। সেনাদের স্বাগত জানাতে এসেছেন।

ফরাসীরা ছাড়াও, জর্মনরাও সম্বর্ধনায় আগ্রহী। স্যাপার হেনরি জেনিংস নামার সঙ্গে সঙ্গে একদল জর্মনের মুখোমুখি পড়ে গেলো। অবশ্য এরা সকলেই রুশ এবং পোলিশ স্বেচ্ছাসেবক। আত্মসমর্পণ-ব্যাকুল। রাজকীয় আর্টিলারীর এক শাখা-ক্যাপটেন জেরাল্ড নর্টনের অভিজ্ঞতা আরো চমকপ্রদ, 'চারটি জর্মন সেনা স্যুটকেস হাতে সৈকতে দাঁড়িয়ে—ফ্র্যান্সের বাইরে চলে যাবার প্রথম সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে তারা—'

সৈকতের এই বিশৃঙ্খলা পেছনে ফেলে ব্রিটিশ আর ক্যানাডিয়োরা এগিয়ে চললো, ভেতরের দিকে। গ্রামে গ্রামে জুটলো সানন্দ

অভ্যর্থনা।

হাতে সময় কম। দ্রুত কাজ করতে হবে। অনেক কাজ বাকি!

গোলড-এর দিক থেকে একটা দল এগোলো বেয়ো'র দিকে। সাত মাইল রাস্তা। জুনো-র দিক থেকে আসছে ক্যানাডার সেনা।

গন্তব্য তাদের কায়েন সড়ক। কারপিকে বিমানক্ষেত্রও লক্ষ্য তাদের। দূরত্ব দশ মাইল।

সাংবাদিকেরা এই সব অভিযান সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলো, তাই কায়েন-এর পয়েন্ট এক্স-এ বেলা চারটেয় এক অনাড়ম্বর সভার আয়োজনও হলো।

সোর্ড থেকে বেরিয়ে লর্ড লোভাট-এর কমাণ্ডোরা কিন্তু সময় নষ্ট করে নি, অর্নে আর কায়েন সেতু দুটির রক্ষাকারী গেল-এর সেনাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তারা। লোভাট গেল-এর কাছে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ! মধ্যাহ্নের মধ্যেই পৌঁছবেন তিনি সদলবলে।

যাত্রার প্রাক-মুহূর্তে লোভাট-এর ব্যাগ-পাইপ বাহিনীর নেতা বিল মিলিন তার যন্ত্রে সুরের ঝঙ্কার তুললো, 'ব্লু বনেট্স্ ওভার দ্য বর্ডার…

এক্স-বিশ আর তেইশের ক্ষুদে সাবমেরিন দুটির কাজ শেষ, ডি ডে-র কর্তব্য পালন করেছে তারা। সোর্ড-এর বাইরে নিশ্চিন্ত গতিতে এগিয়ে চললো জর্জ অনার-এর জলযান। এক্স তেইশের শুধু প্রতীক চিহ্নটুকুই দৃশ্যমান—অভিনব দৃশ্য!

অপারেশান গ্যামবিট শেষ।

যাদের জন্যে তারা কাজ করেছে, তারা ফ্রান্সের মাটিতে পা দিয়েছে।

'অতলান্তিক প্রাচীর'-এ ফাটল ধরিয়েছে।

এখন প্রশ্ন: জর্মনরা এ ধাক্কা কত দিনে সামলে উঠবে—

বার্শটেসগ্যাডেন সেদিন ভোরেও শান্ত। দিনটার শুরুতেই তাপ বাড়তে লাগলো, আকাশে মেঘও জমলো। সালজবার্গে হিটলারের পাহাড়ী নিবাসও নিস্তব্ধ। ফুয়েরার ঘুমিয়ে। কয়েক মাইল ফারাকে তাঁর সদর রাইখস্ক্যানজ্‌লেইতেও আর একটা গতানুগতিক দিন শুরু হলো। ওকেডব্লিউয়ের চিফ অফ অপারেশানস, কর্নেল-জেনারেল অ্যালফ্রেড জোডল ছ'টায় উঠে পড়লেন। দৈনন্দিন হালকা প্রাতরাশ (এক কাপ কফি, অল্প সেদ্ধ ডিম একটা, আর একটুকরো স্যাঁকা রুটি) সেরে আলস্যে রাতের রিপোর্টে চোখ বোলাচ্ছেন। ইতালীর খবর মন্দ। ঘণ্টা খানেক আগে রোমের পতন হয়েছে।

ফিল্ড মার্শাল অ্যালবের্ট কেসেলরিং-এর সেনা পিছু হটছে। উত্তরে সরে যাবার মুহূর্তে কেসেলরিং মিত্রপক্ষের কাছ থেকে আর একটা ধাক্কা খেতে পারে। জোডল ইতালীর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, তাঁর ডেপুটি-জেনারেল ওয়ালটার ওয়ারলিমন্টকে নির্দেশ দিয়েছেন সরেজমিনে ব্যাপারটা বোঝার জন্যে। দিনের শেষে রওনা হবেন ওয়ারলিমন্ট।

রুশ সীমান্ত থেকেও কোনো খবর নেই। পূর্ব-রণাঙ্গন যদিও জোডলের এক্তিয়ারভুক্ত নয়, তিনি হিটলারকে রুশ যুদ্ধ সম্পর্কিত ব্যাপারে 'উপদেশ' দেওয়ার পর্যায়ে উন্নীত। সোভিয়েতদের গ্রীষ্মকালীন অভিযান যেকোনো দিন শুরু হতে পারে এবং দু'হাজার মাইলের ফ্রনটে দুশো জর্মন ডিভিশান, দেড়শো কোটিরও বেশী সেনা অপেক্ষমান সেখানে।

কিন্তু আজকের সকালটায় রুশ ফ্রনটও স্তব্ধ। ফন রুণ্ডস্টেডের সদর থেকে জোডল একাধিক রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, নরম্যাণ্ডিতে মিত্রপক্ষের আক্রমণ আশংকার উল্লেখ ছিলো তাতে। ওদিকের অবস্থার তেমন অবনতি হয়েছে জোডল মনে করেন না, তাঁর একমাত্র দুশ্চিন্তা—ইতালী।

কয়েক মাইলের দূরত্বে স্ট্রাব-এর সেনানিবাসে জোডল-এর ডেপুটি ওয়ারলিমনট নরম্যাণ্ডি আক্রমণের যাবতীয় তথ্য রেখে চলেছেন রাত চারটে থেকে। ওবিওয়েস্টের টেলিটাইপ বার্তাও এসেছে—প্যাঞ্জার রিজার্ভদের ছেড়ে দেবার অনুরোধ করে। প্যাঞ্জার লেহর্ আর দ্বাদশ এস-এস ডিভিশান। রাণ্ডস্টেডের চিফ-অফ-স্টাফ মেজর-জেনারেল গানথার ব্লুমেনট্রিটের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে, এবার কথা বলবেন জোডল-এর সঙ্গে।

ওয়ারলিমনট ধরলেন জোডলকে, 'ব্লুমেনট্রিট প্যাঞ্জার রিজার্ভদের সম্বন্ধে কথা বলছিলেন, ওবিওয়েস্টও তাঁদের অবিলম্বে আক্রমণ এলাকাগুলোতে নিতে চান—' ওয়ারলিমনট-এর মনে পড়ে জোডল অনেকক্ষণ পরে জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনি কি নিশ্চিত, আক্রমণ শুরু হতে চলেছে ?'

ওয়ারলিমনট মুখ খোলার আগেই জোডল বলে চললেন, 'আমার কাছে যে তথ্য পৌঁচেছে, তাতে মনে হচ্ছে আমাদের বিপথে চালনা করার চেষ্টা চলছে। বিভ্রান্তিকর...ওবিওয়েস্টের হাতে ঠিক এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত অতিরিক্ত সেনা···তাদের হাতে যে বাহিনী আছে তাই দিয়ে আক্রমণের মোকাবিলার চেষ্টা করা দরকার—ওকেডব্লিউয়ের রিজার্ভ ছেড়ে দেবার উপযুক্ত সময় এখন নয় বলেই আমি মনে করি—পরিস্থিতির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের—'

বিতর্কে ফল পাওয়া যাবে না, ওয়ারলিমনট সেটা জানেন ; যদিও জোডল নরম্যাণ্ডির পরিস্থিতির ওপর যতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন তার চেয়ে আসলে ব্যাপারটা অনেক বেশী সিরিয়াস। জোডলের কাছে প্রশ্ন রাখলেন তিনি, 'স্যর, নরম্যাণ্ডির এই পরিস্থিতিতে আমি কি পরিকল্পনামত ইতালী রওনা হয়ে যাবো ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, না যাবার কোনো কারণই নেই—' রিসিভার নামিয়ে দিলেন জোডল।

ওয়ারলিমনট এবার আর্মি অপারেশানস্-এর চিফ মেজর-জেনারেল বাটলার ব্র্যাণ্ডেনফেলসকে জানিয়ে দিলেন জোডলের সিদ্ধান্ত, 'ব্লুমেনট্রিটের প্রতি আমি সহানুভূতিশীল, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত—আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আমার পরিকল্পনার বিপরীত।'

হিটলারের সরকারী নির্দেশের জোডল-এর এই ব্যাখ্যায় ওয়ারলিমণ্ট হতভম্ব। ওকেডব্লিউ রিজার্ভ সেনারা সরাসরি হিটলারের নিয়ন্ত্রণে একথা সত্যি কিন্তু ওয়ারলিমনট সব সময়ে একটা কথাই মনে করে এসেছেন—প্যাঞ্জারদের ছেড়ে দেওয়া হবে। কারণ, যে মানুষ ফ্রনটে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে, তার হাতে সম্ভাব্য সব হাতিয়ার থাকা দরকার। বিশেষ, যে মানুষ জর্মনীর শেষ 'ব্ল্যাক নাইট' (Black Knight) রূপে পরিচিত ইতিহাসে।

কিন্তু যে মানুষ এরকম একটা অবস্থা সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছে এবং হিটলারের সঙ্গে মত বিনিময়ে আগ্রহী, সে বার্শটেসগ্র্যাডেনের অনেক দূরে। হরলিঞ্জেনে তাঁর বাড়িতে। কিন্তু মার্শাল রোমেল যেন এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। [আর্মি গ্রুপ বি-র নির্ভুল দিনপঞ্জীতে এরকম কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি, যা থেকে জানা যায় রোমেল নরম্যাণ্ডিতে শত্রুপক্ষ অবতরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।]

জোডলের সিদ্ধান্তে প্যারির উপকণ্ঠে ওবিওয়েস্ট বিস্ময় সৃষ্টি করলো। চিফ-অফ অপারেশানস বোডো জিমারম্যান-এর মনে পড়ে, এই সিদ্ধান্তে রুণ্ডস্টেড রাগে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন। জিমারম্যান নিজেও একথা বিশ্বাস করেন নি। ওকেডব্লিউকে ফোনে ডেকেছিলেন তিনি। ধরলেন জোডলের ডিউটি অফিসার। লেফটেনাণ্ট কর্নেল ফ্রাইডেলকে জানিয়ে দিলেন ওবিওয়েস্টের হুঁশিয়ারী। ওকেডব্লিউকে আবার ডাকলেন, আর্মি অপারেশান্স চিফ মেজর জেনারেল ফন ব্র্যাণ্ডেনফেলসের সঙ্গে কথা হলো। ব্র্যাণ্ডেনফেলসের গলায় উষ্ণতার লেশমাত্র নেই—কারণ, জোডলের সঙ্গে তাঁর কথা হয়ে গেছে,

বললেন, 'ওই বাহিনী দুটি ওকেডব্লিউয়ের সরাসরি খবরদারিতে আছে, কাজেই হুঁশিয়ার করার কোনো অধিকার আপনার ছিলো না। ওদের (প্যাঞ্জার) এখুনি নিষেধ করে দিন। ফুয়েরারের সিদ্ধান্ত ছাড়া কিছুই করা চলবে না।' জিমারম্যান কিছু বলার আগেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে আবার বলে উঠলেন, 'যা বলা হলো, তাই করুন!'

বাটলার ফোন ছেড়ে দিলেন।

ফিল্ড মার্শাল হিসেবে এরপর যথাকর্তব্য হিসেবে রুণ্ডস্টেডের—হিটলারকে সরাসরি ফোনে ডাকা এবং প্যাঞ্জারদের কাজে লাগানো সম্পর্কে একটা ফয়সালা করা। কিন্তু রুণ্ডস্টেড ফুয়েরারকে ফোন করেন নি, সারা ডি ডে'র কোনো সময়েই না। আক্রমণের এই গুরুত্বও রুণ্ডস্টেডের আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। 'বোহেমিয়ো কর্পোরালকে (হিটলারকে ওই আখ্যায় ভূষিত করতেন রুণ্ডস্টেড) অনুনয় করার কথা ভাবতে পারেন নি তিনি।

[বাটলারের ধারণা, হিটলার রুণ্ডস্টেডের এই মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং এ মন্তব্যও করেছেন হিটলার রুণ্ডস্টেড সম্পর্কে, 'ফিলড মার্শাল যতক্ষণ অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছেন, ততক্ষণ বুঝতে হবে—সব ঠিক আছে।']

কিন্তু জিমারম্যানের অফিসাররা ক্রমাগত ওকেডব্লিউকে টেলিফোনে উত্যক্ত করে চললেন। সিদ্ধান্ত টলানোর বৃথা চেষ্টা চালালেন। তাঁরা একে একে ওয়ারলিমন্ট, বাটলার, এমনকি হিটলালেরর অ্যাডজুটেন্ট মেজর জেনারেল স্মাণ্ডটকেও ডাকলেন। চললো যুক্তিতর্কের বিস্তার, ঘন্টার পর ঘন্টা। তারের লড়াই। জিমারম্যান শেষ কথা বললেন, 'আমরা যখন ওদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম, তখন কথা হয়েছিলো প্যাঞ্জারদের না পেলে আক্রমণ ব্যর্থ করা যাবে না এবং তার ফলভোগ করতে হবে। আমাদের মাথা না ঘামাতে বলা হলো। কারণ, আক্রমণের ব্যাপারটা নাকি অন্ত

কোথাও ঘটবে।' [প্রকৃত আক্রমণ এলাকা সম্পর্কে হিটলার এতো নিশ্চিত ছিলেন যে চৌদ্দই জুলাই পর্যন্ত সালমুটের পঞ্চদশ বাহিনীকে পা-দ্য ক্যালেতে মোতায়েন করা ছিলো কিন্তু দেরী হয়ে গেছে তখন···]

এবং হিটলার—তাঁর চাটুকারবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে বার্শটেসগ্যাডেনের অলীক রাজ্যে গোটা ব্যাপারটাই চেপে গেলেন !

লা রোশে গুঁয়োতে রোমেলের দপ্তরে চিফ-অফ-স্টাফ মেজর জেনারেল স্পাইডেল কিন্তু জোডল-এর এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারেন নি। তাঁর ধারণা প্যাঞ্জারদের হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে, এবং তারা যথারীতি তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। স্পাইডেলের এই ধারণাও হয়েছিলো প্যাঞ্জারদের একুশ নম্বর বাহিনীটি কায়েন-এর দক্ষিণে কোনো ঘাঁটির দিকে এগিয়ে গেছে, হয় তো বা শত্রু মোকাবিলায় নিয়োজিতও ! আশাবাদের আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। কর্নেল লিওডেগার্দ ফ্রেবার্গ-এর মনে পড়ছে, 'সবার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল, দিনের শেষে মিত্রপক্ষের সেনাদের দরিয়ায় ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। রোমেলের নৌ-সহকারী ফ্রিডরিচ রুজেরও তাই ধারণা হয়েছিলো। রুজে কিন্তু একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করলেন : লা রোশের ডিউক আর ডাচেস দুর্গের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেয়াল থেকে অমূল্য পর্দাগুলো খুলে নিচ্ছেন।

আশাবাদের সুর বেশী ধ্বনিত সপ্তম বাহিনীর সদরে। মিত্রপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধের যারা পুরোধা। খবর এলো : 'ওমাহা' সৈকত (ভিয়েরভিল' আর কোলেভিল এর মাঝে) আক্রমণকারীদের জলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

মেনে নেওয়া হলো খবর।

রিপোর্ট গেলো—সৈকতে মিত্রপক্ষ আড়াল খুঁজছে···প্রচুর যুদ্ধ-সরঞ্জাম, তার মধ্যে আছে গোটা দশেক ট্যাঙ্কও, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে···অবতরণ বন্ধ আছে...নৌকাগুলো তীর থেকে সরে যাচ্ছে,

সৈকতে লাসের ছড়াছড়ি...(বেলা আটটা থেকে ন'টার মধ্যে কোনো সময়ে এই রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিলো। কোন এক কর্নেল নাকি তিনশো বাহান্নোর অপারেশন প্রধান লেফটেনান্ট কর্নেল জিগেলম্যানকে দিয়েছেন রিপোর্ট। কর্নেল ভিয়েরভিল প্রান্তে একটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন।)

সপ্তম বাহিনীর সদরে এই প্রথম একটা আনন্দ সংবাদ পৌঁছলো। উচ্ছ্বাসের জোয়ার বইলো। তাই ফন সালমুট যখন তাঁর বাহিনী (তিনশো ছেচল্লিশ নম্বর ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশান) সপ্তম বাহিনীর সাহায্য পাঠাবার প্রস্তাব দিলেন, ঔদ্ধত্যের ভাষায় তাঁর প্রস্তাব নাকচ হলো, তাকে জানানো হলো, 'ওদের দরকার নেই আমাদের।'

সবাই আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর হলেও, সপ্তম বাহিনীর নায়ক জেনারেল পেমসেল কিন্তু পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটনে মগ্ন। কাজটা কঠিন, কারণ—সংযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন। ফরাসী গোপন সংস্থাগুলো তার কেটে দিয়েছে অধিকাংশ এলাকার, বাকিগুলো ছত্রীরা ধ্বংস করে দিয়েছে।

রোমেলের সদরে ফোন করলেন পেমসেল, 'উইলিয়াম দ্য কনকারার যেভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, আমিও কতকটা সেইভাবেই চালাচ্ছি ব্যাপারটা। কানে শুনছি, আর চোখে দেখছি শুধু।'

বস্তুতঃ পেমসেল জানতেন না অবস্থার কতটা অবনতি হয়েছে। ভেবেছিলেন শুধু ছত্রীরাই উপদ্বীপে নেমেছে। 'ইউটা' সৈকতে নৌ-সেনাবতরণের খবর তাঁর কানে পৌঁছয় নি।

আক্রমণের প্রকৃত রূপ ধরতে না পারলেও, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত পেমসেল—নরম্যাণ্ডিতে অবতরণের ব্যাপারটাই মূল আক্রমণ। রোমেল আর রূণ্ডস্টেডের দপ্তরে পালাক্রমে যোগাযোগ রেখেও পেমসেল তাঁদের কাছে বিশ্বাস্য করে তুলতে পারলেন না এর গুরুত্ব।

কারণ, আর্মি গ্রুপ বি আর ওবিওয়েস্ট, দুটোর প্রাভাতিক রিপোর্টেই

জানানো হলো, 'এটা বড় রকমের কোনো বিচ্ছিন্ন আক্রমণ, না মূল আক্রমণ, তা' এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না।' সমর নায়কেরা 'স্কোয়ার পাঙ্কট'-এর (schwerpunkt) খোঁজ চালিয়ে গেলেন, নরম্যাণ্ডির উপকূলে যে কোনো সাধারণ সেনাও যার হদিস দিতে পারতো!

সোর্ড উপকূলের কিছু দূরে নাজী ল্যান্স-কর্পোরাল যোসেফ হেগার হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে—কাঁপছে সে। কোনোরকমে তাঁর বন্দুকের ঘোড়া খুঁজে পেয়ে গুলি ছুঁড়ে চলেছে। যোসেফের মনে হলো তার আগের সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে গেছে—কানে তালালাগানো আওয়াজ, মাথা ঘুরে উঠছে তার। আঠারো বছরের কিশোর হেগার মেসিন-গান হাতে ভয়ে কাঁপছে। সোর্ড-এ তার কাজ সুরু হবার পর সে ক'জন টমি-র (ইংরেজ) প্রাণ নিয়েছে, নিজেই জানে না।...মোহিনী দৃষ্টিতে শুধু সে তাদের নামতে দেখেছে ...আর একের পর এক খতম করেছে তাদের...লড়াইয়ের আসরে নামার আগে অনেকদিন ভেবেছে যোসেফ···শত্রুসেনা মারতে কেমন লাগবে·· বন্ধুদের সঙ্গে এ' নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। আজ, যোসেফ জেনেছে—ব্যাপারটা জলের মত সোজা। বন্ধুদের একজন অবশ্য এই জোলো কাজটা করে যাবার সুযোগ পায় নি, মারা পড়েছে সে। একটা ঝোঁপের মধ্যে তাকে ফেলে এসেছে যোসেফ—ছেলেটার মুখটা হাঁ হয়ে আছে, কপালের মাঝে একটা গর্ত—গুলি ভেদ ক'রে চলে গেছে·· আর এক বন্ধু, স্যাক্সলার এখন কোথায় সে জানে না কিন্তু ফেরদি আছে তার সঙ্গে—সারা মুখে রক্ত, প্রায় অন্ধ ছেলেটা!

মৃত্যু এখন, যোসেফ হেগার ভাবলো—সময়ের ব্যাপার শুধু।

হেগার আর উনিশটি তরুণ, তাদের কোম্পানীর অবশিষ্ট মানুষ। পরিখার একটা বাঙ্কারে আছে তারা—চারপাশ থেকে অবিশ্রাম গুলি মাথায় নিয়ে...মর্টার আর রাইফেলের আগুনও ঝরছে। ঘিরে ফেলা হয়েছে তাদের। এখন হয় আত্মসমর্পণ, না হয় মৃত্যু···

সবাই জানে এ'কথা—সবাই। বাঙ্কারে বসে তাদের ক্যাপটেন ছাড়া। তার হাতেও মেসিনগান, গলায় এক কথা, 'আমাদের ধরে রাখতে হবে...আমাদের...'

হেগারের কিশোর জীবনে এই সময়টা মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। জানে না কাকে গুলি করছে...কোন দিকে চলেছে তার বন্দুকের নল। যান্ত্রিক অভ্যস্ততায় ঘোড়া টিপছে রাইফেলের...

একটা ঘড়ঘড় শব্দে সচকিত হয়েছে তারা—দুটো ট্যাঙ্ক—একটা ট্যাঙ্ক থেমে গেছে কিছু দূরে, অন্যটা এগোচ্ছে—মন্থরগতি তার—ঝোপ-ঝাড় মাড়িয়ে—এগোচ্ছে—পরিখার মানুষগুলো সভয়ে দেখলো ট্যাঙ্কের বন্দুক আস্তে নেমে আসছে—লক্ষ্য তারা। কিন্তু সেই মুহূর্তে, হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও ঘটলো ব্যাপারটা—পরিখার দিক থেকে একটা বাজুকা নির্ভুল লক্ষ্যে ছুটে গেলো—আগুন ধরে গেলো ট্যাঙ্কে। জ্বলন্ত যানটার কালো ধোঁয়া ভেদ করে একটা মানুষকে বেরিয়ে আসার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে দেখা গেলো শুধু...

শেষরক্ষা হলো না—আগুনের আঁচ তার শরীরে, উর্দিতে...

না বাঁচলো না লোকটা। একপাশে হেলে পড়লো তার দেহ—ট্যাঙ্কের বাইরে ঝুলতে লাগলো সে—

হেগার ফেরদিকে বলেছিলো সেদিন, 'আমাদের যেন এমন মৃত্যু না হয়—'

দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটা কিন্তু বাজুকার পাল্লার বাইরে, সেটা থেকে গোলা ছুটে এলো এবার। হেগার আর সহযোগীরা হুড়মুড়িয়ে ঢুকলো বাঙ্কারে। এক নতুন দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি তারা। ছোট্ট বাঙ্কারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মানুষ—মৃত আর মুমূর্ষুদের ভীড়ে ঠাসা—

বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষার মানুষ—মৃত্যুভয়ে ভীত সবাই—

মৃত্যুভয় ছিলো প্রাইভেট অ্যালয়সিয়াস ড্যামস্কীরও। যুদ্ধের প্রতি অসীম বিতৃষ্ণা ছিলো এই পোলিশ তরুণের। ওদের এলাকায় কোনোদিন আক্রমণ শুরু হলে সে নিকটতম শত্রুশিবিরে

হামলা করবে, এই ভেবে এসেছে। ব্রিটিশরা সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ শুরু করতে ড্যামস্কীর ফৌজী নায়ক 'গোল্ড' সৈকত থেকে পিছু হঠার নির্দেশ দিলেন। ড্যামস্কীর মনে হলো এগোনো মানে নিশ্চিত মৃত্যু—জর্মনদের হাতে, না হয় অগ্রসরমান ব্রিটিশদের হাতে। মধ্যপন্থা বেছে নিলো তরুণ ড্যামস্কী, অদূরে ট্রেসি গ্রামে এক ফরাসী বৃদ্ধার বাড়িতে আশ্রয় নেবে মনস্থির করলো সে। কিন্তু মন যা' চায় তা' হয় না—পথে ফ্যাঁসাদ বাধলো। মাঠের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে এক ওয়েরম্যাশ (জর্মন) সার্জেন্টের সামনে পড়ে গেলো সে। সার্জেন্ট সহাস্যে প্রশ্ন করলো, 'একা একা কোথায় চলেছো?' ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, ড্যামস্কীর অনুমানই ঠিক। সার্জেন্ট তাকে সন্দেহ করেছে। হাসি বিস্তৃত হলো সার্জেনটের, 'আমাদের সঙ্গে চলো হে—'

ড্যামস্কী বিস্মিত হলো না। ওদের সঙ্গে চলতে শুরু করতে একটা কথাই মনে হলো তার, ভাগ্যটা তার চিরটাকাল একই রকম থেকে গেলো!

কায়েন-এর অদূরে প্রাইভেট উইলহেম ভোইগ্‌ট-এর মনেও প্রতিক্রিয়া চলছে। আত্মসমর্পণের সুযোগ খুঁজছে সে। এক ভ্রাম্যমান বেতার-সতর্ককারক শাখার সঙ্গে যুক্ত সে। মার্কিন মুলুকে সতেরো বছর কেটেছে উইলহেমের। শিকাগোয় এতদিনের পরবাসেও নাগরিকত্বের ব্যাপারটা পাকা করে নি সে। উনচল্লিশ সালে অসুস্থ মা'কে দেখতে এসে তার স্ত্রী আটকে গেলো। উইলহেমও এলো, ঘুরপথে—চার মাস পরে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন। আজ চার বছরের ব্যবধানে আবার সুপরিচিত মার্কিন গলা শুনছে সে, তার বেতার-যন্ত্রে। অনেকক্ষণ ধরে একটা ভাবনাই তাকে আচ্ছন্ন করেছে—মার্কিন সেনাদের প্রথম দর্শনে কিভাবে কথা বলবে সে তাদের সঙ্গে। তাদের দিকে ছুটে যাবে? গিয়ে বলবে, 'অ্যাই দোস্ত, আমি শিকাগোর মানুষ!'

না। তার সবটুকুই দিবাস্বপ্ন থেকে গেছে। শিকাগো ফিরে যাবার জন্যে তাকে আর একবার দুনিয়া পরিক্রমা করতে হবে, তার দোস্তদের সঙ্গে মিলতে। [ভোইগ্‌ট্‌ কিন্তু পাকাপাকি ভাবে জর্মনী বাসিন্দা এখন। প্যান-অ্যামেরিকান বিমানপথের কর্মী]

ওমাহা সৈকতের অন্তরালে আর এক নাটকের শেষ দৃশ্য চলছে তখন। একটা ডোবায় পড়ে মেজর ওয়ার্নার প্লাসকাট। চেনা যাচ্ছে না তাঁকে। জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে, সারা মুখ রক্তাক্ত। দেড় ঘনটা আগে তাঁর বাঙ্কার ছাড়ার পর ক্রমশঃ এই অবস্থায় এসে পৌঁছেন তিনি। গাড়িটা এখন ধ্বংসস্তূপ। পথে অনেকগুলো পরিখা অতিক্রম করে এসেছেন প্লাসকাট। মৃতের পাহাড় জমেছে সেগুলোতে ছুটতে পারছেন না মেজর, সামর্থ্যও নেই। হামাগুড়ি দিয়ে কোনোরকমে এক মাইল পথ পেরিয়েছেন, এখনো তিন মাইল পথ, তাঁর সদরে পৌঁছতে। যন্ত্রণাকাতর প্লাসকাট এগিয়ে চলেছেন, একটু জল দরকার। ডোবা ছাড়িয়ে খানিকদূর এগোতে একটা দরজার সামনে দুটি ফরাসী মহিলাকে বসে থাকতে দেখলেন প্লাসকাট। আশ-পাশের বোমাবাজীর ব্যাপারটা তাদের মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারে নি। প্লাসকাটের অবস্থা দেখে ওদের একজন অন্যজনকে বললো—ঘৃণা উপচে পড়ছে তার গলায়, 'কি কুৎসিত, তাই না?' প্লাসকাট চলেছেন হামাগুড়ি দিয়ে; সেই মুহূর্তে তাঁর মনেও এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হলো ফরাসীদের ওপর, নরম্যাণ্ডির মানুষগুলোর ওপর, এই পচা যুদ্ধের ওপর ঘৃণাবোধ হলো তাঁর।

জল খাওয়া হলো না তাঁর...

গাছের মগডালে একটা ছত্রক ঝুলছে। ষষ্ঠ বাহিনী কর্পোরাল আন্তন উয়েন্‌শ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেদিকে। একটা ক্যানভাসের পাত্রও রয়েছে। দূর থেকে অনেক আওয়াজ কানে

আসছে তার কিন্তু এখন পর্যন্ত আস্তন বা তার সঙ্গীরা কেউই শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হয় নি। তিন ঘনটা পদযাত্রার শেষে তারা পৌঁছেচে ক্যারেনটানের শীষে, এই বনে। ইউটা থেকে দশ মাইল দূরের রাস্তায় জায়গাটা। ল্যান্স-কর্পোরাল রাইখটারও চোখ তুলে তাকালো, 'অ্যামিসদের' (মার্কিনদের) মাল মনে হচ্ছে'—প্রাইভেট ফ্রিতজ্ ওয়েগুট্ও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'শালা, দারুণ খিদে পেয়েছে—ওতে খাবার থাকতে পারে—'

উয়েনশ্ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলো; অন্য সবাই রয়ে গেলো পেছনে…

এটা একটা গ্যাঁড়াকলও হতে পারে, তাদের ঘিরে ফেলার ফাঁদ, ভাবলো উয়েনশ। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সে আস্তে গাছের গুঁড়িতে দুটো বোমা বেঁধে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। গাছ পড়লো, পড়লো ছত্রক। আরও অপেক্ষা করলো উয়েনশ্, না। বিস্ফোরণের আওয়াজে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। দলের দিকে হাত তুলে ইশারা করলো উয়েন্শ্, 'চলে এসো—দেখা যাক,' 'অ্যামিসরা' কি পাঠিয়েছে আমাদের জন্য!'

ফ্রিত্জ দৌড়ে এসে ক্যানভাসে ছুরি চালিয়ে দিলো, উল্লাসে নেচে উঠলো সে…

'খাবার আছে—খাবার—'

পরের আধঘন্টা সময় সাতটি ক্ষুধার্ত ছত্রীর জীবনের এক পরমক্ষণ। টিনের আনারস, লেবুর রস, চকোলেট আর সিগারেট। মহাভোজ শুরু হলো। নেসকাফের গুঁড়াও খেয়ে ফেললো ফ্রিতজ, মুঠোভরে। পরে টিনের দুধে গলা ভেজালো। 'বস্তুটি কি, জানি না—তবে অপূর্ব—' তৃপ্তির গলা ফ্রিতজের। 'এবার চলো—লড়াইয়ের সন্ধান করা যাক—' পকেট ভর্তি সিগারেট নিয়ে ওরা বনের বাইরে এলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লড়াইয়ের সন্ধান মিললো। ওদের একজন পড়লো গুলি খেয়ে।

'গাছ থেকে গুলি করেছে—' উয়েনশ গলা চড়িয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিলো। লুকিয়ে পড়লো সব কজন। 'ছাখো—ওই গাছে—ওইখানেই যেন দেখলাম ওকে—' উয়েনশ-এর দলের কেউ বলে উঠলো।

দুরবীণ চোখে নিয়ে উয়েনশ খুঁটিয়ে গাছের প্রতিটি পাতা দেখতে লাগলো। সামান্য একটা আলোড়নে তার চোখ আটকে গেলো। হ্যাঁ, নড়ছে পাতা। দুরবীণ নামিয়ে তুলে নিলো সে, 'দেখা যাক—ব্যাপারটা কি—'

গুলি ছুটলো।

উয়েন্‌শের মনে হলো সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। কারণ নীচে নেমে আসছে লোকটা। আর একবার গুলি করলো উয়েনশ, 'এবার পেয়েছি তোমাকে—' চেঁচালো সে। দুটো পা' দেখা গেলো এবার, ক্রমে শরীর। গুলির পর গুলি ছুটলো উয়েনশের বন্দুক থেকে। একটা ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ উঠলো এবার—উয়েনেশের সঙ্গীরা উল্লাসে মাতোয়ারা—ছুটে গেলো সেদিকে ঃ প্রথম মার্কিন ছত্রীর মুখোমুখি তারা—কালো চুলের, সুন্দর স্বাস্থ্যের তরুণ—রক্ত গড়িয়ে পড়ছে চোয়ালের পাশ বেয়ে। মৃত-ছত্রীর পকেট হাতড়ালো রাইখটার। একটা ওয়ালেট (টাকার থলি) আর দুটো ছবি বেরোলো। একটা চিঠিও। ছবির একটাতে একটি তরুণ একটি মেয়ের পাশে বসে—সম্ভবত তার প্রিয়া বা স্ত্রী। অন্যটাতে ওরা দুজন, সঙ্গে আরও কয়েকজন—পারিবারিক ছবি। রাইখটার ছবি দুটো আর চিঠিটা তার পকেটে ফেলে দিলো!

'ওটা কি করছো ?' উয়েনশ প্রশ্ন করলো।

'ভাবছি এগুলোকে চিঠির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব, যুদ্ধ থেমে গেলে—'

উয়েনস-এর মনে হলো ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। 'আরে, আমরা 'অ্যামিস'দের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারি,—আর ওই মাল যদি ওরা পায় তোমার কাছ থেকে—'

গলায় হাত চালিয়ে ইঙ্গিত করলো সে, 'এখানেই ফেলে দাও ওগুলো।' অন্যদের দিকে ফিরলো উয়েনশ, 'চলো, এখান থেকে বেরোনো যাক্—' এগোবার মুহূর্তে উয়েনস দাঁড়ালো—তাকালো স্থির হয়ে পড়ে থাকা তরুণ মার্কিনটার মুখের দিকে। তার মনে হলো একটা কুকুর বুঝি চাপা পড়েছে···দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো সে।

কয়েক মাইল দূরের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন জেনারেল উইলহেম ফ্যালে। পিকোভিল গ্রামের দিকে চলছেন। সাত ঘণ্টারও বেশী সময় কাটিয়েছেন ফ্যালে, রাত একটায় রেনে-র পথে পাড়ি দেবার পর থেকে। কিন্তু রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে অবিরাম বিমানের ঘড়ঘড়ানিতে তাঁদের ফিরে আসতে হয়েছে। পিকোভিল-এর অদূরে মেসিনগানের গুলিতে ফ্যালের গাড়ির কাচ মাকড়সার জাল হয়ে গেলো। ফ্যালের সহকারী একপাশে ঢলে পড়লো...টাল খেয়ে এগোলো গাড়িটা···চাকা মাটি কামড়ে ধরলো, একটা দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়লো...দরজা খুলে গেলো—বাইরে ছিটকে পড়লেন ফ্যালে, চালকও।

ফ্যালে-র বন্দুকটা হাত থেকে ছিটকে পড়লো। হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগোলেন ফ্যালে। সামনে ক'জন মার্কিন সেনাকে ছুটে আসতে দেখলেন ফ্যালে, গাড়ির চালক বিমূঢ়। ফ্যালে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মেরো না—মেরো না'—হাত চলেছে তাঁর বন্দুকের দিকে। বন্দুকে হাত ছোঁবার আগেই গর্জে উঠলো বন্দুক···ফ্যালে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, হাতটা বাড়ানো তাঁর বন্দুকের দিকে।

বিরাশি নম্বর বাহিনীর লেফটেনান্ট ম্যালকম ব্র্যানেন মৃতের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঝুঁকে ফ্যালের টুপিটা তুলে নিলেন। লাইনিংয়ে 'ফ্যালে' নামটা খোদাই করা। ধূসর-সবুজ উর্দি আর লাল ফিতে আঁটা মানুষটার বুকে। গলায় ঝুলছে সরু ইস্পাতের ক্রশ। ব্রানেন

নিশ্চিত নন, তবু—মনে হলো তাঁর—কোনো সমরনায়ক প্রাণ হারিয়েছে তাঁর হাতে।

লিলে-র বিমানক্ষেত্রে এফডব্লিউ তিনশোনব্বই বোমারু বিমান দুটোর দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন উইং কমাণ্ডার যোসেফ প্রিলার।

সঙ্গে সহযোগী হাইনজ ওডারসিক। লুফত্‌ওয়াফের দ্বিতীয় বোমারু কোরের সদর থেকে টেলিফোন এলো—অপারেশান অফিসারের নির্দেশ; 'আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, ওদিকে যাওয়া দরকার—'

প্রিলার রাগে ফেটে পড়েছিলেন, 'হুঁ। এতোক্ষণে টনক নড়েছে। তা, দুটো তো বিমান পড়ে এখানে, ওগুলো নিয়ে কি করতে বলো? আমার স্কোয়াড্রনগুলো কোথায়? ওদের পাঠানো যাবে কি?'

অন্যদিক থেকে শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'প্রিলার, তোমার স্কোয়াড্রনগুলো কোথায় নেমেছে জানি না, জানতে পারলে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। তোমার লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়, গুড লাক—'

উষ্মা গোপন করে গলা যতটা নরম করা যায় সেই গলায় বললেন প্রিলার, 'আক্রমণের জায়গাটা দয়া করে বলবে কি?'

সেই শান্ত কণ্ঠ, 'নরম্যাণ্ডি, কায়েন-এর কাছাকাছি কোথাও—'

ডি-ডে-র একমাত্র জর্মন প্রতিরোধ বাহিনী উড়লো আকাশে। বিমানে উঠে বসবার আগে প্রিলার ওডারসিকের দিকে ফিরলেন, 'শোনো, আমরা তো দুজন মানুষ—বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না। 'আমি যা করবো, তুমিও সেই অনুযায়ী চলবে। আমাকে অনুসরণ করবে—'

ওরা একসঙ্গে অনেকক্ষণ আকাশে ছিলো। বেলা ন'টায় উঠেছিলো (প্রিলারের সময় আটটা), পশ্চিম দিকে উড়ে গেলো ওরা। মিত্রপক্ষের বোমারুগুলোকে দেখতে পেলো অ্যাবোভিল-এর আকাশে। লে হাভর-এ তারা মেঘের আড়ালে চলে গেলো। আরও কিছুক্ষণ ওড়ার পর ওরা মেঘের আড়াল থেকে বেরোলো...অন্তহীন

জাহাজ—হরেক বর্ণের, মাপের...সারা চ্যানেল জুড়ে বুঝি বা তাদের অবস্থিতি। তীরের দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষ, নৌকোগুলোতে। সৈকতের দিকে তাকালো প্রিলার—ধোঁয়াচ্ছন্ন পরিবেশ...আবার মেঘের আড়ালে ফিরে গেলো প্রিলার...ভাবতে হবে...না হলে ওদের পাল্লার মধ্যে পড়লে শেষ হয়ে যেতে হবে...

ওডারসিককে ডাকলো মাইক্রোফোনে, 'দৃশ্য বটে একটা! দ্যাখো তাকিয়ে—সবই আছে, সব—বুঝলে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে ওডাবসিক, আমরা নামবো এবার—শুভেচ্ছা রইলো...'

ঘণ্টায় চারশো মাইল বেগে নেমে চললো ওরা। সৈকতের আকাশে তারা নামলো মাটি থেকে দেড়শো ফুট উঁচুতে। লক্ষ্য ঠিক করার মত সময় নেই আর—বোতাম টিপে দিলো প্রিলার...আগুন ঝরে চললো...মানুষের মাথা ওপর মুখি হলো...বিস্ময়ে হতচকিত মানুষগুলো...

সোর্ড-এর সৈকতে, ওদের দেখতে পেলো কমাণ্ডার ফিলিপ কাইফার। লুকিয়ে পড়লো সে। ছ'টি জর্মন সেনা এই সুযোগে পালাবার চেষ্টা করলো, পারলো না। কাইফারের বন্দুকগুলো তাদের শুইয়ে দিলো...

অনেক, অনেক নীচে নেমেছিলো প্রিলার, সৈকতের মানুষ স্পষ্ট তাদের দেখতে পেয়েছে।

বিমান-বিধবংসী কামানগুলো তার কাজ শুরু করলো কিন্তু প্রিলার আর তার সঙ্গী উঠতে শুরু করলো...ভেতরে, পরে আরও ভেতরের দিকে এগিয়ে চললো তারা, ফ্রান্সের মাটিতে।

আক্রমণের শেষ পর্ব শুরু নরম্যাণ্ডিতে। ফরাসীদের (যারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে) কাছে এ'ক ঘণ্টা এক মিশ্র অনুভবের—বিশৃঙ্খলা, আনন্দ আর বিষাদের। সেন্ট মেরে এগ্লিসে বোমার আঘাতে জর্জর হয়েও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে—মাঠে কাজ করেছে

কৃষক, মরেছেও।

কিন্তু সৈকত-সংলগ্ন গ্রাম লা ম্যাডেলিন-এর পল গ্যাজেঞ্জেল-এর অবস্থা বিপন্ন—দোকানের ছাদ উড়ে গেছে তার, নিজেও আহত সে। এতেও রেহাই মেলে নি তার, চার নম্বর ডিভিশানের সেনা তাকে নিয়ে চললো ইউটা সৈকতে, সঙ্গে তার আরও সাতটি মানুষ। শেষ মুহূর্তে পথরোধ করে দাঁড়ালো তার স্ত্রী, তরুণ লেফটনান্টের চোখে তাকালো সে, 'আমার স্বামীকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?'

চোস্ত ফরাসীতে উত্তর দিলো তরুণ, 'জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে, মাদাম। এখানে কথা বলা যাচ্ছে না, তাই ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে হচ্ছে—'

মাদাম গ্যাজেঞ্জেল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, 'কেন, ও কি করেছে ?'

তরুণ অফিসার বিব্রত বোধ করলো, জানালো সে শুধু হুকুম তামিল করছে।

মাদামের চোখে জল এলো, 'আমার স্বামী যদি বোমার আঘাতে মারা যায় ?'

'ওটা ঘটার সম্ভাবনা কম, মাদাম—'

গ্যাজেঞ্জেল স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিলো। কোথায় যাচ্ছে সে, জানলো না। অবশ্য সপ্তাহ দু'য়েক পরে সে নরম্যাণ্ডিতে ফিরে আসবে, জানবে—মার্কিনীরা নাকি ভুল করে তাকে ধরেছিলো।

ফরাসী গোপন সংস্থার প্রধান জঁা মেরিয়ো হতাশ হয়ে পড়ছে। উপকূলের সমস্ত কিছুই দেখে যাচ্ছে সে কিন্তু মনে হচ্ছে গ্র্যাণ্ড ক্যাম্পের কথা ভুলে গেছে সবাই। সারা সকালটা প্রতীক্ষায় কাটাবার পর তার স্ত্রী জানালো, সমুদ্রের দিক থেকে একটা ডেষ্ট্রয়ার ভিড়ছে। 'কামান! ওদের যে কামানটার কথা বলেছিলাম—'

আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার গাল বেয়ে। সমুদ্রের এই অংশে একটা ছোটোখাটো জঙ্গী ব্যবস্থার চেষ্টা চলছে…এ কথা সে লণ্ডনকে জানিয়েছে ক'দিন আগে।

'ওরা আগে খবর পেয়েছে।

ডেষ্ট্রয়ার থেকে গোলার শব্দ এলো।

উনিশ বছর বয়সের তরুণী অ্যানি ব্রয়েকস-এর কাছেও পৌঁচেছে আক্রমণ-সংবাদ।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষিকা অ্যানি যথারীতি সকাল সাতটায় তার সাইকেলে চড়ে কোলেভিল-এ তাদের খামারের দিকে চলেছিলো··· চলেছিলো জর্মন মেসিনগানের সারি পেরিয়ে, কেউ বাধা দেয় নি তাকে।

আকাশে উড্ডীন মিত্রপক্ষের বিমানের গর্জনে ভ্রূক্ষেপ নেই অ্যানির। কোলেভিল-এর উপকণ্ঠে পৌঁছলো সে। ডানদিক জনমানবহীন, এখানে সেখানে ধোঁয়া আর আগুনের বিস্তার। বেশ কয়েকটি খামার ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ভয় পেলো অ্যানি। প্যাডলে পায়ের চাপ বাড়ালো ও। কোলভিল-এ পৌঁছলো যখন অ্যানি, সারা তল্লাট ধূ ধূ করছে। সৈকত আর কোলেভিল-এর মাঝামাঝি তাদের খামার।

সাইকেল থেকে নেমে এগলো অ্যানি। খামার স্তব্ধ।

জানলা উড়ে গেছে। গেছে ছাদের একাংশ। চেঁচিয়ে ডাকলো অ্যানি তার অভিভাবকদের। ভাঙা দরজা খুলে বেরেলো অ্যানির বাবা আর মা। ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো।

'এ' দিনটা ফ্রান্সের এক স্মরণীয় দিন মা—' অ্যানি তার বাবার এই কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিলো।

এখান থেকে আধ মাইল দূরত্বে কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে লেও হেরো। অ্যানির হবু স্বামী। [অ্যানিই একমাত্র বধূ যে মার্কিন স্বামী পেয়েও মার্কিন মুলুকে বাস করে না। জুনের আট তারিখে যেখানে লেওর সঙ্গে তার প্রথম দেখা, সেইখানেই বাস করে তারা— কোলেভিল-এর সেই খামারে। তিনটি সন্তান হয়েছে তাদের, লেও একটা গাড়ি-চালনা শিক্ষার স্কুল চালাচ্ছে।]

মিত্রপক্ষের সেনা যখন নরম্যাণ্ডির মাটিতে সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, প্যারিগামী এক ট্রেনের কামরায় ফরাসী গোপন সংস্থার নেতা লিওনার্দ গিলে রাগে ফুলছেন। বারো ঘণ্টা তিনি এই কামরায় বসে। এক কুলির কাছ থেকে কিছু আগে আক্রমণের খবর পেয়েছেন, তবে আক্রমণ এলাকা সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন নি। কায়েন-এ ফেরার কথা আর চিন্তা করছেন না গিলে, কারণ—পরের স্টেশানই প্যারি।

কায়েন-এ তাঁর বাগ্‌দত্তা জানিন রোইতার্দ কিন্তু নিশ্চেষ্ট বসে নেই। আক্রমণের খবর পাওয়ামাত্র সে রাজকীয় বিমানবাহিনীর দুজন আত্মগোপনকারীকে (তার ঘরে আশ্রিত) ঘুম থেকে ডেকে তুললো, সকাল সাতটা তখন।

'তোমাদের গ্যাভরাস খামারে পৌঁছে দিচ্ছি, চলো—বেরোনো যাক—'

গ্যাভরাস কায়েনের বারো মাইল ফারাক, মুক্ত এলাকার দশ মাইলের মধ্যে জায়গাটা। সেখানে পৌঁছে আত্মগোপনকারীদের অন্যতম উইং কমাণ্ডার লফটস্ মিত্রপক্ষের সেনাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে উদগ্রীব। জানিন তাকে নিরস্ত করলো, 'এখান থেকে সৈকতের সমস্ত রাস্তাঘাট জর্মনদের ঘাঁটি ছড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করাই নিরাপদ—'

আত্মগোপনকারীদের পরণে কৃষকের পোষাক। জালপরিচয়পত্রও আছে সঙ্গে। গ্যাভরাস থেকে জানিন বিদায় নিলো, ওকে ফিরতে হবে—আরও কাজ আছে তার।

কায়েন-এর বন্দীশালায় মাদাম লেকেভালিয়ের প্রাণদণ্ডের ক্ষণ গুনছেন। মিত্রপক্ষের বৈমানিকদের গোপনে সহায়তা করার জন্যে তাঁর শাস্তি। দরজার বাইরে একটা ক্ষীণ শব্দ এলো মাদামের কানে, 'আশা…আশা রাখো—ব্রিটিশরা নেমেছে…'

অদূরের আর এক বন্দীশালায় তাঁর স্বামী লুই কি এ' খবর

শুনেছেন ?

ভাবলেন মাদাম। সারারাত চলেছে বিস্ফোরণ। তাহলে বাঁচার শেষ সুযোগ এখনো আছে…

মাদামের চিন্তায় ছেদ পড়লো, বাইরে উত্তেজনাকর গলার আওয়াজে, 'রাউস—রাউস!' (বেরিয়ে এসো)। পরিষ্কার এলো কথাগুলো। পায়ের শব্দ উঠলো…বন্দীশালার দরজা খোলার শব্দ—বন্ধ হবার শব্দ—কিছু দূরে মেসিনগানের কট কট…গেস্টাপোরা সক্রিয়—

আক্রমণ শুরু হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বন্দীশালার প্রাঙ্গণে দুটো মেসিন-গান বসানো হয়েছে—দশ জন করে পুরুষ বন্দী—এক এক করে বের করে নিয়ে দেয়ালের ধারে দাঁড় করানো হচ্ছে…

তারপর মেসিন গানের…

যারা মরছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কিছুটা সত্যি—কিছু বা মনগড়া। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ আছে দলে—একে একে শহীদ হচ্ছে তারা—জবাই হয়ে যাচ্ছে—

এদেরই একজন মাদামের স্বামী, লুই।

এক ঘণ্টা ধরে চলেছে এই নারকীয় গণহত্যা। মাদাম শুধুই ভেবে চলেছেন—কিসের জন্যে এতো আগুনের ফুলঝুরী—

ইংল্যাণ্ডের সময় বেলা ন'টা তিরিশ মিনিট।

জেনারেল আইসেনহাওয়ার সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেন নি।

উদ্বিগ্ন পায়চারী চলেছে তাঁর—খবর চাই। খবর আসা শুরু হলো—টুকরো টুকরো, তবে শুভ খবর। ওভারলর্ড-এর কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগে যে সরকারী ইস্তাহার তৈরী করেছিলেন তিনি, সেটা আর এখন প্রকাশে দরকার নেই। ইস্তাহারে বলা ছিলো: 'শেরবুর্গ-হাভর এলাকায় আমাদের অবতরণ ব্যর্থ হয়েছে,

আমি জওয়ানদের ফিরিয়ে এনেছি। নৌ ও বিমান বাহিনী তাদের যথাকর্তব্য করেছে এবং ব্যর্থতার জন্যে যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তো আমাকেই করা উচিত—'

একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ইস্তাহার প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন আইক, তাঁর সৈন্যরা সৈকতে নামার খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে। বেলা ন'টা পঁয়ত্রিশে তাঁর সংবাদ-সহকারী কর্নেল আর্নেষ্ট ডুপুই সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিলেন: 'মিত্রপক্ষের নৌবাহিনী, বিমান-বহরের সহযোগিতায় ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে আজ সকালে মিত্রবাহিনীর অবতরণ প্রশস্ত করেছে।'

এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় বুঝি বা ছিলো সারা দুনিয়া। লণ্ডন টাইমস্ লিখলো 'অবশেষে—উত্তেজনা প্রশমিত—'

ব্রিটেনের মানুষ শুনলো খবর। ক্ষেতে-খামারে...অফিসে-বাড়িতে। পানাগারগুলোর লাউড-স্পীকারে খবর ছড়িয়ে পড়লো। 'গড সেভ দ্য কিং' গাইলো সমস্বরে মানুষ। গির্জার দরজা উন্মুক্ত হলো—জর্জ অনার-এর ঘরণী নাওমিও শুনলো বার্তা, জানলো তার স্বামীর পাত্তা। নৌ-বাহিনীর সদর থেকে ফোন পেলো, 'জর্জ ভালোই আছে, তবে সে কি কাজে নিযুক্ত, আপনার পক্ষে তা অনুমান করা শক্ত।'

উচ্ছ্বসিত আঠারো বছরের কিশোর নৌ-সেনা রোণাল্ড নর্থউডের মা'ও।

রাস্তায় দৌড়ে বেরোলেন মহিলা, প্রতিবেশী মিসেস স্পার্জিয়নকে বললেন, 'শুনেছো, আমার রণ্‌ও ওইখানেই আছে!'

মিসেস্ স্পার্জিয়নও ছাড়বার পাত্রী নন—জানিয়ে দিলেন তাঁর এক নিকট আত্মীয়ও আছে রণক্ষেত্রে!

যুদ্ধজয়ে যেমন আছে আনন্দ, তেমনি আছে দুঃখ। এ' ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই—সদ্যবিবাহিতারা হারিয়েছে তাদের স্বামী। অদ্রে ডাকওয়ার্থ এ' খবর শোনে নি। জানে না তার স্বামী প্রথম

বাহিনীর ক্যাপটেন এডমাণ্ড ডাকওয়ার্থ ওমাহা সৈকতে অবতরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেছে! মাত্র পঁচিশ দিন আগে তারা নীড় বেঁধেছে।

মার্কিন দেশেও পৌঁছলো বার্তা। রাত দুপুর। পূর্ব উপকূলের মানুষের কাছে পৌঁছলো খবর তিনটে তেত্রিশ-এ। পশ্চিমে বারোটা তেত্রিশ-এ। রাতের দিকে কাজ করা মানুষ জানলো তাদের হাতে হাতে তৈরী হাতিয়ারেই ঘায়েল হয়েছে জর্মনী।

উৎসবমুখর হয়ে উঠলো ক্যানসাস, ওয়াশিংটান, নিউ ইয়র্ক। ফিলাডেলফিয়ায় বেজে উঠলো মুক্তির (liberty) বাদন। ভার্জিনিয়াতে সারারাত ধরে চললো ঘন্টাধ্বনি। কারণ উনত্রিশ নম্বর বাহিনীর প্রতিটি জওয়ানের বাস ওই সহরেই। বেডফোর্ড-এর সবাই ওমাহাতে নেমেছে, এ' খবর অবশ্য পৌছায় নি সেখানে। ওরা জানে না, বেডফোর্ড-এর একশো ষোলো নম্বর রেজিমেন্টের ছেচল্লিশ জন জওয়ানের মাত্র তেইশ জন ফিরে আসবে যুদ্ধ শেষে।

'করি'-র অধিনায়ক হফম্যানের ঘরণী লোই (Lois) হফম্যান কিন্তু নিশ্চিন্ত। তার ধারণা, কর্তা এখনো উত্তর অতলান্তিকের কোথাও নৌবহর প্রহরার কাজে ব্যস্ত।

কিন্তু স্যান ফ্র্যানসিসকোর ফোর্ট মিলের প্রাক্তন সেনাদের জন্যে সংরক্ষিত হাসপাতালে সে রাতে একজন দুশ্চিন্তার ভারে ভারাক্রান্ত—রাতের ডিউটিতে নিযুক্ত সেবিকা মিসেস লুসিলে স্কালজ। বেতারযন্ত্রের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করেছে সে, বিরাশি নম্বরের খবর শোনার আশায়। শঙ্কিতও হয়েছে সে। কারণ তার রোগীটি হৃদরোগে আক্রান্ত এবং প্রবীন ভদ্রলোক প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্তন সৈনিক। সেও খবরের জন্য কান পেতে আছে, 'ওখানে এই সময়ে থাকতে পারলে বেশ হতো, না?'

সেবিকার দিকে চোখ তুলে বললো বৃদ্ধ। মিসেস্ স্কালজ রেডিও বন্ধ করে দিলো, 'আপনি তো ছিলেন আপনাদের যুদ্ধে—'

অন্ধকার কোণে বসে নিঃশব্দে চোখের জল ফেললো মহিলা, তার একুশ বছরের ছেলে সন্তান আর্থার-এর চিন্তায়—লড়াইয়ের ময়দানে প্রাইভেট 'ডাচ' স্কালজ নামে তার পরিচয়।

লং আইল্যাণ্ডের বাড়িতে মিসেস থিয়োডর রুজভেল্টও নিশ্চিন্ত নিদ্রায় কাটাতে পারেন নি রাতটুকু। রাত তিনটে। উঠে পড়লেন রুজভেল্ট গৃহিণী—অভ্যেসবশে রেডিও চালিয়ে দিলেন। ডি ডে-র ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে।

মিসেস রুজভেল্ট জানেন না, তিনিই পৃথিবীর একমাত্র মহিলা—যাঁর দুই পুত্র 'ইউটা' সৈকতে। এক ছেলে পঁচিশ বছরের তরুণ কোয়েনটিন রুজভেল্ট রয়েছে বাপের সঙ্গে। মিসেস প্রার্থনায় বসলেন—

অষ্ট্রীয়ার, ক্রেমস-এর কাছে স্ট্যালাগেও আনন্দের বন্যা বইলো। মার্কিনী সেনারা ছোট প্লাসটিক বেতার-যন্ত্রে খবরটা শুনলো। জেমস ল্যাং, সে এক বছরেরও ওপর শত্রু শিবিরে কাটিয়েছে, খবরটা বিশ্বাসই করতে পারেন নি প্রথমটায়।

ভাগ্যের নিষ্ঠুর কটাক্ষ, বন্দীশিবিরের মানুষেরা, জর্মন সেনাদের চেয়েও ওয়াকিবহাল আক্রমণ সম্বন্ধে। ব্যাপারটা মজার, কারণ রেডিও বার্লিন কিন্তু মিত্রপক্ষের অবতরণ ঘোষণার তিন ঘন্টা আগে খবর প্রচার করেছে। সকাল সাড়ে ছ'টা থেকেই শুরু হয়েছে তাদের ঘোষণা-পর্ব। শর্ট-ওয়েভে হয়েছে ঘোষণাগুলো, তাই সাধারণ মানুষ জানতে পারে নি; অন্যদিকে বিদেশী প্রচার শোনার ব্যাপারটা আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হলেও অনেকে সুইস, সুইডিস বা স্পেনীয় সূত্রে খবর পেয়ে গেছে। কিছু মানুষ গুরুত্ব দেয় নি, কিছু দিয়েছে—এমন একজন হলেন ফ্রাউ ওয়ার্নার প্লাসকাট। প্লাসকাট-গৃহিনী সেদিন দুপুরে এক চলচ্চিত্র দেখতে যাবেন, ঠিক ছিলো। সঙ্গে যাবেন ফ্রাউ সাউয়ের, আর এক অফিসার-গৃহিনী। কিন্তু অবতরণের খবর পাওয়া মাত্র ফ্রাউ প্লাসকাট হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা। ফ্রাউ

সাউয়েরকে তড়িঘড়ি ডাকলেন ফোনে, 'ওয়ার্নার-এর অবস্থা জানা দরকার, হয়তো তাকে আর কোনোদিনই দেখতে পাবো না—' ছবি দেখার পরিকল্পনা বাতিল করে দিলেন ফ্রাউ। কাঁপছেন।

ফ্রাউ সাউয়ের ধমনীতে বইছে প্রাশিয়ান রক্ত, উদ্বেগ নিরসনের চেষ্টা চালালেন তিনি, 'এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না—ফুয়েরারের ওপর বিশ্বাস রাখো, একজন সৎ অফিসারের স্ত্রী তুমি—এটাও ভুলো না—'

ফ্রাউ প্লাসকাট উত্তরে বিষোদ্গার করলেন, 'তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজ থেকেই শেষ—' রিসিভার নামিয়ে দিলেন।

বার্শটেসগ্যাডেনে হিটলারের কাছে আক্রমণের খবরটা ভাঙার আগে মিত্রপক্ষের সরকারী ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলেন যেন তাঁর সহধর্মীরা। বেলা চারটায় (জর্মন সময় ন'টা) হিটলারের নৌ-সহকারী কারল জেসকো ফন পাটকেমার জোডল-এর দপ্তরের ফোন তুললেন। পাটকেমার জানালেন, 'বড় ধরণের অবতরণের কোনো নির্দিষ্ট খবর নেই। পাটকেমার এবং তার সহকারীরা ওই খবরের ভিত্তিতে একটা মানচিত্রও তৈরী করে ফেললেন তড়িঘড়ি। এবার ফুয়েরারের অ্যাডজুটেন্ট মেজর জেনারেল রুডলফ স্মাগুট হিটলারকে ডেকে তুললেন। ড্রেসিং গাউন পরা অবস্থায় বেরোলেন হিটলার। পরে ওকেডব্লিউয়ের প্রধান ফিল্ড মার্শাল উইলহেম কাইটেলকে তলব করলেন। জোডলকেও। তাঁরা পৌঁছবার আগেই হিটলার জামা কাপড় পালটেছেন। উত্তেজনাকর পরিবেশে কথাবার্তা চললো। তথ্য হাতে প্রায় কিছুই নেই কিন্তু যা পাওয়া গেছে হিটলার-এর কাছে তেমন গুরুত্বের কিছু মনে হলো না। এবং সেটাই তিনি বার বার ওদের কাছে বলতে লাগলেন।

কনফারেন্স কয়েক মিনিট পরেই শেষ হলো, হিটলার জোডল আর কাইটেলকে উদ্দেশ করছেন, 'তাহলে, আক্রমণ কি শুরু হলো, না কি?' দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন হিটলার।

আসল কথাটাই আলোচিত হলো না; প্যাঞ্জারদের ছেড়ে দেবার ব্যাপারটা।

হরলিঙ্গেনে রোমেলের ফোন বেজে উঠলো, দশটা পনেরো তখন। মেজর-জেনারেল হান্স স্পাইডেল ডাকছেন, বিষয়ঃ আক্রমণের প্রাথমিক তথ্যাদি জানানো। [স্পাইডেল আমাকে পরে বলেছেন, তিনি রোমেলকে গোপন লাইনে ডেকেছিলেন, ভোর ছ'টায়। তাঁর বই 'ইনভেশন ফ্লরটিফের'-এও এর উল্লেখ আছে। কিন্তু কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্যও আছে। যেমন, তাঁর বইতে বলা হয়েছে, রোমেল লা রোশে গুঁয়ো ছেড়েছেন জুনের পাঁচই, চৌঠা নয়। হেলমুট ল্যাং, টেম্পেলহফ-ও একমত এই ব্যাপারে। গ্রুপ বি-র যুদ্ধ পঞ্জীতেও তাই নথিবদ্ধ। কিন্তু ডি ডে-র পঞ্জী রোমেলের কাছে একটাই ফোন হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে, আর সেটা দশটা পনেরোয়।]

রোমেল সব শুনলেন। হতভম্ব, কাঁপছেন।

এটা 'দিয়েপ-মার্কা' কোনো আক্রমণ নয়—রোমেলের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হলো—বুঝলেন এই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করেছেন তিনি এতো দিন…যেটাকে 'দীর্ঘতম দিন' বলে আগে উল্লেখ করেছেন। স্পাইডেলকে শেষ করতে দিলেন, তারপর নিরুত্তাপ গলায় বলে উঠলেন, 'আমারই বোকামি হয়েছে, উঃ, কি বোকা আমি!'

ফোন ছেড়ে দিলেন রোমেল। ফ্রাউ রোমেল পাশেই ছিলেন, তিনি একজন সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া মানুষকে দেখলেন যেন, 'দারুণ টেনশান মানুষটার মনে!' পরের পয়তাল্লিশ মিনিটে, রোমেল দু' দু'বার তাঁর সহকারী ল্যাংয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং দু'বার দু'টি ভিন্ন সময় দিয়েছেন লা রোশে প্রত্যাগমনের। ল্যাং উদ্বিগ্ন হয়েছে, কারণ ফিল্ড মার্শাল কোনোদিনই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে কখনো এতো দ্বিধাগ্রস্ত হন নি।

'ফোনে তাঁর কথাবার্তা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যাঞ্জক মনে হয়েছে এবং যেন রোমেলসুলভ নয়—' মনে পড়ে ল্যাংয়ের।

যাত্রার সময় অবশেষে ঠিক হলো। 'আমরা ঠিক একটার সময় ফ্রয়ডেনস্টাড থেকে যাত্রা করবো—' রোমেল ল্যাংকে জানালেন, ল্যাং ফোন নামিয়ে ভাবলো—রোমেল দেরী করছেন কেন লা রোশে-তে ফেরার ব্যাপারে—সম্ভবতঃ হিটলারের সঙ্গে কথা বলবেন—ল্যাং নিজেকে বোঝালো। ল্যাং জানে না, বের্শটেসগাডেনে হিটলারের অ্যাডজুটান্ট মেজর জেনারেল স্মাণ্ডটই একমাত্র জানেন রোমেল জর্মনীতে।

ইউটা সৈকতে সব কিছু ছাপিয়ে উঠলো ট্রাকের শব্দ, সঙ্গে ট্রাকের ঘড়ঘড়ানি, জীপগুলোর দ্রুতগতি সমস্ত পরিবেশ কর্মচঞ্চল করে তুললো। চতুর্থ ডিভিশান এগিয়ে চললো ফ্রান্সের অভ্যন্তরে।
বেরোবার রাস্তায়, দু নম্বর পথে দাঁড়িয়ে দুজন সমরনায়ক।
এঁদের একজন চতুর্থ ডিভিশনের নায়ক মেজর-জেনারেল রেমণ্ড ও বার্টন, অন্যজন কিশোর-চাপল্যে চপল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল 'টেডি' রুজভেলট। দ্বাদশ ইনফ্যানট্রীর মেজর গার্ডেন জনসনের মনে হয়েছে, 'ধুলোর রাস্তায় পায়চারী করছেন রুজভেলট, পাইপ মুখে। সঙ্গে ছড়িও আছে। নিরুদ্বেগ। জনসনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন রুজভেলট, 'এই জনি। এই রাস্তায় চলতে থাকো—ভালই চালাচ্ছো। আজকের দিনটা শিকারের পক্ষে দারুণ, না?' তাঁর বাহিনীকে অন্য কোথাও নামানো বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, তবু পরম তৃপ্তিতে দাঁড়িয়ে অপসৃয়মাণ গাড়িগুলো দেখছেন। (ইউটা'র কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মার্কিন সরকার তাঁকে 'কনগ্রেসনাল মেডেল' দেন। বারোই জুলাই আইসেনহাওয়ার তাঁকে নব্বই নম্বর ডিভিশানের সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন কিন্তু রুজভেল্টের দুর্ভাগ্য, তিনি জেনে যেতে পারেন নি, তাঁর এই পদোন্নতির কথা। কারণ, সেই দিন বিকেলে হৃদরোগের আক্রমণে মারা যান।)
কিন্তু বার্টন আর রুজভেল্ট, তাদের বাহ্যিক বেপরোয়া ভাব বজায়

রাখলেও, এক গোপন ভীতির অংশীদার—যানবাহন চলাচল অব্যাহত রাখতে হবে, নইলে জর্মন প্রতিরোধের কাছে হবে হার। বারে বারেই তারা 'জ্যাম' ছাড়িয়ে চললেন। বড় বড় ট্রাকগুলোকে মূল রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। এখানে সেখানে শত্রু বোমা বিধ্বস্ত যানগুলোও অবরোধ সৃষ্টি করছে। সেগুলোকে সরানো হলো ট্যাঙ্ক দিয়ে ঠেলে।

এগারোটায় শুভ সন্দেশ এলো: তিন নম্বর বেরোবার পথ—মাইলখানেক দূরে সেটা, উন্মুক্ত। বার্টন সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাঙ্কগুলোকে সে পথে চালিয়ে যেতে বললেন। চতুর্থ ডিভিশান এগিয়ে চললো··· অপ্রত্যাশিতভাবে মিলতে লাগলো জওয়ানরা।··ফ্রান্সের ভেতরে এগোলো। ডি ডে-র ক্ষয়ক্ষতি আশঙ্কাজনক হয় নি: একশো সাতানব্বইকে হারিয়েছে ওরা। তার মধ্যে সমুদ্রে প্রাণ হারিয়েছে ষাটজন।

কিন্তু ওদের লড়াই শেষ হয়নি। প্রচণ্ডতর লড়াই অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে। আগামী কয়েক সপ্তাহ চলবে যে লড়াই। তবু, আজকের এই দিনটা একান্তভাবে তাদের। বিকেলের মধ্যে বাইশ হাজার জওয়ান নামবে আঠারোশো ফৌজী যানসহ।

রক্তাক্ত ওমাহা থেকে বেরোনোর লড়াই চলছে, প্রতিটি ইঞ্চির জন্যে পদক্ষেপ। সমুদ্র থেকে সৈকতে তাকান, ধ্বংস আর অপচয়ের এক ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়বে। 'অগাষ্টা' জাহাজে ওমার ব্র্যাডলের কাছে পরিস্থিতির রূপ ক্রমেই প্রলয়ঙ্করী মনে হতে লাগলো। বিমূঢ় ব্র্যাডলে। ডগ গ্রীণ আর ওয়াইটের সৈকত ধরে এক প্রবীণকে ছুটে আসতে দেখা গেলো, মানুষটা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নরম্যান কোটা। হাতে ৪৫ অটোমেটিক। সবাইকে সৈকত ছেড়ে যাবার হুঁশিয়ারী দিয়ে চললেন। ভিয়েরভিল-এর প্রস্থান-পথে একটা ট্যাঙ্ক দেখিয়ে বলে উঠলেন কোটা, 'এটা চালাচ্ছে কে?' কেউ সাড়া দিলো না, সবাই যেন বাকরুদ্ধ, প্রচণ্ড গোলা-

বর্ষণে হতচকিত। মেজাজ চড়ে গেলো কোটার, 'এই হতচ্ছাড়া যন্তর চালাবার মত হিম্মত নেই এখানে কারুর?'

একটা কালোচুলো জওয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো, সোজা হাঁটছে সে, ঋজুভঙ্গিতে, 'আমি চালাচ্ছি—'

কোটা সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখলেন, 'এই তো চাই।'

অন্যদের দিকে ফিরলেন এবার, 'নাও, চলো এখান থেকে বেরোনো যাক—' পেছন দিকে ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন কোটা, পেছনের মানুষগুলোও নড়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

কোটা উদাহরণ হয়ে রইলেন। শুধু কোটা নন, ডি ডে-তে এমন অনেক সমরনায়ক এগিয়ে এসেছেন, সাধারণ সেনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন যাঁরা। জওয়ানরাও থামে নি।

দরিয়ার যানগুলো এগিয়ে এলো। তীরের কাছাকাছি হলো সেগুলো। মাটির মানুষগুলোর মন থেকে ভয় দূর হয়ে গেলো, জায়গা করে নিলো জিঘাংসা সে মনে।

ওমাহার বিভীষিকা পেরিয়ে ফ্রান্সের গভীরে ঢুকলো সেনা। বেলা দেড়টায় জেনারেল ব্র্যাডলের কাছে পৌঁছবে বার্তা।

'ইজি রেড, ইজি গ্রীণ, ফক্স রেড-এর সৈকতে থমকে থাকা জওয়ানরা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে—'

দিনের শেষে প্রথম আর উনত্রিশ নম্বর বাহিনীর লোকেরা সৈকতের এক মাইল ভেতরে ঢুকে পড়বে।

ওমাহার সৈকতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব: আনুমানিক আড়াই হাজার মানুষ—হত,আহত ও নিখোঁজ মিলিয়ে।

এস্ট্রেহামের সদরে প্লাসকাট ফিরে এলেন, বেলা একটা ঘড়িতে। তাঁর সহকর্মীদের কাছে প্লাসকাট এক নতুন সত্ত্বা। চেনাই যায় না তাঁকে। কাঁপা কাঁপা ঠোঁট দিয়ে একটা শব্দ শুধু বেরোলো তার মুখ

দিয়ে, 'ব্র্যাণ্ডি—ব্র্যাণ্ডি দাও—'

ব্র্যাণ্ডির পাত্র এলো কিন্তু প্লাসকাটের হাত উঠলো না।

সহকর্মীদের একজন বললেন, 'স্যর, মার্কিনীরা নেমেছে।'

প্লাসকাট তার দিকে তাকালেন, হাতের ইসারায় সরে যেতে বললেন। সবাই ঘিরে দাঁড়ালো প্লাসকাটকে। তাদের একটাই সমস্যা: বাহিনীর হাতে গোলাবারুদ বাড়ন্ত। রেজিমেন্টের কাছে খবর গেছে এবং লেফটেনান্ট-কর্নেল ওকারের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া যাবে রসদ অচিরাৎ পৌঁচচ্ছে—কিন্তু পৌঁছয় নি। ওকারকে ফোনে ডাকলেন প্লাসকাট।

'প্লাসকাট, তুমি কি এখনো জীবিত?' ওকারের বায়বীয় গলা ভেসে এলো।

প্লাসকাট প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, 'রসদের খবর কি?' সোজা প্রশ্ন রাখলেন পাল্টা।

'পাঠিয়ে দিয়েছি—'

কর্নেলের নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর প্লাসকাটের উত্তেজনা বাড়ালো। বেশ জোরেই বললেন, 'কখন? কখন পৌঁছবে? এখানকার অবস্থাটা তোমরা বুঝতে চাইছো না কেন?'

মিনিট দশেক পরে ফোন এলো প্লাসকাটের, 'খারাপ খবর আছে। এইমাত্র জানতে পারলাম, রসদের গোটা কনভয় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমার কাছে রসদ রাতের আগে পৌঁছনো যাবে না—'

প্লাসকাট এতটুকু বিস্মিত হলেন না, তাঁর হালফিল ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন, কিছুই চলতে পারছে না রাস্তা দিয়ে। আর এও জানেন যে তাঁর বাহিনী যে হারে রসদ খরচ করে চলেছে, তাতে রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে তা।

এখন প্রশ্ন: কোনটা তাঁর বাহিনীর কাছে আগে পৌঁছবে—মার্কিনীরা, না তাঁর যুদ্ধোপকরণ!

প্লাসকাট মুখোমুখি লড়াইয়ের ফরমান জারী করে দুর্গের চত্বরে

উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে লাগলেন।

প্লাসকাটের হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ আর ব্যর্থ মানুষ মনে হলো। তাঁর কুকুর হ্যারাসটা কোথায় যদি জানতে পারতেন...

ডি ডে-র পয়লা যুদ্ধে জয়ী ব্রিটিশ জওয়ানরা এখন তাদের দখল পাকা করছে। অর্নে আর কায়েনের সেতু তেরো ঘন্টার ওপর তাদের দখলে কিন্তু তাদের সংখ্যা অনেক কমেছে। হাওয়ার্ডের ফৌজ অবশ্য ছোটোখাটো প্রতি-আক্রমণ ঠেকিয়ে চলেছে।

এখন শুধু সাগ্রহ প্রতীক্ষা, সমুদ্রের মানুষগুলো কখন তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে।

কায়েন-খালের কাছে এক গোপন-আস্তানায় বসে তাঁর হাত-ঘড়ি দেখলেন প্রাইভেট বিল গ্রে। লর্ড লোভাট-এর ফৌজ এখানে পৌঁছানোর কথা দেড় ঘন্টা আগে। ভাবনা শুরু হলো তার। বিল-এর ধারণা এখানে যে লড়াইটা হয়ে গেলো আজ তার চাইতে বেশী কিছু হবার সম্ভাবনা আছে। মাথা তুলতে সাহস করছে না বিল, অতর্কিতে গুলি ছুটতে পারে।

বিল-এর সঙ্গী প্রাইভেট জন উইলকিন্স শুয়ে ছিলো তার পাশে, সে বললো, 'জানো, আমার মনে হচ্ছে কাছে কোথাও ব্যাগপাইপের বাজনা শুনতে পাচ্ছি।'

বিল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো তার চোখে, 'নির্বোধ কোথাকার!'

কয়েক মুহূর্ত পরে আবার উইলকিন্স ঘুরলো তার দিকে, 'কিন্তু ব্যাগপাইপের বাজনা শুনতে পাচ্ছি।'

হ্যাঁ। বিলও শুনছে এবার।

দৃশ্যমান হলো লর্ড লোভাট-এর কমাণ্ডো-বাহিনী। সবুজ পোষাকে মোড়া মানুষগুলো, পুরোভাগে বিল মিলিন, ব্যাগপাইপে তার তান, 'ব্লু বনেটস ওভার দ্য বর্ডার।'

গুলির শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেলো হঠাৎ। সবাই শুনছে। কিন্তু এই অবস্থা

বেশীক্ষণ চললো না, সেতুর কাছে পৌঁছতেই জর্মন গোলা পড়তে শুরু করলো।

মিলিন ফিরে তাকালো, লর্ড লোভাট ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন, যেন নিজের জমিদারীতেই চলেছে পদচারণা! চোখে চোখ পড়তে লর্ড তাকে চালিয়ে যাবার সংকেত দিলেন।

জর্মনদের গোলাবারুদ উপেক্ষা ক'রে এবার ছত্রীরা বেরিয়ে পড়লো কম্যাণ্ডোদের স্বাগত জানাতে। লোভাট বিলম্বের জন্যে ক্ষমা চাইলেন।

ক্লান্ত, ষষ্ঠ বাহিনীর কাছে এ' একটা পরম লগ্ন। যদিও মূলবাহিনী পৌঁছতে এখনো অনেক সময়, অগ্রগামীদের অভ্যর্থনায় মুখর তারা। বিলের যেন মনে হলো তার বয়স অনেক কমে গেছে।

আজ হিটলারের তৃতীয় রাইখের গুরুত্বপূর্ণ দিনটাতে রোমেল যখন দৌড়েছেন নরম্যাণ্ডির উদ্দেশ্যে, তাঁর সহযোগীরা মিত্র বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে যখন হিমশিম খাচ্ছে, প্যাঞ্জারদের ওপর সমস্ত ব্যাপারটার দায়িত্ব এসে গেলো। সৈকতের সংলগ্ন একুশ নম্বর প্যাঞ্জার ডিভিশান, দ্বাদশ এস·এস আর লেহর্—হিটলার এখনো এদের ছাড়েন নি।

রোমেলের দৃষ্টি সাদা সুতোর মত রাস্তাটার ওপর স্থির। ড্রাইভারকে মাঝে মাঝে জোরে চালাবার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন যান্ত্রিকভাবে। চালক ডানিয়েল্স অ্যাকসিলেরাটারে পায়ের চাপ দিয়ে চলেছে। দু' ঘণ্টা আগে তারা ফ্রয়ডেনস্ট্যাড ছেড়েছে। রোমেল একটা কথাও বলেন নি এর মধ্যে। হেলমুট ল্যাং পেছনে বসে—কিন্তু মার্শালকে এমন করে ভেঙে পড়তে সে দেখে নি কখনো। ল্যাং অবতরণের প্রসঙ্গ তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। রোমেল হঠাৎ ঘুরে ল্যাংয়ের দিকে তাকালেন, 'আমি কিন্তু ভুল করি নি, জানো—কখনো না—' তাঁর দৃষ্টি ফিরে গেলো সামনে…

প্যাঞ্জারদের একুশ নম্বর শাখা কিন্তু কায়েন ভেদ করতে পারে নি। কর্নেল হেরম্যান ফন অপেন-ব্রনিকাউস্কী ট্যাঙ্ক-বাহিনীর নেতৃত্ব করছেন তিনি, গাড়িতে সমস্ত সৈন্যব্যূহ গোড়া থেকে শেষ পরিদর্শন করলেন। সারাটা সহর ভগ্নস্তূপের আকার নিয়েছে। কিছু আগেই এখানে আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা ফেলা হয়েছে, আর তা নিপুণভাবেই সমাধা হয়েছে। রাস্তাগুলোতে জঞ্জালের পাহাড়, মানুষ ত্রাসের শিকার—ছুটে পালাচ্ছে যে যেদিকে পারছে। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে সাইকেলে—সারা রাস্তা জুড়ে।

না। কোনো আশা নেই। ব্রনিকাউস্কী তাঁর বাহিনীকে সহরের আর এক রাস্তায় নেবেন ঠিক করলেন। অনেক সময় লাগবে, জানেন তিনি—কিন্তু নান্যঃ পন্থা।

আর তাঁর সহায়তায় পাঠানো ফৌজেরও তো দেখা নেই!

ওই বাহিনীরই একশো বিরানব্বই রেজিমেন্টের প্রাইভেট ওয়ালটার হারমেস-এর মনে অপার আনন্দ। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করছে সে। তার মোটর সাইকেলে লম্বা হয়ে বসে সে, বাহিনী পরিচালনা করছে।

ওদের গন্তব্য উপকূল। পথে তাদের সঙ্গে ট্যাঙ্কবাহিনী মিলিত হবে—আর, সবশেষে ব্রিটিশদের ফিরিয়ে দেবে জলে।

পাশেই চলেছে তার সঙ্গীরা—টেটসল, মাতুশ্ আর স্কার্দ—ওরাও মোটর সাইকেলে।

কিছুই হলো না। ট্যাঙ্কগুলোর কোনো পাত্তাই নেই। আশ্চর্য ব্যাপার, মনে হয়েছে হারমেসের কাছে এটা। তবু ভেবেছে সে—ওরা হয়তো আরো আগে আছে—হয়তো সৈকতে—আক্রমণ শুরু করেছে এর মধ্যে।

সানন্দে হারমেস চললো এগিয়ে—জুনো আর গোলডের মাঝে যে ফাঁক আছে সেদিকেই লক্ষ্য তাদের। এই ফাঁকটাই এখন

শেষ আশ্রয়—যে ফাঁকটার সম্পর্কে ব্রনিকাউস্কী সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

প্যারিতে ওবিওয়েস্টের সদরে, মেজর জেনারেল ব্লুমেনট্রীট কিন্তু নিশ্চেষ্ট বসে নেই, রোমেলের দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে ফোন তুলে নিলেন, স্পাইডেলকে ডাকলেন। তাঁদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথন 'আর্মি' গ্রুপ বির পুঞ্জীভুক্ত।

ব্লুমেনট্রীট জানালেন, 'ওকেডব্লিউ দ্বাদশ এসএস আর প্যাঞ্জার লেহর্ বাহিনী দুটোকে ছেড়ে দিয়েছে—'

সময় তিনটে-চল্লিশ। সমরনায়ক দুজনই জানেন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। হিটলার এবং তাঁর পারিষদ দশ ঘন্টারও বেশী সময় প্যাঞ্জারদের আটকে রেখেছেন!

বাহিনী দুটির কোনোটিরই আজ আক্রমণ-এলাকায় পৌঁছনোর সম্ভাবনা নেই। হিসেবে দেখা যাচ্ছে দ্বাদশ এসএস সৈকত-এলাকায় নামবে জুনের সাত তারিখ সকালে। প্যাঞ্জার লেহ্র বাহিনীটি—বোমারু বিমানের শিকার হয়েছে বারবার যে বাহিনী, ন'ই তারিখের আগে পৌঁছবে না!

এখন ভরসা শুধু একুশ নম্বর প্যাঞ্জার ডিভিশান।

সন্ধ্যা নামছে নরম্যাণ্ডির মাটিতে। রোমেলের হর্শ গাড়ি রাইমস্-এ পৌঁছলো। সহরের ফৌজী দপ্তর থেকে ল্যাং টেলিফোনে যোগাযোগ করলো লা রোশের সঙ্গে। রোমেল পনেরো মিনিট ধরে কথা বললেন চিফ অফ-স্টাফের সঙ্গে। অশুভের ছায়া পড়েছে রোমেলের সারা মুখে। নিঃশব্দে এগিয়ে চললো গাড়ি। কিছুক্ষণ পরে রোমেলের দস্তানা-মোড়া হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে অন্য হাতের করতলে আঘাত করলো, 'আমার বন্ধুতার মুখোশপরা শত্রু মন্টগোমারী!' আরও পরে, 'হে ভগবান, একুশ নম্বর যদি সামলাতে পারে ব্যাপারটা, তা হলে ওদের তিনদিনের মধ্যে আবার জলে নামিয়ে দেবো!'

কায়েন-এর উত্তরে ব্রনিকাউস্কী আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। ক্যাপটেন

উইলহেম ফন গটবের্গ-এর নেতৃত্বে পঁয়ত্রিশটি ট্যাঙ্ক পাঠানো হলো—সৈকতের চার মাইল দূরে পেরিয়েরস-এর দখল নিতে। ব্রনিকাউস্কী নিজে বিয়েভিল-এর দিকে এগোবেন, পঁচিশটি ট্যাঙ্কের বাহিনী নিয়ে। একুশ নম্বর প্যাঞ্জারের নায়ক জেনারেল এডগার ফয়েসটিঞ্জার আর চুরাশি নম্বরের অধ্যক্ষ জেনারেল মার্কস এসেছেন প্রতিরোধের অবস্থা বুঝতে।

মার্কস এগিয়ে এলেন ব্রনিকাউস্কীর দিকে, বললেন, 'অপেন, জর্মনীর ভবিষ্যৎ অনেকাংশে তোমার ওপর নির্ভরশীল—ব্রিটিশদের যদি জলে ফেরত পাঠাতে না পারো, আমরা হেরে গেলাম।'

ব্রনিকাউস্কী সেলাম ঠুকলেন, 'জেনারেল, আমি আমার যথাসাধ্য করবো—'

ট্যাঙ্কগুলো একে একে মাঠের বাইরে বেরোলো। ব্রনিকাউস্কীর সামনে দাঁড়ালেন সাতশো ষোলো নম্বরের মেজর-জেনারেল উইলহেম রাইখটার—দুঃখে ভেঙে পড়েছেন, চোখে জল তাঁর, 'আমার সেনাদের হারিয়েছি—আমার সমস্ত ডিভিশানটাই খতম হয়ে গেছে—'

ব্রনিকাউস্কী শান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'আমি কি করতে পারি, স্যর? আমাদের যথাকর্তব্য করবো।'

পকেট থেকে মানচিত্র বের করলেন তিনি, রাইখটারের সামনে মেলে ধরলেন, 'ওদের অবস্থানের জায়গাগুলো বলে দেবেন অনুগ্রহ করে?'

রাইখটার মাথা ঝাঁকালেন, 'আমি জানি না। জানিনা...'

গাড়ির মধ্যে রোমেল আবার ঘুরলেন ল্যাংয়ের দিকে, 'এর মধ্যে আবার ভূমধ্যসাগরের দিক থেকে আর একটা আক্রমণ শুরু না হয়ে যায়—' একমুহূর্ত ভাবলেন তিনি, 'জানো ল্যাং, আমি যদি এই সময়ে মিত্রপক্ষের নেতৃত্বে থাকতাম, চোদ্দ দিনে লড়াই শেষ করে দিতাম।'

রোমেল আবার সামনে রাস্তায় চোখ মেলে দিলেন। ল্যাং তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। ভারাক্রান্ত মনটা তার অসহায়।

বিয়েভিল-এ চড়াই উঠতে লাগলো ব্রনিকাউস্কীর ট্যাঙ্ক বাহিনী। শত্রুর দেখা এখনো মেলে নি। তারপর, তাঁর মার্ক কোর ট্যাঙ্কগুলোর প্রথমটি চূড়োর কাছাকাছি হতে...দূরে কোথাও কামানের গোলা ছুটলো। ব্রনিকাউস্কী জানেন না, তিনি ব্রিটিশদের মুখোমুখি কিনা, নাকি—ট্যাঙ্ক-নিরোধী কামান এগুলো। কিন্তু নিশানা তাদের নির্ভুল...জোরদারও। ভাবনার মধ্যেই তাঁর ট্যাঙ্কটা উড়ে গেলো, একটা গোলাও বেরোয় নি তা থেকে। পরের দুটি ট্যাঙ্ক এগোলো, এবার আর নিঃশব্দ নয় সেগুলো। কিন্তু ওগুলোও ব্রিটিশ কামান-দাগিয়েদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারলো না। ব্রনিকাউস্কী নতুন করে ভাবলেন, ব্যাপারটা পরিস্কার হলো এবার... ব্রিটিশ কামানগুলোর পাল্লা ভারী...একের পর এক, ব্রনিকাউস্কীর ট্যাঙ্কগুলো ঘায়েল হয়ে চললো। পনেরো মিনিটের মধ্যে তাঁর ছ'টি ট্যাঙ্ক গেলো। এরকম পাকা হাতের মার আর দেখেন নি কখনো ব্রনিকাউস্কী। করার কিছু নেই তার।...পিছু হঠার নির্দেশ দিলেন তিনি।

প্রাইভেট ওয়ালটার হারমেস বুঝতে পারছেন না ট্যাঙ্কগুলোর অবস্থান। ১৯২নং রেজিমেন্টের অগ্রগামী কোম্পানী লুক-সুর-মের-এর সৈকতে পৌঁচেছে, কিন্তু প্যাঞ্জারদের চিহ্নমাত্র নেই। চিহ্ন নেই ব্রিটিশদেরও। হারমেস আশাহত হলো।

উপকূলে আক্রমণ বহরের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হারমেস। অসংখ্য নৌ-যান দুলছে জলে, ঢেউয়ের তালে তালে। নানা বর্ণের...নানা রঙের... স্কার্দের দিকে তাকালো সে, 'দারুণ, ঠিক যেন কুচকাওয়াজের পূর্বাবস্থা...'

হারমেস আর তার বন্ধুরা ঘাসে শুয়ে পড়লো, সিগারেট বের করলো পকেট থেকে। কোনো কিছুই ঘটছে না আপাতত, আর—কোনো নির্দেশও নেই—

পেরিয়েরস পাহাড় শ্রেণীতে কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের অবস্থান পাকা

করেছে। গটবের্গ-এর পঁয়ত্রিশটি ট্যাঙ্ক তারা আটকেছে, প্যাঞ্জাররা গোলা ছোঁড়বার পাল্লার আসার আগেই। কয়েক মিনিটে গটবের্গ দশটি ট্যাঙ্ক হারিয়েছেন। নির্দেশদানে বিলম্ব, আর কায়েন-এ রাস্তা পরিবর্তন, এ সবের সুযোগ দিয়েছে ব্রিটিশরা, তারা গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি দখল করে অপেক্ষমান। গটবের্গ অভিশাপ দিয়ে চললো সবাইকে। লেবিসে গ্রামের কাছে বনের প্রান্তে পিছু হটলো হারমেস।

সে নিশ্চিত। ব্রিটিশরা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়বে, কায়েন-এর ওপর।

কিন্তু সময় বয়ে চললো, গটবের্গ বিস্মিত—আক্রমণের কোনো ইঙ্গিত নেই। তারপর ন'টার কিছু পরে—গটবের্গ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো…বিমানের গুঞ্জন কানে আসছে…পড়ন্ত শেষ বেলার আলোয় দেখলো সে—দেখলো ঝাঁকে ঝাঁকে গ্লাইডার নেমে আসছে উপকূলে। অসংখ্য যান, সারিবদ্ধ নামছে…গটবের্গের গলা দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরোলো একটা…রাগে কাঁপছে সে।

বিয়েভিল-এও ব্রনিকাউস্কী সুযোগের অপেক্ষায় আছে, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সে জর্মন অফিসারদের দলে দলে কায়েন-এর দিকে ফিরে যেতে দেখলো। ব্রিটিশরা কেন আক্রমণ শুরু করছে না, এ'টা বুঝতে পারছে না সে। তার মনে হলো কায়েন আর তার সংলগ্ন এলাকা দখল নেওয়া কয়েক ঘন্টার ব্যাপারমাত্র। [ডি-ডে-তে ব্রিটিশদের লাভের ব্যাপারটা আশাতীত হলেও তারা তাদের মুখ্য লক্ষ্য—কায়েন জয়করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্রনিকাউস্কীকে সদলবলে অবস্থান করতে হয়েছে ছ' সপ্তাহ ধরে। সহরের পতন পর্যন্ত।]

মত্ত মানুষগুলো, সঙ্গে ফৌজের নারী কর্মীরাও টলতে টলতে এগোচ্ছে। চেঁচিয়ে গাইছে—'ডিউশল্যাণ্ড উবার অ্যালেস—'

ব্রনিকাউস্কী তাকিয়ে রইলো, ওদের চলে যাওয়া পর্যন্ত।

'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে আমাদের।' আপন মনে বলে উঠলো সে।

রোমেলের গাড়ী নিঃশব্দে ঢুকলো লা রোশের সেই ছেড়ে যাওয়া

দুর্গে। ডিউচেস ত্ন লা রোকেকোকোর দুর্গ। দরজার সামনে গাড়ি থামতে ল্যাং লাফিয়ে নামলো। ফিলড মার্শালের প্রত্যাগমনের খবরটা দিতে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো স্পাইডেলের দপ্তরে। ওয়াগনেরের বাজনা চলছিলো স্পাইডেলের ঘরে—তিনি দরজা খুলে বেরোতে বাজনার রেশ স্পষ্ট হলো।

ল্যাংয়ের মেজাজ নষ্ট হয়ে গেলো, সে হতবাক হয়ে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্ত। তারপর স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে বলে উঠলো, 'এই দুর্দিনে আপনি বাজনা শুনছেন কি করে?'

ল্যাং ভুলে গেছে সে একজন জেনারেল পদাধিকারীর সামনে দাঁড়িয়ে।

স্পাইডেলের ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা দিলো, 'আরে ল্যাং, তুমি কি ভাবো বাজনার ব্যাপারটা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে?'

করিডরে রোমেলকে দেখা গেলো এবার। নীল-ধূসর রঙে মোড়া ফিলড কোট গায়ে চাপানো, হাতে রুপো-মাথা ব্যাটন—এগিয়ে আসছেন। হাত দুটো পেছনে তাঁর, স্পাইডেলের দপ্তরে ঢুকলেন রোমেল। মানচিত্রের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। স্পাইডেল দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

ল্যাং এক মুহূর্ত দাঁড়ালো, তারপর বৈঠক বেশ কিছুক্ষণ চলবে ভেবে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালো। লম্বা টেবিলের এক কোনে বসে কফির ফরমাস দিলো ল্যাং। অদূরেই এক অফিসার বসে, কাগজ পড়ছে সে। ল্যাংকে দেখে চোখ তুললো, 'কি রকম বেড়ালে?' স্মিতস্বরে প্রশ্ন করলো সে।

ল্যাং শুধু তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

শেরবুর্গ উপদ্বীপে, সেন্ট মেরে এগ্লিসের কাছে একটা গোপন আস্তানায় দাঁড়িয়ে প্রাইভেট 'ডাচ' স্কালজ। কাছের এক গির্জা

থেকে রাত এগারোটার সরব ঘোষণা শুনলো সে। চোখ খুলে রাখতে পারছে না সে।

হিসেব করে দেখলো 'ডাচ', গত বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে সে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ বুজতে পারে নি, তাস খেলায় বসার পর থেকে। নিজেকে অভিশাপ দিলো—অতগুলো টাকা হাত ছাড়া করার জন্যে, কারণ—কিছুই তো ঘটলো না। নিজেকে ভীতু ভীতু মনে হচ্ছে, সারাদিনে একটি গুলিও খরচ হয় নি তার।

ওমাহা সৈকতে মেডিক্যাল স্টাফ সার্জেন্ট আলফ্রেড আইজেনবার্গ পরিশ্রান্ত, শরীর এলিয়ে দিলো একটা ক্রেটারে। কতজনকে চিকিৎসা করেছে সে, ভুলেই গেছে। হাড়ে-হাড়ে পরিশ্রান্ত, ঘুমোতে চায় আইজেনবার্গ। ঘুমোবার আগে একটা ডি-মেল (বিজয়-বার্তা প্রেরণের) কাগজ বার করলো পকেট থেকে সে—টর্চের আলোয় তাতে লিখলো ক্লান্ত হাতে—'ফ্রান্সের কোথাও থেকে—'

তারপর শুরু করলো, 'শ্রদ্ধেয় মা আর বাবা, আক্রমণের খবর নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে তোমাদের কাছে, যাক—আমি ভালোই আছি—'

উনিশ বছরের তরুণ আইজেনবার্গের আর কিছু মনে পড়লো না···

সৈকতে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল নরমান কোটা ব্ল্যাক-আউট বাতি-জ্বলা ট্রাকগুলো দেখছিলেন দাঁড়িয়ে। এম-পি (মিলিটারী পুলিস) আর সৈকত-প্রধানদের (Beach master) হাঁকডাকও কানে আসছে। এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়া জ্বলন্ত বিমানগুলো থেকে এখনও আগুনের রেশ মিলোয় নি। রাতের আকাশ থেকে মিলোয় নি রক্তাভা···সমুদ্রের উত্তাল ফেনিল ঢেউয়ের গর্জনের সঙ্গে দূর থেকে ভেসে এলো মেসিন গানের নিঃসঙ্গ কট কট···ক্লান্ত হাত উঁচিয়ে একটা ট্রাক থামালেন, ফুটবোর্ডে লাফিয়ে উঠে নির্দেশ দিলেন চালককে, 'পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে দাও।

রোমেলের সদরে, অন্যসবাই যা জেনেছে ল্যাংও শুনেছে তা, দুঃসংবাদ তার কানেও এসেছে। জেনেছে একুশ নম্বর প্যানজার বাহিনী ব্যর্থ হয়েছে।

'মরু-শৃগাল' ফিল্ডমার্শাল রোমেলের ঘরে ঢুকলো সে, ভারাক্রান্ত মনে বললো, 'স্যর, আপনার কি মনে হয় ওদের আমরা ফিরিয়ে দিতে পারবো ?'

রোমেল কাঁধের একটা ভঙ্গি করলেন। হাত দুটো প্রসারিত করে দিলেন টেবিলে। একটু পরে উত্তর করলেন, 'ল্যাং, আমার মনে হয়—পারবো। আমি তো এ-পর্যন্ত সব কিছুতেই প্রায় সফল হয়েছি—'

ল্যাংয়ের কাঁধে হাত রাখলেন রোমেল, সস্নেহ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি পরিশ্রান্ত, শুতে যাওনা কেন ? দিনটা তো বড়ই ছিলো—'

রোমেল ফিরে চলতে শুরু করলেন। ল্যাং তাঁকে তাঁর অফিসঘরে ঢুকে দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে দিতে দেখলো।

বাইরে, দুর্গের প্রাঙ্গণে নেই কোনো শব্দ। লা-রোশের সবই নিস্তব্ধ। ফ্রান্সের দখল করা গ্রামগুলোর অন্যতম এটাও মুক্ত হয়ে যাবে অচিরাৎ। মুক্ত হবে 'হিটলারের ইয়োরোপ'। আজ থেকে এক বছরে মধ্যে বিলুপ্ত হবে তৃতীয় রাইখের অস্তিত্বও।

নির্জন রাস্তার দিকে চোখ মেলে দিলো ল্যাং…বাড়িগুলোর দরজা জানালা বন্ধ…

সেন্ট স্যামসনের গির্জার ঘন্টায় মধ্যরাত্রির ঘোষণা শুরু হলো…